সকালের শিরোনাম

বৃহস্পতিবার

শুধু ফ্লাইওভার নয়, শহরের ফুসফুসও বাঁচাতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী ● পৃঃ ৩

বারুইপুরে তদন্তে আরও এক ধাপ, বসিরহাট থেকে ধৃত কবীর ● পৃঃ ৩

কালীঘাটে ভিড় সামলাতে গিয়ে কর্মীকে চড় মমতার ● পৃঃ ৩

দৈনিক বাংলা পত্রিকা •৯ জুলাই ২০২৬ • বাংলা ২৪ আষাঢ় ১৪৩৩ •বর্ষঃ- ০১ •সংখ্যা ঃ- ২৯৩ • মূল্যঃ- ০৫ টাকা• PRGI NO : WBBEN/25/A1493 • www.sakalershironam.in • sakalershironam@gmail.com

আজকের খবর

ডিজে' মামলায় অভিষেকের অনুপস্থিতি ঘিরে নতুন টানাপড়েন, আদালতের দ্বারস্থ সিআইডি

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে সাফাই কর্মীদের সুরক্ষার জন্য চালু হল 'স্বচ্ছ কবচ' কর্মসূচি

সকালের শিরোনাম

সুষমা পাল মন্ডল

SWACH KAVACH
first-of-its-kind welfare initiative
• JACKET
• CAP
• GLOVES
• GUMBOOT
• MASK
• RAIN SUIT
স্বচ্ছ কবচ
For 50,000

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা এলাকার সাফাই কর্মীদের সুরক্ষার জন্য চালু হল 'স্বচ্ছ কবচ' কর্মসূচি। রাজ্যকে দূষণমুক্ত করতে এবং পরিচ্ছন্নতার প্রসারে বড় পদক্ষেপ করল সরকার। একটি পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে প্রাথমিকভাবে রাজ্যের ৫০ হাজার সাফাই কর্মীর হাতে এই বিশেষ কিট তুলে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের পরিবেশ দূষণ এবং সবুজ ধ্বংস নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'আধুনিকীকরণের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় জোর না-দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের অপরাধী হয়ে থাকতে হবে।' রাজ্যের নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী সাফাই কর্মীদের প্রকৃত সেবাদানকারী হিসেবে উল্লেখ করে তাঁদের ধন্যবাদ জানান। তবে তাঁর বক্তব্যের বড় অংশ জুড়েই ছিল পরিবেশ রক্ষার আকুল আবেদন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে একসময় পরিবেশ দফতরের দায়িত্বে ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে শহরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি হতাশা প্রকাশ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'যেভাবে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, স্বচ্ছতার অভাবে যেভাবে বৃক্ষ ছেদন করে কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত করা হয়েছে এবং যেভাবে ১৫ বছরের বয়সের থেকে বেশি গাড়ি যা শহর এলাকায় চলাচল কার্যত নিষিদ্ধ, তার ভিজিল্যান্স উপেক্ষা করা হয়েছে, এর সবচেয়ে খারাপ প্রভাব যদি কারও মধ্যে পড়ে থাকে তাহলে শিশু কিশোর এবং বয়স্ক মানুষদের উপরই পড়ে। পরিবেশের ইন্ডেক্সগুলো এত বিপজ্জনক জায়গায় যায় যে, ডাক্তারবাবুরা বলেন মর্নিং ওয়াক করবেন না ইভনিং ওয়াক করুন।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর প্রশংসাও শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কলকাতা ও বিধাননগর পুরসভার স্বচ্ছতা কর্মসূচির কথা প্রধানমন্ত্রী খোদ রেড রোডের অনুষ্ঠান থেকে উল্লেখ করেছেন বলে তিনি জানান। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানান, দিনকয়েক আগে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টারের উপস্থিতিতে 'স্বচ্ছ অ্যাপ'-এর উদ্বোধন করা হয়েছে। নতুন দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই এমন সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ নেওয়ার জন্য রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী উমেশ রায়কে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন, এই দফতরকে আরও গতিশীল ও পরিবেশবান্ধব করে তুলতে নবান্ন থেকে সবরকম সহযোগিতা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, 'সব জায়গায় শুধুমাত্র ফ্লাইওভার, রোডওভার ব্রিজ, সুন্দর সুন্দর দৃষ্টিনন্দন নানা হল-অডিটোরিয়াম এগুলোর যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি স্বচ্ছতা, স্বচ্ছ পরিস্রুত পানীয় জল, অরণ্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সবুজায়ন এবং পরিবেশ বান্ধব পরিবেশ, এই বহুমুখী লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে যদি আমরা এগোতে না-পারি তাহলে আগামী দিনে সমাজের কাছে আমরা নিজেদের অপরাধী হিসেবে উপস্থাপিত করব।' মুখ্যমন্ত্রীর এই ব্যক্তিগত তৎপরতা ও দূরদর্শিতাকে সাধুবাদ জানিয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা মিরিক, দুধিয়া ও তরাই-ডুয়ার্সের অবহেলিত মানুষের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর গত মাত্র দু মাসের কার্যকালে পাহাড়ের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারী যে সমস্ত পদক্ষেপ করেছেন, তা এককথায় নজিরবিহীন।' সাংসদ রাজু বিস্তা বর্তমান সরকারের অধীনে পাহাড়ে অনুমোদিত হওয়া একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কালিম্পঙে একটি নতুন মেডিক্যাল কলেজের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দার্জিলিংয়ে একটি আধুনিক ট্রমা সেন্টার অনুমোদন পেয়েছে এবং সেখানে একটি ৫০০ শয্যার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য জমি খোঁজার কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া কার্শিয়াং মহকুমা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার ছাড়পত্র মিলেছে। পাহাড়ের চা শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায় ৩১৩ কোটি টাকার বিশেষ তহবিল অনুমোদন করেছে রাজ্য সরকার। চা বাগান ও সিঙ্কোনা বাগান এলাকায় 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'-সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সফলভাবে লাগু করা হয়েছে। এছাড়াও ইতিমধ্যে ১ লক্ষ ২২ হাজারেরও বেশি মানুষ 'অন্নপূর্ণা যোজনার' সুবিধা পাচ্ছেন।

পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মৃত্যু বারুইপুর কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত

পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে পালানোর সময় নিহত প্রভাস মন্ডল

সকালের শিরোনাম

সুষমা পাল মন্ডল

বারুইপুর কাণ্ডে পুলিশের গুলিতে নিহত হলো অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত প্রভাস মন্ডল। বারুইপুরে নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে হত্যার ঘটনায় অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত প্রভাস মন্ডলকে নিয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনা পুনর্নির্মাণে নিয়ে গিয়েছিল বারুইপুর পুলিশ জেলার তদন্তকারীরা। সেই সময় পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টার পাশাপাশি পুলিশকে উদ্দেশ্য করে গুলি চালানোর পরেই পাল্টা পুলিশের চালানো গুলিতে প্রভাস মন্ডলের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাত পৌনে ১টা নাগাদ প্রভাসকে নিয়ে ঘটনার তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে যান তদন্তকারী আধিকারিক। কয়েক জন পুলিশ অফিসারও ছিলেন সঙ্গে। ঘটনার পুনর্নির্মাণ করার উদ্দেশ্যেই প্রভাসকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এমনটাই খবর। পুলিশের দাবি, সেই সময় অভিযুক্ত প্রভাস পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু উল্টো পুলিশের দিকেই এক রাউন্ড গুলিও চালান তিনি। পাল্টা গুলিতে জখম হন প্রভাস। ওই অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। বারুইপুরের সূর্যপুরের যে জায়গায় মঙ্গলবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটেছে, সেটি কার্যত জনমানবশূন্য। কাদা মাটি মাখা সরু পথ দিয়ে জঙ্গলে ঘেরা এই জায়গায় আসতে হয়। গোটা এলাকাটি জলাজমিতে ঘেরা। পাশেই রয়েছে রেল লাইন। গভীর রাতে এখান থেকে পালিয়ে পাশের পেয়ারা বাগান অথবা জঙ্গলে ঢুকে পড়লে কাউকে খুঁজে পাওয়ায়ও মুশকিল।

কে এই প্রভাস?

বারুইপুরে বারো বছরের নাবালিকার ধর্ষণ এবং খুনে অন্যতম অভিযুক্ত এই প্রভাস মণ্ডল। গত শনিবার নির্যাতিতার অপহরণ হয়। এই প্রভাস মণ্ডলই নাবালিকা ভুল বুঝিয়ে ওই ঝুপড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে আগে থেকে

> বারুইপুর কাণ্ডে পুলিশের গুলিতে নিহত হলো অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত প্রভাস মন্ডল। বারুইপুরে নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে হত্যার ঘটনায় অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত প্রভাস মন্ডলকে নিয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনা পুনর্নির্মাণে নিয়ে গিয়েছিল বারুইপুর পুলিশ জেলার তদন্তকারীরা।

উপস্থিত ছিল আনন্দ, দিবাকর এবং আরও এক। প্রভাসের নিয়ে আসা নাবালিকাকে সেখানে বসেই মাদক সেবন করে অভিযুক্তরা। তারপর নাবালিকার উপর চালানো হয় শারীরিক নির্যাতন। চারজনই নির্যাতন চালায়। তারপর নাবালিকার গলায় পা তুলে নৃশংস ভাবে আঘাত করা হয়। সেই অবস্থাতে ওই ঘরে মধ্যে রেখে দেয় নাবালিকাকে। গভীর রাতে প্লাস্টিকের বস্তায় ভরে দেহ ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু প্লাস্টিকে ছিঁড়ে যায়। ফলে ঘটনাস্থলের থেকে কাছে পুকুরে দেহ ফেলে ওই বস্তা চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে নাবালিকাকে খুঁজতে গিয়ে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় যে, এই প্রভাস মণ্ডলের সঙ্গে নাবালিকা হেঁটে কোথাও যাচ্ছে। গত রবিবার সকাল ৭.৩০ নাগাদ নির্যাতিতার দেহ উদ্ধার হয়। দেহ উদ্ধারের পর স্থানীয় বাসিন্দারা দু'জন সন্দেহভাজনকে ধরে স্থানীয় পুলিস ফাঁড়িতে নিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে ছিল প্রভাস মণ্ডল এবং আনন্দ সর্দার, যে পরে এই মামলার মূল অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেফতার হয়। জেরায় প্রভাস মণ্ডলের দাবি ছিল, আনন্দ সর্দার তাকে মেয়েটি নিয়ে আসলে ১০ হাজার টাকা দেবে বলেছিল। কিন্তু প্রভাসও এই চরম নৃশংসতায় জড়িয়ে।

'সিএম-এর উপর পুরো ভরসা আছে'

বারুইপুর নির্যাতিতার বাবা এনকাউন্টার প্রসঙ্গে বলেন, 'পুলিসের উপর পুরো আস্থা আছে। সরকারের উপর পুরো আস্থা ভরসা আছে। মুখ্যমন্ত্রী কালকে কথা দিয়েছে যেভাবে, সেভাবে উনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, আমরা খুব খুশি, অত্যন্ত খুশি। সিএম-এর উপর পুরো ভরসা আছে আমাদের'। তিনি আরও বলেন, 'ভরসা আছে, না থাকলে আমরা আসতে পারতাম না এখানে। তাতে খুশি। আরও যারা আছে তারা গ্রেফতার হবে, দোষীদের শাস্তি হবে। আমি চেয়েছি দাদাও এই জিনিসটা খুব মাথায় রেখেছে। দাদা আমাকে ভরসা দিয়েছে, দাদার উপর পুরো ভরসা আছে। আমাদের যে সিএমকে দাদা বলে আমরা সম্মান করি। দাদা পুরো ভরসা দিয়েছে, বিশ্বাস, আশা, ভরসা সব আছে আমার দাদার উপরে'। সর্বশেষে তিনি বলেন, 'আমি কঠোরভাবে শাস্তি চেয়েছি। দাদা বলেছে, তুমি তোমার কাজ দেখে নাও। সত্যি দাদার ওপর আমাদের ভরসা আছে খুব। আমরা খুব খুশি'।

ঠিক হয়েছে' জানালেন নিহতের মা

নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনে তাঁর ছেলে গ্রেফতার হওয়ার পরই অন্যতম এই অভিযুক্তের মা জানিয়েছিলেন, ছেলের শাস্তি হোক। এদিন পুলিশের কাছ থেকে ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি বলেন, 'পুলিশ এসে বলে গেল, মারা গিয়েছে। কীভাবে মারা গিয়েছে বলেনি। পুলিশ শুধু বলে গেল, মৃতদেহ বারুইপুর হাসপাতালে রয়েছে। দেখবেন যদি চলুন'। তবে ছেলের মৃতদেহ তিনি দেখতে যাবেন না বলে জানালেন। পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশের গুলিতে ছেলের মৃত্যু হয়েছে জানতে পেরে তিনি বলেন, 'ঠিক হয়েছে। ভালো হয়েছে। আমি এখন বলছি, ওর মৃতদেহ আনার কেউ নেই। দেখার কেউ নেই। পুলিশ যা করার করুক। ও যা কর্ম করেছে, তাতেই মৃত্যু হয়েছে। খুব ভালোই হয়েছে। আর দেখে কী করব। ও যদি সুখে শান্তিতে মরত, তাহলে দেখতাম'। ছেলের মৃত্যুতে তিনি কষ্ট পাননি জানিয়ে বলেন, 'বাচ্চা মেয়েটি যেমন কষ্ট পেয়ে মরেছে। ও তেমন মরেছে। আমার একদম দুঃখ নেই'।

বিয়ের পরেও আমি ওর নোংরামো দেখেছিঃ স্ত্রী

পুলিশের গুলিতে মৃত প্রভাস মণ্ডলের স্ত্রী জানালেন স্বামীর চরিত্রের দোষ ছিল, তাই সম্পর্ক রাখতেন না তিনি। তিনি বলেন, 'বিয়ের পরেও আমি ওর নোংরামো দেখেছি। মেনেই নিয়েছি অপরাধ ও করেছে। অন্যায় করেছে, দোষ করেছে এখানে আমার কিছু বলার নেই'।

বারুইপুর এনকাউন্টারে দাবি শমীকের

সরকার কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে, কোনও অপরাধীকে আর ছেড়ে রাখা যাবে না'

এনকাউন্টার নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত বাংলার রাজনীতি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সরকার কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। কোনও অপরাধীকে আর ছেড়ে রাখা যাবে না। কোনও রাজনৈতিক নেতার আশীর্বাদে আর কেউ বাঁচতে পারবে না। এই ঘটনা সেটাই প্রমান করল। একই সঙ্গে সঙ্গে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে এই আবেদনও জানাচ্ছি, কামদুনি কাণ্ডে যে ভাবে রাজ্য প্রশাসন তদন্ত করেছিল, এবং মুষ্টিমেয় কিছু মানুষকে তোষণের জন্য আজকে কামদুনির নির্যাতিতা বিচার পাননি, বেকসুর খালাস পেয়ে গিয়েছিল কোর্ট থেকে, সেই ফাইল ওপেন করা হোক।' বারুইপুরের নাবালিকাকে ধর্ষণ এবং হত্যার ঘটনায় অন্যতম প্রধান অভিযুক্তকে অভিযুক্তের পুলিশ এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনাকে এভাবেই সমর্থন জানালেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তবে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সমর্থন জানালেও এই ঘটনা নিয়ে পক্ষে এবং বিপক্ষে শুরু হয়েছে তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকার লেখেন, 'বারুইপুরে ১২ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও হত্যাকারী পিশাচ প্রভাস মণ্ডল মঙ্গলবার ভোররাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। এ এক ঐশ্বরিক বিচার!' বারুইপুর এনকাউন্টারের ঘটনায় আরজি কর মামলার অভয়ায় মা তথা পানিহাটির বর্তমান বিজেপি বিধায়ক রত্না দেবনাথ বলেন, এখানে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে আমরা এখনও বিচার পাইনি। এখানে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে আমরা যেমন এখনও বিচার পাইনি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শাসকের আইন নয়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি মনে করি, পুলিশ ভালো করেছে। একজন ধর্ষক শেষ হয়েছে। এভাবে যদি পদক্ষেপ করা হয়, তাহলে হয়তো বাচ্চা মেয়েদের বাঁচানো যাবে আগামী দিনে'।

সমালোচনায় তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেস

পুলিশি এনকাউন্টারে প্রভাসের মৃত্যুর ঘটনাকে উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে তুলনা করে কালীঘাটপন্থী তৃণমূল নেত্রী তথা কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন উত্তরপ্রদেশ মডেল চলছে। এ রাজ্যে জঙ্গলরাজ শুরু হয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, 'এ সব কী হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ? বাঙালিরা দয়া করে নতুন বাংলা; অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ ২.০-কে স্বাগত জানান। বিজেপি কোনও সরকার নয়, এটা আসলে জঙ্গলের আইন'। সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য এই এনকাউন্টারকে 'রূপকথার গল্পের' সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'এনকাউন্টার করা হবে, এটা আগে থেকে পরিকল্পনা করা ছিল। এটা সুপরিকল্পিত। যোগীর স্টাইলে মূল সাক্ষীকে মেরে ফেলা'।

বারুইপুর কান্ডের প্রতিবাদে বিরোধী নেত্রীর ভূমিকায় পথে মমতা

মিছিলে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিল কলকাতা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পরে প্রথমে দু তিনটে ছোট ছোট স্ট্রিট কর্নার করার পরে এবারে কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে বড় আকারে পদযাত্রায় নামলেন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টের কাছে আবেদনের প্রেক্ষিতে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে মিছিলের অনুমতি পেলেও সেই মিছিলকে ঘিরে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে তৃণমূলের কর্মীর নেতাদের বাকবিতণ্ডায় কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মমতার মিছিল। কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে কালীঘাট তৃণমূল মিছিল করছিল। অভিযোগ, সেইখানেই পাশ থেকে হেঁটে যাচ্ছিলেন বিজেপি কর্মীরা। সেই সময় তৃণমূলের মিছিল দেখেই চোর স্লোগান দেন বিজেপি কর্মীরা। এরপরই দুপক্ষের মধ্যে তুমুল বাগবিতণ্ডা। বচসা-ধস্তাধস্তি-হাতাহাতি চলতে থাকে দু'পক্ষের মধ্যে। বাজানো হয় মাছ চোর গান। পরিস্থিতি ঠান্ডা করার চেষ্টা করেন পুলিশ কর্মীরা।

ঘটনাস্থলে পৌঁছন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশকে একহাত নেন তিনি। কীভাবে পুলিশ তাঁর উপর নজর রাখছে, কীভাবে তৃণমূল কর্মীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে সবটা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন মমতা। ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে মেজাজ হারান তিনি। এক ব্যক্তিকে কষিয়ে চড় মারেন তিনি। ওই ব্যক্তি তৃণমূলেরই কর্মী বলে জানা গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে বলেন, 'আমাদের ছেলে-মেয়েরা যাতে স্লোগান দিতে না পারে সেই চেষ্টা করেছে। আমি বিজেপিকে দুষছি না। আমি প্রশাসনকে দুষছি। আপাদের দায়িত্ব যাতে র্যা লি করা যায়। এর বদলে আপনারা কী করলেন, বিজেপির লোকজনকে এখানে নিয়ে আসা হল। তারপর আমাদের হ্যান্ডমাইক কেড়ে নিল। অথচ হাইকোর্ট আমাদের অনুমতি দিয়েছিল হ্যান্ড মাইক ব্যবহার করার। আমাদের কর্মীদের মারা হল। ওরা মারধর করেছে আমাদের মহিলা পুরুষ সকলকে। আমার কাছে মেসেজ এল যে আমাদের আইটি সেলের চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। তাঁকে মারা হয়েছে। তাই তাঁকে উদ্ধারের জন্য আমি গেলাম। উদ্ধার করলাম। কোথায় গেল আইন?' বর্তমানে বিজেপি শাসিত পশ্চিমবঙ্গ উত্তরপ্রদেশের থেকেও খারাপ চেহারা ধারণ করেছে বলে অভিযোগ করে মমতার দাবি, 'উত্তরপ্রদেশের থেকেও বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। দেশের মানুষ ভাবতেই পারবে না কী হচ্ছে এখানে। প্রত্যেককে আক্রমণ করা হচ্ছে। ওরা কীভাবে হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করল? আমরা ধিক্কার জানাই। বিজেপি ও তাঁদের দলদাসরা অত্যাচার করছে। বারুইপুরে কালকে প্রতিবাদীদের ৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে আমি শুনেছি। দুর্গাপুর,বর্ধমান, ভগবানপুর, পটাশপুরে হয়েছে, বেহালা, মালদহে নারী নির্যাতন হয়েছে। কোথায় হয়নি? ২ মাসের মধ্যে ১৪ জনের বেশি মেয়ে ও মহিলার উপর ধর্ষণ, নির্যাতন হয়েছে।

অনেকে খুন হয়েছে। আমার আবেদন শান্তিপূর্ণভাবে সবটা বিচার করুন। আমার উপর নজর রাখা হচ্ছে। আমার তো নিরাপত্তা নেই, তারপরও কেন দেখবে কে ঢুকছে কে বেরচ্ছে? অনৈতিক ভাবে আমার উপর নজর রাখা হচ্ছে। ওদের সাহস থাকলে ওরা নিয়ম মেনে নজর রাখুক। আমায় গৃহবন্দি করেছে রেখেছে। আপনারা সাধারণ মানুষের বাক স্বাধীনতা নষ্ট করতে পারেন না।

SUKANYA
Builders & Developers

ICHHE DANA

Vidyasagar Pally, Benachity, Durgapur

G+5 - 15Flats

Sebica Medical Store
Raj Mahal Road

4 BHK 1700sq.ft.
2 BHK 840, 860 sq.ft.

Amenities
DG Back-up
High Speed Elevator
CCTV security surveillance
Gated Community
Ample Parking Space
24*7 - Electric & Water supply

7479002295
9800354432

সকালের শিরোনাম

সম্পাদকীয়

৯ জুলাই ২০২৬ বৃহস্পতিবার

উচ্ছেদ ও আন্দোলন

ভারতে প্রতি ঘণ্টায় ১৫-১৮ জন ব্যক্তি আত্মঘাতী হন। হকারেরাও এর মধ্যে রয়েছেন। পশ্চিমবাংলায় বিজেপি সরকারের ছয় মাসের ঘুরপথের শাসন ও দুই মাসের সরাসরি শাসনামলে প্রায় কয়েক'শ নাগরিক আত্মঘাতী হয়েছেন। কিন্তু, সেই নিয়ে আওয়াজ নেই। সংবাদমাধ্যমগুলো দেখিয়ে চলেছে যে, সাধারণ জনগণ বা নাগরিক আসলে সকলেই 'অবৈধ দখলদার'। তাই বিজেপি সরকার যার সাথে যা খুশি তাই করতে পারে, তাদের করা সকল ধরনের 'উচ্ছেদ' বৈধ। হকার উচ্ছেদও তেমনি। বিজেপির উচ্ছেদ প্রকল্প আমাদের সামনে তিনটে বিষয় আবারও প্রমাণিত করেছে; এক, রাষ্ট্রই সব থেকে বড় সন্ত্রাসী গোষ্ঠী; দুই, রাষ্ট্র সবসময়েই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবানদের জন্যে; তিন, রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের স্তম্ভ হিসেবে যে যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেখানো হয়, তা সম্পূর্ণভাবে শাসক শ্রেণিগুলোর অধীনস্থ। রেল স্টেশনের অধিকাংশ হকার'রা এখন বলছেন, আর.এস.এস ও বিজেপি পুঁজিপতিদের সরকার, আমাদের নয়। যে রাজনৈতিক দল বা সেই দলের যাঁরা হকার উচ্ছেদ নিয়ে বিরোধিতা করে এখন সামনের দিকে উঠে আসতে চায়, বিজেপির প্রধান বিরোধী দল হিসেবে। সেই দলগুলো ক্ষমতায় থাকাকালীন একই কাজ করেছে। তবে সেই সময় ও এসময়ের মধ্যে গুণগত তফাৎ রয়েছে। প্রত্যেকেই পুলিশ-প্রশাসন ব্যবহার করে হকারদের উচ্ছেদ করতে চেয়েছে। কিন্তু, বিজেপি রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে পকেটে পুরে, আধা সেনা ও বুলডোজার নিয়ে সংগঠিত সন্ত্রাস নামিয়েছে। পাশাপাশি চলছে, বিজেপি নেতা-মন্ত্রী ও ক্যাডারদের অফুরন্ত মিথ্যে ভাষণ ও মিথ্যে তথ্য ছড়ানোর প্রতিযোগিতা। এই যেমন ; সজল ঘোষ এক সাক্ষাৎকারে তদন্ত ছাড়া, তথ্যহীনভাবে বলেন, হকার'রা অনেক বড়লোক। আসলে এস.আই.আর থেকে হকার উচ্ছেদ ; পশ্চিমবাংলার নাগরিকদের বিরুদ্ধে সর্বস্তর থেকে নীরবে যুদ্ধ ঘোষণা থেকে সরবে যুদ্ধ যাত্রার শুরুয়াতের সূচনা। এই গোটা পদ্ধতিকে ফ্যাসিবাদ বা শাসক শ্রেণিগুলোর সব থেকে ভয়ানক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কর্মকাণ্ড বলা যেতে পারে। এখানে এর প্রধান কারণ, দেশের সমস্ত সম্পদ ও সম্পূর্ণ বাজার বিদেশি, বড় পুঁজির হাতে সঁপে দেওয়া। তাই হকারকে সরিয়ে দিয়ে রেল স্টেশনগুলোতে ব্যাপক পরিমাণে বিদেশি, বড় পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই নিষ্ঠুরতম অমানবিক, দানবীয় আইন, রেওয়াজগুলোকে নব্বই দশকের এল.পি.জিতে স্বীকৃতি দিয়েছিল ভারত রাষ্ট্র। আর.এস.এসের শাহ-মোদির বিজেপি সরকার সেটিকেই আরও অনেকখানি সম্প্রসারিত করেছে। ফলে, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং পলিসি(২০১৭) অনুযায়ী, রেল স্টেশনে ফুড প্লাজা অনুমোদিত হয় ও হকারেরা অবৈধ দখলদার হয়ে পড়েন এবং, 'উচ্ছেদ' সরকারি উন্নয়ের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে আইনি স্বীকৃতি পায়। ২০১৬ সালে ইউ.এন স্পেশাল রাপোর্টার লেইলানি ফারহা এখানকার সমস্ত প্রকারের উচ্ছেদগুলোকে প্রত্যক্ষ করেন। বলেন, ভারতে জোরপূর্বক উচ্ছেদ প্রায়ই যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া হয়, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থী। ভারত সরকারকে উচ্ছেদ আটকাতে কঠোরতম আইন করতে হবে।ভারতীয় আইন স্ববিরোধী, একটার ঘাড়ে আরেকটা চাপানো। যা সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক, বৈরিতা তৈরি করে এবং শেষ পর্যায়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবানদের পক্ষেই সমস্ত অধিকার তুলে দেয়। এই যেমন ; সংবিধানের ২১নং, ১৪নং, ১৯(১)ছ ধারা জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদের বিপক্ষে। কিন্তু, এইগুলোকে খন্ডন করে রেল স্টেশনে বড় পুঁজির ফুড প্লাজা বানানোর আইনগুলো তৈরি করা হয়েছে। অথবা, বিচার ব্যবস্থাও অনেক সময় নাগরিককে বাস্তুভূমি ও জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করবার ক্ষমতা প্রদান করে। হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রয়েছে, 'স্ট্রিট ভেন্ডার অ্যাক্ট'(২০১৪)। এই আইনে বলা হয়েছে ; উচ্ছেদের আগে সম্পূর্ণ তদন্ত (সার্ভে রিপোর্ট) করবার ও ভেন্ডিং সার্টিফিকেট দেওয়ার এবং হকিং ও নন-হকিং জোন চিহ্নিত করবার কথা। বাস্তবে ঠিক তার উল্টোটাই চলছে। কোনো কিছুই হয়নি হকারদের জন্যে, পুনর্বাসন অনেক দূরে। কোর্টের স্থগিতাদেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই বিজেপি সরকার আইনিভাবে বুলডোজার চালাচ্ছে। সরকারপক্ষের সিংহভাগই এই ভয়াবহ উচ্ছেদ প্রকল্পকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিতে যুক্তি হিসেবে খাড়া করছে ১৪৪ ধারাকে। বলছেন, অননুমোদিত হকারি নিষিদ্ধ। তাই সরকারি উচ্ছেদ বৈধ। হকারেরা অবৈধ দখলদার। হকাররা নানা জায়গা থেকে আসেন। তাঁরা মূলত কম দামী ক্ষুদ্র পণ্য বিক্রি করেন। যা এই বিশ্বায়ন পরবর্তী ভারতে একদিকে আঞ্চলিক ছোট কোম্পানিগুলোর বা দেশীয় পুঁজির বাজার ধরে রেখেছে, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবীদের জন্য কম পয়সার খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য নানা পণ্য নিয়ে এসেছে। হকারদের নানা ধরনের অতীব ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে যুক্ত রয়েছে; খুচরো, পাইকারি, রিটেল ও ছোট ব্যবসার ডিস্ট্রিবিউটর হাউজগুলোও।

স্মৃতির পাতা থেকে

গ্যালিলিও গ্যালিলেই

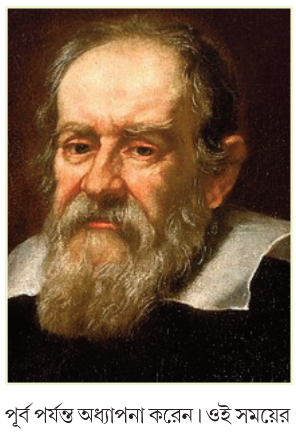

গ্যালিলিও গ্যালিলেই একজন ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক যিনি বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সঙ্গে বেশ নিগূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত। তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে রয়েছে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি সাধন যা জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে, বিভিন্ন ধরনের অনেক জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, নিউটনের গতির প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্র, এবং কোপারনিকাসের মতবাদের পক্ষে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের মতে আধুনিক যুগে প্রকৃতি বিজ্ঞানের এতো বিশাল অগ্রগতির পেছনে গ্যালিলিওর চেয়ে বেশি অবদান আর কেউ রাখতে পারেননি। তাঁকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের জনকএবং এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানের জনকহিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। অ্যারিস্টটলীয় ধারণার অবসানে গ্যালিলিওর আবিষ্কারগুলোই সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রেখেছে।গ্যালিলিও ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ইতালির টুস্কানিতে অবস্থিত পিসা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ভিনসেঞ্জো গ্যালিলি গণিতজ্ঞ এবং সংগীতশিল্পী ছিলেন। ভিনসেঞ্জো ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্ম নেন। তার মায়ের নাম গিউলিয়া আমানাতি । গ্যালিলিও ছিলেন বাবা মায়ের সাত সন্তানের (কারো কারো মতে ৬) মধ্যে সবার বড়ো। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে তিনি ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবীও ছিলেন।বেশ অল্প বয়স থেকে গ্যালিলিওর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। সাধারণ শিক্ষার পর তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন সেখানেই তার পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হয়। তার পরেও ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য একটি পদ পান এবং সেখানে গণিত পড়ানো শুরু করেন। এর পরপরই তিনি পাদোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান এবং সেখানকার অনুষদে জ্যামিতি, বলবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ওই সময়ের মধ্যেই তিনি বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন।গ্যালিলিও এবং মারিনা গ্যামবা তিন সন্তানের জন্ম দেন, কিন্তু তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। গ্যালিলিও একজন নিবেদিত রোমান ক্যাথলিক ছিলেন বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা মেনে নিলে তার বিবাহ বহির্ভূত এই যৌনাচার অনেকটাই অবাস্তব মনে হয়। তাদের দুই মেয়ে (ভার্জিনিয়া ও লিভিয়া) এবং এক ছেলে (ভিনসেঞ্জিও) জন্মেছিল। বিবাহ বহির্ভূত সন্তান উৎপাদনের জন্য তাদের দুই মেয়েকেই স্বল্প বয়সে আরসেত্রিতে অবস্থিত সান মেটিও নামক গির্জায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাদের দুই মেয়েকে বাকি জীবন সেখানেই অতিবাহিত করতে হয়েছিল। কনভেন্টে প্রবেশের পর ভার্জিনিয়া মারিয়া সেলেস্টি নাম ধারণ করে, তিনি-ই ছিলেন গ্যালিলিওর সন্তানদের মধ্যে সবার বড়ো। ভার্জিনিয়া সবচেয়ে আদরের সন্তানও ছিলেন এবং বাবার মেধার খানিকটা উত্তরাধিকার তিনি-ই লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার সমাধি বাসিলিকা ডি সান্তা ক্রুস ডি ফিরেঞ্জে গ্যালিলিওর সমাধির পাশেই অবস্থিত। লিভিয়া (জ. ১৬০১) সুওর আরকাঞ্জেলা নাম ধারণ করেন। বড়ো বোনের মতো তিনি কিছু করে দেখাতে পারেননি, জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তিনি অসুস্থ ছিলেন।

বিশ্বের বিস্ময় পূর্ব কলকাতা জলাভূমি

যে কারণে আজও বেঁচে আছে কলকাতা

এই তো সেদিনের কথা। টানা কয়েক দিনের রেকর্ড ভাঙা বৃষ্টিতে মুম্বইয়ের থমকে যাওয়ার ছবিগুলি চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। জলমগ্ন রাস্তা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকা রেলের চাকা আর কোমর জলে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষ। স্রেফ মুম্বই নয়, আজকাল পুরো ভারত জুড়েই একটু বৃষ্টি হলেই এইধরনের ছবি দেখা যায়। মেঘভাঙা বৃষ্টি আর হুট করে আসা প্রবল বর্ষণে শহরগুলির ঝাঁ-চকচকে কংক্রিটের ড্রেন আর পুরনো নগর পরিকল্পনা যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। কোটি কোটি টাকা খরচ করেও জলমগ্নতা থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।ঠিক এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতির মাঝেই, আমাদের তিলোত্তমা কলকাতার ছবিটা কিন্তু একদম আলাদা। যে সমস্যার সমাধানে বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররা হিমশিম খাচ্ছেন, কলকাতা সেই সমস্যার সমাধান করে চলেছে কোনো কৃত্রিম যন্ত্র ছাড়াই।শহরের পূর্ব প্রান্ত ঘেঁষে রাজারহাট, সল্টলেক আর ইএম বাইপাসের ঠিক পাশেই রয়েছে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ।

প্রায় ১২,৫০০ হেক্টরের এই বিস্তীর্ণ এলাকাটি আসলে কলকাতার এক মস্ত বড় ঢাল। এটি কোনো সিমেন্ট-কংক্রিটের তৈরি পরিকাঠামো নয়, বরং প্রকৃতির নিজের হাতে তৈরি এমন এক ব্যবস্থা, যা শহরকে বাঁচিয়ে রাখছে বছরের পর বছর।আমাদের শরীরে কিডনি ঠিক যেরকম ভাবে শরীরকে সুস্থ রাখতে রক্ত থেকে সব নোংরা আর বর্জ্য ছেঁকে বের করে দেয়, সেরকম ভাবেই কলকাতার ক্ষেত্রে এই কাজটি করে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি। তাই পরিবেশবিদরা একে ভালবেসে ডাকেন 'কলকাতার প্রাকৃতিক কিডনি'।কলকাতা শহরের প্রতিদিনের ঘরকন্না এবং কলকারখানার উৎপাদিত নোংরা জলের প্রায় ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ; অর্থাৎ প্রায় ৭৫০ থেকে ৯৮০ মিলিয়ন লিটার অশোধিত নোংরা জল সরাসরি গিয়ে পড়ে এই পূর্ব দিকের জলাভূমিতে। অথচ, এই বিশাল পরিমাণ বিষাক্ত জলকে পরিষ্কার করার জন্য সেখানে কিন্তু কোনো কোটি কোটি টাকার আধুনিক ইলেকট্রিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নেই, খরচ হয় না কোনো রাসায়নিক। তিনি ডক্টর সুধাংশু কুমার ব্যানার্জি। ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের) প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর জেনারেল। তবে সহকর্মী আর শান্তিনিকেতনের প্রতিবেশীদের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন অন্য এক ভালবাসার নামে;'মেঘ ব্যানার্জি'।এখানে কাজ করে প্রকৃতির চারজন নিজস্ব কর্মী; সূর্যের আলো, শৈবাল , জলজ উদ্ভিদ (যেমন কচুরিপানা) এবং জলের নিচে থাকা কোটি কোটি প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হওয়া অণুজীব। খোলা আকাশের নিচে থাকা এই বিশাল জলাশয়গুলিতে সূর্যের আলো যখন পড়ে, তখন অণুজীব আর শৈবালেরা মিলে নোংরা জলকে প্রাকৃতিকভাবেই পরিশোধন করতে শুরু করে। আর কচুরিপানাগুলি জল থেকে ক্ষতিকারক তেল, গ্রীস ও ভারী ধাতু শুষে নেয়। ফল? কোনো খরচ ছাড়াই প্রতিদিন শহরের নোংরা জল নিজে থেকেই একেবারে সাফ হয়ে যায়!বিজ্ঞানীরা একেই বলেন 'প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান'। এর ফলে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রতি বছর জল পরিশোধনের জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা বেঁচে যায়। ২০০২ সালে এই অনন্য অবদানের জন্য বিশ্বমঞ্চে একে আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি জলাভূমি বা 'র্যামসার সাইট' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এটি আজ বিশ্বের বৃহত্তম প্রাকৃতিক সম্পদ পুনরুদ্ধার বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম সেরা উদাহরণ।এই জলাভূমির আসল সৌন্দর্য শুধু জল পরিষ্কার করার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় না। এখানে যা বর্জ্য, সেটাই আবার অন্য জায়গায় সম্পদ! পরিষ্কার হওয়া এই পুষ্টিগুণে ভরপুর জলকে কিন্তু ফেলে দেওয়া হয় না। একে কাজে লাগিয়ে এখানে গড়ে উঠেছে এক চমৎকার চক্রাকার অর্থনীতি । এই জলাভূমিতে প্রায় ২৫০ থেকে ২৬০টি মাছের ভেড়ি রয়েছে। পরিশোধিত এই পুষ্টিকর জলে হওয়া শৈবালগুলিই মাছের সেরা খাবার। এখান থেকে বছরে প্রায় ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয়, যা প্রতিদিন কলকাতার বাজারের মাছের চাহিদার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মেটায়। নোংরা জলের তলানি আর কলকাতার জৈব বর্জ্য দিয়ে তৈরি সার ব্যবহার করে ধাপা এবং তার আশেপাশের এলাকায় দেদার সবজি চাষ হয়। বছরে প্রায় ৫০,০০০ মেট্রিক টন তাজা সবজি এই অঞ্চল থেকে কলকাতার বাজারে আসে। হাজার হাজার হেক্টর জমিতে এই জলেই চাষ হয় বিঘার পর বিঘা ধান।সবচেয়ে বড় কথা, এই পুরো ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে এই অঞ্চলের প্রায় ২০,০০০ থেকে ৫০,০০০ মৎস্যজীবী, কৃষক ও তাঁদের পরিবারের জীবিকা টিকে রয়েছে। পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পেটের ভাতের জোগান দেওয়া; এমন নিখুঁত ভারসাম্য পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই দেখা যায়।বর্ষাকালে যখন প্রবল বৃষ্টিতে কলকাতার রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন এই জলাভূমি রূপ নেয় এক বিশাল 'স্পঞ্জ'-এর। শহরের সমস্ত অতিরিক্ত জলকে এটি নিজের বুকে টেনে নেয়। জল বয়ে যাওয়ার গতি কমিয়ে দিয়ে সেটিকে সাময়িকভাবে নিজের মধ্যে ধরে রাখে এবং ধীরে ধীরে তা ছেড়ে দেয়। এর ফলে কলকাতা শহর অনেকসময়ই মস্ত বড় বন্যার হাত থেকে বেঁচে যায়।শুধু বন্যা আটকানোই নয়, এই জলাভূমি কলকাতার ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ধরে রাখতে সাহায্য করে। এখানকার গাছপালা ও জলভাগ প্রচুর পরিমাণে কার্বন শোষণ করে , যা শহরের বিষাক্ত বাতাসকে শুদ্ধ করতে সাহায্য করে। এমনকী কলকাতার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এক কথায়, কলকাতা শহরের প্রাকৃতিক এসি এবং ফিল্টার; দুটোই হলো এই জলাভূমি।আজ আমরা যেভাবে সাজানো-গোছানো তথ্য দিয়ে এই জলাভূমিকে চিনি, একসময় কিন্তু তা ছিল না। ১৮৮০-এর দশক থেকে স্থানীয় মৎস্যজীবী ও কৃষকরা তাঁদের বংশপরম্পরায় পাওয়া নিজস্ব পরিবেশগত জ্ঞান দিয়ে এই জল শোধন ও চাষবাসের কাজটা করে আসছিলেন। তাঁরা কিন্তু কোনো বড় ডিগ্রিধারী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না, অথচ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার সবচেয়ে মোক্ষম কায়দাটা তাঁরাই জানতেন।পরবর্তীতে ১৯৮০-এর দশকে কলকাতার এক কৃতি স্যানিটেশন ইঞ্জিনিয়ার ও পরিবেশবিদ ড. ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ শহরের নোংরা জলের গতিপথ খুঁজতে গিয়ে প্রথম এই এলাকার বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম এই অঞ্চলের নাম দেন 'ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডস' বা 'পূর্ব কলকাতা জলাভূমি'। তাঁরই একক লড়াই আর প্রচেষ্টায় এই অঞ্চল বিশ্ব দরবারে পরিচিতি পায় এবং রাষ্ট্রসংঘের তরফ থেকে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে কলকাতার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের করা মামলার ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্ট এই জলাভূমি রক্ষার পক্ষে এক ঐতিহাসিক রায় দেয়, যা আজও ভারতে পরিবেশ রক্ষার ইতিহাসে এক মাইলফলক।আন্তর্জাতিক স্তরে এত নামডাক থাকা সত্ত্বেও, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি দিন দিন ছোট হয়ে আসছে। শহরের পরিধি যত বাড়ছে, ততই রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী আর প্রোমোটারদের নজর পড়ছে এই সস্তা জমির উপর। সল্টলেক বা নিউ টাউনের বিস্তারের চক্করে বেআইনিভাবে জলাভূমি ভরাট করে তৈরি হচ্ছে একের পর এক বহুতল ও আবাসন।গত ৩০ বছরে এই জলাভূমির এক বিশাল অংশ চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য, প্লাস্টিক দূষণ এবং জলাশয়গুলিতে পলি জমে যাওয়ার মতো মারাত্মক সমস্যা। যদিও ২০০৬ সালে রাজ্য সরকার এই জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য আইন এনেছে এবং একটি বিশেষ কমিটি তৈরি করেছে, তবুও চোরাগোপ্তা জমি দখল আর ভরাট পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি।বিশেষজ্ঞরা বারবার সতর্ক করে দিচ্ছেন; প্রকৃতির দেওয়া এই সুরক্ষাকবচ যদি একবার ভেঙে পড়ে, তবে কলকাতার কপালে কিন্তু চরম দুঃখ আছে। একটু বৃষ্টি হলেই কলকাতা নিমেষের মধ্যে তাসের ঘরের মতো জলের তলায় চলে যাবে। বিপন্ন হবে শয়ে শয়ে প্রজাতির পরিযায়ী পাখি, মেছো বেড়াল, কচ্ছপ আর সাপের মতো জীববৈচিত্র্য। কাজ হারাবেন হাজার হাজার দরিদ্র মৎস্যজীবী ও কৃষক, আর টান পড়বে কলকাতার সস্তার মাছ ও সবজির বাজারে।জলবায়ু পরিবর্তনের এই চরম অনিশ্চয়তার যুগে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি আমাদের চোখের সামনে থাকা এমন এক আদর্শ উদাহরণ, যা প্রমাণ করে যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে নয়, বরং প্রকৃতির হাত ধরে চললেই মানবসভ্যতা সবচেয়ে সুরক্ষিত থাকতে পারে। সৌঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

২১ জুলাই থেকে হাইকোর্টের কড়া নজরদারিতে উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং শুরু এসএসসি'র

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নতুন অগ্রগতির ইঙ্গিত মিলল। কলকাতা হাইকোর্টের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশের পর ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আটকে থাকা ১,২৪১ জন প্রার্থীর কাউন্সেলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নতুন অগ্রগতির ইঙ্গিত মিলল। কলকাতা হাইকোর্টের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশের পর ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আটকে থাকা ১,২৪১ জন প্রার্থীর কাউন্সেলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ২১ জুলাই থেকে কাউন্সেলিং শুরু হবে। এই পদক্ষেপ এমন এক সময়ে এল, যখন মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা বুধবার। তার আগেই কমিশনের এই উদ্যোগ আদালতের নির্দেশ কার্যকর করার প্রচেষ্টা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই জটিলতা চলছিল। ২০২৪ সালের অগস্টে হাইকোর্ট প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ দিলেও সংরক্ষণ নীতি ও শূন্যপদের তালিকার অসামঞ্জস্যের কারণে ১,২৪১ জন প্রার্থীর নিয়োগ আটকে যায়। পরে কমিশন জানায়, ১,১৭৭টি শূন্যপদ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তার পরেও কাউন্সেলিং শুরু না হওয়ায় আদালত একাধিকবার অসন্তোষ প্রকাশ করে। গত ২২ জুনের শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র আদালতে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ১৫ দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে। সেই সময়সীমার মধ্যেই কমিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় আদালত অবমাননার মামলা করতে হয়েছিল। পরে আদালত একাধিকবার কমিশনের কর্তাদের তলব করে। শেষ পর্যন্ত কাউন্সেলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ায় আমরা স্বস্তি পেয়েছি'।

তিনি আরও বলেন, '১,২৪১ জনের মধ্যে আপাতত ১,১৭৭টি শূন্যপদ চিহ্নিত হয়েছে। বাকি প্রার্থীদের কাউন্সেলিংও দ্রুত সম্পন্ন হবে বলে আশা করছি'। প্রসঙ্গত, আদালত আগেই কমিশনকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাউন্সেলিং শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় চেয়ারম্যান, সচিব-সহ কমিশনের কয়েকজন আধিকারিককে আদালতে হাজির হতে হয়েছিল। পরে বিধানসভা নির্বাচনের কারণে কিছুটা দেরির কথা জানানো হলেও বিচারপতিরা দ্রুত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ওপর জোর দেন। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর কাউন্সেলিংয়ের সূচি প্রকাশ হওয়ায় চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। তবে এখনও সব শূন্যপদ পূরণ না হওয়ায় পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনিশ্চয়তা পুরোপুরি কাটছে না।

খবর

শ্রীচৈতন্যের বাণী প্রচার করে কলকাতায় ফিরলেন আচার্য্য ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

যুদ্ধ, রাজনৈতিক সংঘাত, সামাজিক অবক্ষয় ও মানসিক অস্থিরতায় যখন বিশ্বের একের পর এক দেশ বিপর্যস্ত, তখন শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পথ হিসেবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম, ভক্তি ও হরিনাম সংকীর্তনের আদর্শকে গ্রহণ করছেন বিশ্বের বহু মানুষ। সেই বার্তা ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পৌঁছে দিয়ে কলকাতায় ফিরলেন গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি ও আচার্য্য ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ। গত ১৪ মে কলকাতার বাগবাজার থেকে মাধব মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশ সফরে বের হন তিনি। প্রথমে লন্ডনের ঐতিহাসিক শ্রী বাসুদেব গৌড়ীয় মঠে গিয়ে প্রচার কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর অস্ট্রিয়া, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, রচেস্টার গৌড়ীয় মঠ এবং নিউইয়র্কে ধারাবাহিক ধর্মীয় আলোচনা, হরিনাম সংকীর্তন ও আধ্যাত্মিক সভার আয়োজন করা হয়। সফরের শেষ পর্যায়ে কানাডাতেও একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন তাঁরা। বিদেশ সফর শেষে কলকাতায় ফিরে আচার্য্য ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ বলেন, বর্তমান বিশ্বে মানুষের সবচেয়ে বড় সংকট কেবল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক নয়, বরং আধ্যাত্মিক সংকট। মানুষের অন্তরে শান্তির অভাব থেকেই হিংসা, সংঘাত ও বিভাজনের জন্ম হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম, করুণা, সহিষ্ণুতা ও সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা আজ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি জানান, এই সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জগৎগুরু ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত 'পরাবিদ্যাপীঠ'-এর দর্শন ও গুরুত্ব বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরা। মানুষের জীবনে কেবল জাগতিক শিক্ষা নয়, আধ্যাত্মিক শিক্ষাও সমান প্রয়োজন। অপরাবিদ্যার কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে মানবিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে পরাবিদ্যার চর্চা অপরিহার্য বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। মহারাজের দাবি, বিভিন্ন দেশে আয়োজিত সভা, আলোচনা ও হরিনাম সংকীর্তনে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন। বিশেষ করে কানাডা, কলম্বিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে বহু মানুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবধারা সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। অনেকেই জানান, ভোগবাদী জীবনের বাইরে প্রকৃত শান্তি, আনন্দ ও মানবিক মূল্যবোধের সন্ধান তাঁরা এই আধ্যাত্মিক দর্শনের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন। কলকাতায় ফিরে আচার্য্য ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ বলেন, তআমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে যদি বিশ্বের মানুষের কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শান্তি, প্রেম ও ভক্তির বার্তা আরও কিছুটা পৌঁছে দিতে পারি, তবে সেটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। বর্তমান বিশ্বের অশান্তি দূর করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় শ্রীচৈতন্যের দেখানো পথই মানবজাতির সামনে এক অনন্য দিশা হয়ে উঠতে পারে।

ইসকনকে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব কি চূড়ান্ত ?

হলফনামা চাইল আদালত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

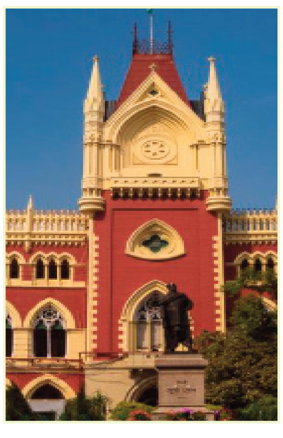

লকাতার সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়া হবে; বাজেট বক্তৃতার সেই ঘোষণাকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কে নতুন মোড় আনল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের দাবি, বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি, শুধুই প্রস্তাবের স্তরে রয়েছে। সেই অবস্থান লিখিতভাবে জানাতে সরকারকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বুধবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে রাজ্যের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র বলেন, ক্ষ্মএই বিষয়টি এখনও পর্যন্ত প্রস্তাবের পর্যায়ে রয়েছে। কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ফলে এখনই এই মামলার প্রয়োজন নেই ক্ষ্ম রাজ্যের এই বক্তব্যের পরই আদালত চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে সরকারকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে নির্দেশ দেয়। মামলাকারীকেও তার দু'সপ্তাহের মধ্যে জবাব জমা দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, এর মধ্যে সরকার যদি কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়, তা আদালতের নজরে আনার সুযোগও রাখা হয়েছে। মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, ক্ষ্মইসকনকে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়ার বিরুদ্ধেই এই মামলা। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী এতদিন এই কাজ করত। তাদের বাদ দিয়ে কোনও টেন্ডার ছাড়াই সরাসরি দায়িত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।ক্ষ্ম তাঁর বক্তব্য, এতে বহু স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে এবং সরকারি আর্থিক বিধিও প্রশ্নের মুখে পড়বে। শুনানির সময় তিনি আরও বলেন, ক্ষ্মতাহলে রাজ্য হলফনামা দিয়ে জানাক, মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় এই ধরনের কথা বলেননি ক্ষ্ম তবে আদালত স্পষ্ট করে দেয়, এখনও যেহেতু কোনও চূড়ান্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হয়নি, তাই এই পর্যায়ে বিচারিক হস্তক্ষেপের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিতর্কের সূত্রপাত গত ২২ জুন রাজ্য বাজেট পেশের সময়। তখন অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, কলকাতা পুর এলাকার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল তৈরির ও বিতরণের দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়া হবে। পরে মুখ্যমন্ত্রীও একই ঘোষণা করেন। এরপরই ডিম পরিবেশন, রান্নার পদ্ধতি এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। বুধবারের শুনানির পর স্পষ্ট, সরকার আপাতত বলছে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। কিন্তু বাজেটের ঘোষণার সঙ্গে আদালতে পেশ করা অবস্থানের এই ফারাকই এখন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। আগামী হলফনামাতেই পরিষ্কার হতে পারে, ইসকনের হাতে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কি না।

ব্যাবসা বাণিজ্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড হায়ার অ্যাপ্লায়েন্সেস ইন্ডিয়া হোম এন্টারটেইনমেন্টের দুনিয়ায় এক নতুন অধ্যায় তৈরি করে বাজারে লঞ্চ করল তাদের সর্বাধুনিক 'এইচ কিউ এলইডি পি সেভেন' প্রো সিরিজ। সিনেমাটিক অডিও, এআই চালিত চমৎকার পিকচার কোয়ালিটি এবং উন্নত প্রযুক্তির মেলবন্ধনে এই নতুন স্মার্ট টিভি সিরিজটি তৈরি করা হয়েছে। এই সিরিজের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো এর ৫০ ওয়াটের ২.১ চ্যানেল স্পিকার সিস্টেম, যার সঙ্গে বিল্ট-ইন সাবউফার (৫৫ ইঞ্চি এবং তার বেশি মডেলে) দেওয়া রয়েছে। ডলবি অ্যাটমস এবং টোটাল সোনিক্স প্রযুক্তির কারণে এতে একদম থিয়েটারের মতো আওয়াজ পাওয়া যাবে। এর অত্যাধুনিক এইচকিউএলইডি ডিসপ্লে প্রযুক্তি এবং এআই পিকচার কোয়ালিটি রিয়েল-টাইমে ছবির কনট্রাস্ট, ব্রাইটনেস ও কালার অপ্টিমাইজ করে একদম বাস্তবসম্মত দৃশ্য উপহার দেয়। নতুন এই সিরিজটিতে রয়েছে জেমিনি ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ লেটেস্ট গুগল টিভি প্ল্যাটফর্ম।

হ্যান্ডস-ফ্রি ভয়েস কন্ট্রোলের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা খুব সহজেই শুধু মুখের কথায় পছন্দের শো খুঁজতে, স্মার্ট হোম ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ব্যক্তিগত পরামর্শ পেতে পারবেন। মসৃণ পারফরম্যান্সের জন্য এতে ২ জিবি র্যামি এবং ৩২ জিবি রম দেওয়া হয়েছে। গেমারদের জন্য রয়েছে ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেট, ভিআরআর এবং এএলএলএম প্রযুক্তি।

বারুইপুরে তদন্তে আরও এক ধাপ, বসিরহাট থেকে ধৃত কবীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বারুইপুর

বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় তদন্তে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটল। বসিরহাট থেকে কবীর মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই গ্রেফতারের ফলে মামলায় মোট ধৃতের সংখ্যা দাঁড়াল চার। তদন্তকারীদের ধারণা, নতুন ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঘটনার নেপথ্য সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে। পুলিশ সূত্রের খবর, কবীরের সন্ধানে কয়েক দিন ধরেই একাধিক এলাকায় তল্লাশি চলছিল। শেষ পর্যন্ত বসিরহাটে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাকে বারুইপুরে আনা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে আদালতে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে। এই মামলায় আগে গ্রেফতার হয়েছিল আনন্দ সর্দার, দিবাকর সর্দার এবং প্রভাস মণ্ডল। তবে মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাস্থল পুনর্গঠনের সময় পুলিশের গুলিতে প্রভাসের মৃত্যু হয়। পুলিশের দাবি, ঘটনাস্থল দেখানোর সময় সে এক পুলিশকর্মীর সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে এবং গুলিও চালায়। এরপর আত্মরক্ষার্থে পালটা গুলি চালানো হলে সে গুরুতর জখম হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পৃথক আইনি তদন্তও শুরু হয়েছে।

তদন্তকারীদের বক্তব্য, প্রভাসকে জেরা করেই প্রথমে আনন্দ ও পরে দিবাকরের অবস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া যায়। সেই তদন্তের ধারাবাহিকতাতেই কবীর মোল্লার নাম সামনে আসে। ফলে তার গ্রেফতারকে তদন্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলেই মনে করছে পুলিশ।

অন্যদিকে, এই নৃশংস ঘটনার পর বারুইপুরে ছড়িয়ে পড়া অশান্তির ঘটনাও সমান গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিক্ষোভ, ভাঙচুর, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট এবং পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ইতিমধ্যেই ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, মূল অপরাধের পাশাপাশি পরবর্তী হিংসার ঘটনাগুলিও সমান গুরুত্ব পাচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ, মোবাইল ফোনের তথ্য, ফরেনসিক রিপোর্ট এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান মিলিয়ে গোটা ঘটনার পূর্ণ চিত্র তৈরির চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি প্রভাস মণ্ডলের মৃত্যুর ঘটনাতেও ব্যালিস্টিক পরীক্ষা ও ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য যাচাই করা হবে। পরপর গ্রেফতার তদন্তকে নতুন গতি দিলেও পুলিশ স্পষ্ট করেছে, তদন্ত এখনও শেষ হয়নি।

ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত আরও কারও নাম সামনে এলে তাঁদের বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফলে এই বহুচর্চিত মামলায় আগামী দিনেও নতুন তথ্য প্রকাশ্যে আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা।

অরূপ বিশ্বাসকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা বহাল, কোনও পদক্ষেপের আগে আদালতকে জানাতে হবে ঃ হাইকোর্ট

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে ঘিরে বিতর্কের আবহে নতুন নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়ে দিয়েছেন, অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংস্থা কোনও পদক্ষেপ করতে চাইলে আগে আদালতকে জানাতে হবে। পাশাপাশি, তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৩ জুলাই। আদালতে অরূপ বিশ্বাসের দাবি, সম্প্রতি তাঁর উপর যে হামলার ঘটনা ঘটেছে, তা নিছক বিক্ষোভ নয়; তাঁর নিরাপত্তা নিয়েই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। শুনানিতে অরূপের আইনজীবী কিশোর দত্ত প্রশ্ন তোলেন, ‘পুলিশের উপস্থিতিতেই অভিযুক্তদের উপর হামলা হচ্ছে। আইন নিজের পথে চলবে, নাকি জনতার হাতে বিচার হবে?’ এই পর্যায়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বলেন, ‘কোমরে দড়ি পরিয়ে কাউকে প্রকাশ্যে ঘোরানোও বন্ধ হওয়া উচিত’। আদালতের এই মন্তব্য আইন প্রয়োগের পদ্ধতি নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে। ঘটনার সূত্রপাত গত ১৮ জুন। বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিতে গেলে আইনজীবীদের একাংশ অরূপ বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন এবং বিক্ষোভ দেখান। সেই ঘটনার পরই নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে আবেদন করেন তিনি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এর আগেও একই মামলায় আদালত অরূপ বিশ্বাসকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দিয়েছিল। তবে সেই সঙ্গে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল, তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে এবং আদালতের অনুমতি ছাড়া নির্ধারিত এলাকার বাইরে যাওয়া যাবে না। সর্বশেষ নির্দেশে সেই সুরক্ষাই কার্যত আরও জোরালো হল। এই মামলার তাৎপর্য শুধু একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নিরাপত্তায় সীমাবদ্ধ নয়। আদালতের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট, তদন্ত যেমন আইনের পথে এগোবে, তেমনই অভিযুক্ত বা তদন্তাধীন ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকারও সমানভাবে রক্ষা করতে হবে। বিচারব্যবস্থার এই ভারসাম্যই এদিনের শুনানির মূল বার্তা হয়ে উঠেছে।

ডিজে’ মামলায় অভিষেকের অনুপস্থিতি ঘিরে নতুন টানাপড়েন, আদালতের দ্বারস্থ সিআইডি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

ডিজে’ মন্তব্যকে কেন্দ্র করে চলা মামলায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া বুধবারও সম্পন্ন হল না। নির্ধারিত সময়ে তিনি বিধাননগর আদালতে হাজির না হওয়ায় তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের কাছে কড়া পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছে সিআইডি। ফলে নির্বাচন-পরবর্তী এই বহুচর্চিত মামলায় নতুন আইনি জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত প্রস্তুতি রাখা হলেও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও অভিষেক আদালতে আসেননি। তাদের অভিযোগ, তদন্ত প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যেই বারবার হাজিরা এড়ানো হচ্ছে। সেই কারণেই বিচারকের কাছে লিখিতভাবে বিষয়টি জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। এই মামলার সূত্রপাত বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি রাজনৈতিক বক্তব্যকে ঘিরে। একটি জনসভায় তাঁর করা ‘ডিজে’ সংক্রান্ত মন্তব্যকে উস্কানিমূলক বলে অভিযোগ তুলে এক বাসিন্দা বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পরে মামলার তদন্তভার সিআইডির হাতে যায়। তদন্ত চলাকালীন একাধিকবার ভবানী ভবনে হাজিরাও দিয়েছিলেন অভিষেক। এরপর তদন্তের স্বার্থে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় সিআইডি। আদালতের অনুমোদনের পর নোটিস পাঠানো হলেও সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তবে উচ্চ আদালত ওই নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি। তার পরেই নতুন করে হাজিরার দিন ধার্য করা হয় বুধবার। বুধবারের অনুপস্থিতির পর তদন্তকারী সংস্থা আদালতকে জানিয়েছে, নির্ধারিত আইনি প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা না করলে তদন্তের গতি স্বাভাবিক রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। এখন আদালত এই আবেদনের ভিত্তিতে কী নির্দেশ দেয়, তার দিকেই নজর রাজনৈতিক ও আইনি মহলের। এই ঘটনায় স্পষ্ট, তদন্তের পাশাপাশি আইনি লড়াইও সমান্তরালভাবে এগোচ্ছে। ফলে ‘ডিজে’ মামলার পরবর্তী পর্যায়ে আদালতের সিদ্ধান্তই তদন্তের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

শুধু ফ্লাইওভার নয়, শহরের ফুসফুসও বাঁচাতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

পরিচ্ছন্ন শহর গড়ার উদ্যোগকে শুধু সাফাই কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পরিবেশ রক্ষার বৃহত্তর কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করার বার্তা দিল রাজ্য সরকার। ‘স্বচ্ছ কবচ’ প্রকল্পের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, উন্নয়নের পাশাপাশি প্রকৃতিকে রক্ষা করাও এখন প্রশাসনের অন্যতম অগ্রাধিকার। প্রথম ধাপে রাজ্যের প্রায় ৫০ হাজার সাফাই কর্মীর হাতে বিশেষ সুরক্ষা কিট তুলে দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে তাঁদের কাজের গুরুত্ব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আধুনিকীকরণের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় জোর না-দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের অপরাধী হয়ে থাকতে হবে’। পরিবেশের অবনতির জন্য অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ, গাছ কাটা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে শৈথিল্যকে দায়ী করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, স্বচ্ছতার অভাবে যেভাবে বৃক্ষ ছেদন করে কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত করা হয়েছে এবং ১৫ বছরের বেশি পুরনো গাড়ির ক্ষেত্রে নিয়ম উপেক্ষা করা হয়েছে, তার সবচেয়ে খারাপ প্রভাব পড়ছে শিশু, কিশোর ও বয়স্কদের উপর। তিনি সতর্ক করে বলেন, বায়ুদূষণ এখন কেবল পরিবেশের সমস্যা নয়, জনস্বাস্থ্যেরও বড় চ্যালেঞ্জ। ক্ষ্মপরিবেশের ইন্ডেক্সগুলো এত বিপজ্জনক জায়গায় যায় যে ডাক্তারবাবুরা বলেন, মর্নিং ওয়াক করবেন না, ইভনিং ওয়াক করুন,ক্ষ্ম; মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর দাবি, দূষণের কারণে শ্বাসকষ্ট ও ত্বকের রোগও বাড়ছে। অনুষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করেন, উন্নয়ন মানেই শুধু নতুন সেতু বা বহুতল নয়। তাঁর কথায়, ক্ষ্মফ্লাইওভার, ব্রিজ বা অডিটোরিয়ামের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনই দরকার স্বচ্ছতা, বিশুদ্ধ পানীয় জল, অরণ্য সৃষ্টি এবং পরিবেশবান্ধব নগর গড়ে তোলা। তা না হলে আগামী দিনে সমাজের কাছে আমরা নিজেদের অপরাধী হিসেবে উপস্থাপিত করব।ক্ষ্ম এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘স্বচ্ছ ভারত অভিযান’-এর প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ‘স্বচ্ছ অ্যাপ’-এর সূচনার কথাও তুলে ধরে নগরোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যেই একাধিক প্রকল্প হাতে নেওয়ায় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও রাষ্ট্রমন্ত্রী উমেশ রায়ের ভূয়সী প্রশংসাও করেন তিনি। সবুজায়নকে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি হিসেবে তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ক্ষ্মপশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বর্ষে সাত কোটি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছে, যা আগামী দু’বছর ধরে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে, যাতে গাছ লাগানো আর ছবি তোলার মধ্যেই দায়িত্ব শেষ না হয়ে যায়।ক্ষ্ম তাঁর ঘোষণা, ১৪ থেকে ২০ জুলাই রাজ্যজুড়ে অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হবে। পরিবেশ রক্ষার এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষকেও শামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অশান্তিতে জড়িত কাউকে ছাড় নয়

বারুইপুরে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরে গ্রেপ্তার ২০

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বারুইপুর

বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর যে অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল, তার জেরে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট ও পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বুধবার ধৃতদের বারুইপুর আদালতে পেশ করা হয়। আদালত চত্বরে যাতে নতুন করে উত্তেজনা না ছড়ায়, সে জন্য মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। মঙ্গলবার বারুইপুর সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন, যারা অশান্তি করেছে, কাউকেই রেয়াত করা হবে না।ক্ষ্ম সেই ঘোষণার এক দিনের মধ্যেই পুলিশের এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। পুলিশের অভিযোগ, ঘটনার পর এলাকায় বিক্ষোভের নামে রাস্তা অবরোধ, রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত করা, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর এবং নিরাপত্তারক্ষীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছিল।

সেই সব অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত এগিয়ে গ্রেপ্তারি হয়েছে। যদিও ধৃতদের দাবি, তাঁরা কোনও ভাঙচুর বা হামলার সঙ্গে যুক্ত নন। আদালতে তোলার সময় তাঁদের পরিবারের সদস্যেরাও উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে বারুইপুর মামলার তদন্তে ইতিমধ্যেই নতুন মোড় এসেছে। পুলিশের দাবি, ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় পালানোর চেষ্টা করলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেও রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বারুইপুর সফরে মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেছিলেন, এলাকায় পরিকল্পিতভাবে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হয়েছে এবং প্রায় ২০০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর কথায়, যে-ই দোষী হোক, কাউকে ছাড়া হবে না। একই সঙ্গে তিনি জানান, গণপিটুনিতে নিহত এক সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্তে অপরাধের প্রমাণ মেলেনি। সেই মৃত্যুর ঘটনাতেও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বারুইপুরে অপরাধের তদন্তের পাশাপাশি অশান্তির ঘটনাগুলিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখাতে চাইছে প্রশাসন। একদিকে মূল অপরাধের তদন্ত, অন্যদিকে ভাঙচুর ও আইনশৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগে ধারাবাহিক পুলিশি পদক্ষেপ;এই দুই প্রক্রিয়াই এখন সমান্তরালভাবে এগোচ্ছে।

নতুন প্রজন্ম জানুক শ্যামাপ্রসাদের অবদান

পুরনো রাজ্য দফতরেই মিউজিয়াম গড়ার পরিকল্পনা রাজ্য বিজেপির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবন, শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা এবং জনসংঘ গঠনের ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে কলকাতার ঐতিহাসিক মুরলীধর সেন লেনের পুরনো রাজ্য কার্যালয়েই মিউজিয়াম তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। দলের মতে, এটি শুধু একটি স্মারক নয়, বরং স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে সংরক্ষণের উদ্যোগ। বুধবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এই পরিকল্পনার কথা জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। দলের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গ গঠনে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা, রাষ্ট্রচিন্তা, সংসদ ও বিধানসভায় তাঁর বক্তব্য, শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান এবং জনসংঘের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এক জায়গায় তুলে ধরা হবে। প্রস্তাবিত মিউজিয়ামে থাকবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী, তাঁর আসবাব, বিরল আলোকচিত্র, নথিপত্র এবং তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বই। পাশাপাশি জনসংঘ থেকে বিজেপির রাজনৈতিক যাত্রাপথও সেখানে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে। মুরলীধর সেন লেনের এই ভবনের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের দীর্ঘ রাজনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৪৬ সালে তিনি এই বাড়ি ভাড়া নিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। পরে ১৯৫১ সালে ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠার পর এটি দলের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৯৮০ সালে বিজেপি গঠনের পরও দীর্ঘদিন এই দফতর থেকেই সংগঠনের কাজ পরিচালিত হয়েছে। অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আডবাণী থেকে শুরু করে নরেন্দ্র মোদী;বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতা এই কার্যালয়ে এসেছেন। বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, ক্ষ্মমিউজিয়ামে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও কাজের নানা অজানা তথ্য, বিরল ছবি এবং গবেষণামূলক উপকরণ রাখা হবে। তাঁর দাবি, এতে শুধু দলের কর্মীরাই নন, সাধারণ মানুষও দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে সমৃদ্ধ ধারণা পাবেন। বর্তমানে বিজেপির রাজ্য সদর দফতর সল্টলেকে হলেও উত্তর কলকাতার এই পুরনো কার্যালয় এখনও দলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, ঐতিহাসিক এই ঠিকানাকে মিউজিয়ামে রূপান্তরের উদ্যোগের মাধ্যমে উত্তরাধিকার ও আদর্শের রাজনীতিকে আরও জোরালোভাবে সামনে আনতে চাইছে রাজ্য বিজেপি।

কালীঘাটে ভিড় সামলাতে গিয়ে কর্মীকে চড় মমতার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূলের কর্মসূচি ঘিরে বুধবার কলকাতায় রাজনৈতিক উত্তাপ ছিল তুঙ্গে। সেই আবহেই কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে ঘটে যায় এমন একটি ঘটনা, যা দিনের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে এক দলীয় কর্মীকে চড় মারতে দেখা যায় তাঁকে। ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় জোর বিতর্ক। দিনভর প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেওয়ার পর কয়েকজন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক জমায়েত হওয়ায় পরিস্থিতি ক্রমশ বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। তখন হাতে মাইক নিয়ে নিজেই ভিড় সরানোর দায়িত্ব নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ভিড়ের মধ্যে থাকা কমলা রঙের টি-শার্ট পরা এক ব্যক্তিকে আচমকাই চড় মারেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই ব্যক্তি তৃণমূলেরই কর্মী বলে জানা গিয়েছে। কেন এমন পদক্ষেপ করা হল, সে বিষয়ে দলের তরফে এখনও কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত অনেকের মতে, অতিরিক্ত ভিড় ও বিশৃঙ্খলার জেরেই মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে এমন প্রতিক্রিয়া দেখান। ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই বিরোধীরা আক্রমণ শানাতে শুরু করে। বিজেপির অভিযোগ, এই ঘটনা শাসকদলের অস্বস্তিকর পরিস্থিতিকেই সামনে এনে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, এসব দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মানসিক স্থিরতা ঠিক নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।ক্ষ্ম রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বারুইপুরকাণ্ড নিয়ে রাজ্যে যখন তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর চলছে, ঠিক সেই সময় এই দৃশ্য বিরোধীদের হাতে নতুন ইস্যু তুলে দিল। যদিও ঘটনাটিকে শুধুই ভিড় নিয়ন্ত্রণের মুহূর্তের প্রতিক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করছেন তৃণমূলের সমর্থকদের একাংশ।

বিদ্রোহী ঋতব্রত কাকলিদের নিয়ে ‘সুর নরম’ মমতার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বকালে তৃণমূলের মিছিলে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলেছিলেন, বেইমানদের কোনও ক্ষমা নেই। কয়েক ঘণ্টা বাদে সন্ধ্যায় ফেসবুক লাইভে এসে দলের বিদ্রোহীদের নিয়ে সুর অনেকটাই নরম করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । নাম না করে কাকলি ঘোষ দস্তিদার-ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, তঅন্তত কর্মীদের কথা ভেবে ঘরে ফিরুন। দরকারে পরিবারে এসে পরিবারকে প্রশ্ন করুন। মাঝরাস্তায় থাকবেন না।দলের বিদ্রোহী দুই শিবিরের উদ্দেশে মমতার বার্তা, এখনও সময় আছে বিজেপির কোলে আশ্রয় না নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে একবার নিজের পরিবরকে প্রশ্ন করুন। একবার কর্মীদের কথা ভাবুন, এই কর্মীরা আপনাদের জন্য রক্ত দিয়েছে। বেইমানদের কথায়, বেইমানি করবেন না।বুধবার বিকালে বারুইপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে শহরে মিছিল করে তৃণমূল। সেই মিছিলে তৃণমূল কর্মীদের উপর পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ তুলে মমতা দাবি করেন, যারা দলের সঙ্গে বেইমানি করেছেন, তাঁদের জন্যই কর্মীদের উপর অত্যাচার বাড়ছে। মমতার কথায়, যাঁরা বেইমান, তাঁদের জন্য অত্যাচার অনেক বেড়েছে।

২০ দিনে নতুন সেতু

পাহাড়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থায়ী উদ্ধার বাহিনীর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

দার্জিলিংয়ের দুধিয়া এলাকায় নতুন বেইলি সেতুর উদ্বোধনের মঞ্চ থেকেই পাহাড়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, ক্ষ্মপাহাড়ের মানুষের নিরাপত্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ক্ষ্ম সেই লক্ষ্যেই দ্রুত পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি স্থায়ী উদ্ধার ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। বুধবার ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে উদ্বোধন হওয়া দুধিয়া সেতুটি মাত্র ২০ দিনের মধ্যে তৈরি হয়েছে। কয়েক দফা ভারী বর্ষণে বালাসন নদীর উপর আগের সেতু ভেঙে যাওয়ার পর দুধিয়া, মিরিক এবং সংলগ্ন এলাকার যোগাযোগ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা, পর্যটক ও নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নতুন সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এই কাজে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কোর, পূর্ত দফতর এবং জেলা প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের ধন্যবাদ জানান। শুধু সেতু নির্মাণেই থেমে থাকছে না সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আগামী সেপ্টেম্বর থেকে পাহাড়ে আধুনিক সরঞ্জাম-সহ ৫০ সদস্যের একটি স্থায়ী সিভিল ডিফেন্স উদ্ধারকারী দল কাজ শুরু করবে। এই বাহিনী পুলিশ, দমকল ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে জরুরি পরিস্থিতিতে উদ্ধারকাজে অংশ নেবে। একই সঙ্গে উন্নত মানের উদ্ধার সরঞ্জাম কেনার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে জানান তিনি। আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রাক্তন সেনাকর্মীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ক্ষ্মআগামী দিনে সিভিল ডিফেন্সের অধীনে বিশেষ ‘অগ্নিবীর’ ইউনিট গড়ে তোলা হবে।ক্ষ্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কলকাতা, সাগরদ্বীপ এবং দার্জিলিং-কালিম্পং-কার্শিয়াং অঞ্চলে ধাপে ধাপে এই বাহিনী মোতায়েন করা হবে। অনুষ্ঠানে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, ক্ষ্মখুব অল্প সময়ের মধ্যেই পাহাড়ের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।ক্ষ্ম তিনি জানান, কালিম্পঙে নতুন মেডিক্যাল কলেজ, দার্জিলিংয়ে ট্রমা সেন্টার ও ৫০০ শয্যার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের পরিকল্পনা এগোচ্ছে। পাশাপাশি কার্শিয়াং মহকুমা হাসপাতালের সম্প্রসারণ, চা শ্রমিকদের জন্য ৩১৩ কোটি টাকার বিশেষ তহবিল, অন্নপূর্ণা যোজনার সম্প্রসারণ এবং দার্জিলিংয়ের যানজট কমাতে নতুন সার্কুলার রোড তৈরির উদ্যোগও সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ। পাহাড়ে প্রতি বর্ষাতেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এ বার শুধু ক্ষয়ক্ষতি সামাল দেওয়ার নয়, আগাম প্রস্তুতির উপর জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি স্থায়ী দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থা গড়ে তোলার এই ঘোষণাকে সেই বৃহত্তর পরিকল্পনারই অংশ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

পুলিশ নিরপেক্ষ থাকলে অশান্তি হত না

বারুইপুর ইস্যুতে প্রশাসনকে কাঠগড়ায় মমতা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাতের আবহে এবার সরাসরি পুলিশের ভূমিকাকেই প্রশ্নের মুখে তুললেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, প্রতিবাদ কর্মসূচিকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। সেই কারণেই অশান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার কালীঘাটে নিজের বাড়ির সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মমতা বলেন, হাই কোর্টের অনুমতি নিয়েই ছাত্র-যুবরা কর্মসূচি করেছে। গণতান্ত্রিক দেশে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সবার অধিকার। কিন্তু সকাল থেকেই আমাদের উপর নজরদারি চলেছে, হ্যান্ডমাইক কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং ডিজে বাজিয়ে পরিবেশ উত্তপ্ত করা হয়েছে।তাঁর দাবি, প্রতিবাদ কর্মসূচির মধ্যে বহিরাগতদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে মমতা বলেন, ক্ষ্মঅনেক মহিলার উপর হামলা হয়েছে। তাঁদের শরীরে আঘাতের চিহ্ন আমি নিজে দেখেছি। তাঁদের নিরাপদে সরিয়ে দিতেই বাইরে বেরিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছিল।ক্ষ্ম পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য, ক্ষ্মআমি বিজেপির বিরুদ্ধে বলছি না, পুলিশের দায়িত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলছি। নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাদের কাজ ছিল।

তা হলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হল কেন?ক্ষ্ম তাঁর আরও অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ মেনে কর্মসূচি হলেও প্রশাসন সেই নির্দেশ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়নি। রাম মন্দিরের অর্থ নিয়ে বিতর্কের প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন,

যারা রামের নামে রাজনীতি করছে, তারাই রামের নামকে অসম্মান করছে।ক্ষ্ম একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমশ সংকুচিত করার চেষ্টা চলছে।

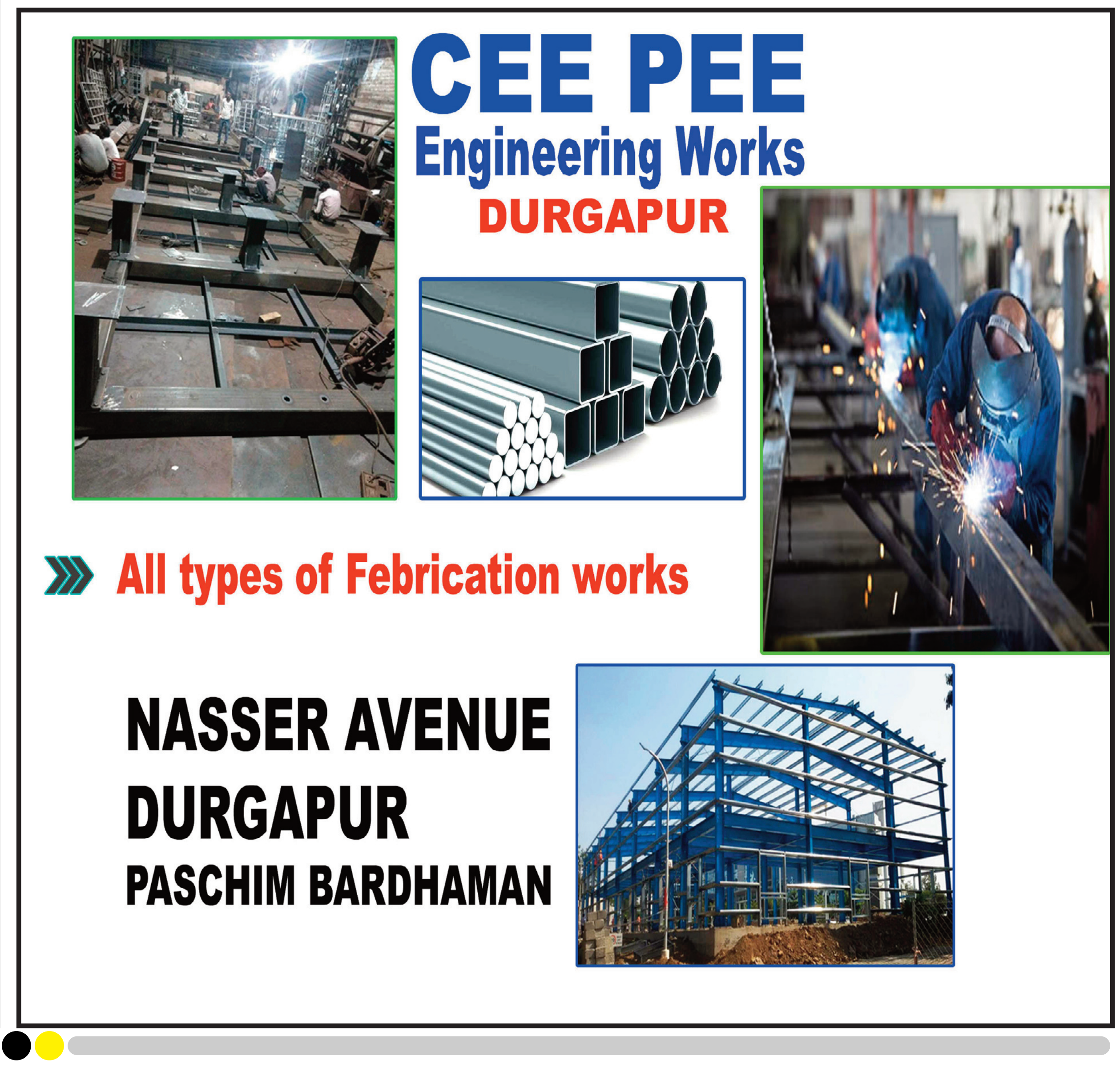

কিউআর কোডে আরও বিখ্যাত মালদার আম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদা

আমের গায়ে সাঁটানো কিউআর কোড! আর সেটি স্ক্যান করলেই মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে ভেসে উঠছে বড় বড় করে লেখা আমের প্রজাতির নাম। সঙ্গে সেই আমের ছবি। আমটি কোন বাগানের, কবে গাছ থেকে পাড়া হয়েছে, এমনকি গুণমান, স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারিতা কী, সেসব সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য থাকছে সেখানে। আমের পরিচর্যা কীভাবে হয়েছে, দেখা যাচ্ছে সেই ভিডিওও। মালদার আমের জনপ্রিয়তা বাড়াতে এমনই অভিনব পরিকল্পনা নিয়েছেন স্থানীয় পুখুরিয়ার বেশ কয়েকজন চাষি। গত কয়েকবছর ধরে তাঁরা এভাবেই নিজেদের আম মালদা সহ দেশের বিভিন্ন বাজারে পাঠাচ্ছেন। এতে তাঁদের আমের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সাধারণ ক্রেতা থেকে ব্যবসায়ীদের কাছে। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট চাষিদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন জেলা উদ্যানপালন ও কেন্দ্রীয় কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের মালদা শাখার বিজ্ঞানীরা। এই পদ্ধতির আরও আধুনিকীকরণ ও ব্যবহারের বিস্তার বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন। মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'খুবই ভালো উদ্যোগ। আমের গায়ে কিউআর কোড থেকে সমস্ত তথ্য পেয়ে যাচ্ছেন ক্রেতারা। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই লাভ হচ্ছে। আরও বেশি আমচাষি যাতে এই পদ্ধতিতে আম বিক্রি করেন, সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' পুখুরিয়ার আমচাষি দেবনারায়ণ ঘোষ ২০২২ সালে প্রথম কিউআর কোড ব্যবহার করেন আমে। বর্তমানে তাঁর বাগানের প্রায় সমস্ত প্রজাতির আমে কিউআর কোড সেঁটে বাজারে পাঠানো হয়। ক্রেতারা সেই কোড ফোনে স্ক্যান করলেই আমটি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যান। দেবনারায়ণের দেখাদেখি পুখুরিয়ার আরও পাঁচ-ছয়জন আমচাষি এই পদ্ধতিতে আম বাজারজাত করছেন। দিল্লি, মুম্বই সহ দেশের বিভিন্ন বড় বড় শহরগুলিতে সেই আম যাচ্ছে। দেবনারায়ণ বলেন, 'মহারাষ্ট্রের চাষিদের এভাবে আম বিক্রি করতে দেখেছিলাম। অনুপ্রেরণা পেয়ে আমিও শুরু করি। সারা দেশে আমাদের আমের পরিচিতি বাড়ছে। ব্যবসা ভালো হচ্ছে।' আরেক আমচাষি লোকনাথ মিশ্রর কথায়, 'গত দুই বছর ধরে কিউআর কোড ব্যবহার করছি। সেখানে সমস্ত তথ্য মিলছে বলে আমাদের ব্যবসা ভালো হচ্ছে।' জানা গেল, সেই কিউআর কোড স্ক্যানের সাহায্যে গুগল লোকেশন দেখে মানুষ সংশ্লিষ্ট আম বাগানে পৌঁছে যেতে পারবেন। কৃষককেও সরাসরি ভিডিওর মাধ্যমে আম সম্বন্ধে বার্তা দিতে দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে মালদার আমের সুনাম বাড়াতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে জেলা উদ্যানপালন দপ্তর ও কেন্দ্রীয় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। ব্যাগিং পদ্ধতি সহ নানা আধুনিক পদ্ধতিতে চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের।

সঙ্গে আমের গায়ে কিউআর কোড ব্যবহার এক অন্য মাত্রা তুলে ধরেছে বিপণনে। এখন আর বাজারে আম কিনতে হলে বিক্রেতাকে প্রশ্ন করতে হবে না কোন প্রজাতির আম, আমটি কতদিন পাকা অবস্থায় থাকবে ইত্যাদি। সমস্ত তথ্যই ছোট্ট কিউআর কোড স্ক্যানের মাধ্যমে নিজের মোবাইলে জানতে পারবেন ক্রেতারা। আগামীতে এই পদ্ধতি জেলার অন্য কৃষকরা ব্যবহার শুরু করলে জেলার আম আরও বেশি করে সাধারণ মানুষের কাছে খুব সহজে পৌঁছে যাবে, এমনটাই দাবি করছেন দেবনারায়ণ, লোকনাথের মতো আমচাষি থেকে জেলা উদ্যানপালন দপ্তর।

বাঘ ছাড়ার সময় পিছিয়ে শাপে বর বক্সায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আলিপুরদুয়ার

মনে হয় বক্সার জন্য এটা শাপে বর। আগামী ২৯ জুলাই বক্সা টাইগার রিজার্ভে একটি বাঘিনী ছাড়ার কথা ছিল। তবে বর্ষায় বিভিন্ন সমস্যা থাকায় এবং জয়ন্তী গ্রাম এখনও স্থানান্তরিত না হওয়ায় সেই প্রক্রিয়া প্রায় দুই মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়। আপাতত ঠিক হয়েছে, আগামী ২ অক্টোবর জঙ্গলে বাঘ ছাড়া হবে।

মনে হয় বক্সার জন্য এটা শাপে বর। আগামী ২৯ জুলাই বক্সা টাইগার রিজার্ভে একটি বাঘিনী ছাড়ার কথা ছিল। তবে বর্ষায় বিভিন্ন সমস্যা থাকায় এবং জয়ন্তী গ্রাম এখনও স্থানান্তরিত না হওয়ায় সেই প্রক্রিয়া প্রায় দুই মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়। আপাতত ঠিক হয়েছে, আগামী ২ অক্টোবর জঙ্গলে বাঘ ছাড়া হবে। তবে, একসঙ্গে একটি বা দুটি বাঘিনী ও একটি বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন বন দপ্তরের শীর্ষকর্তারা। ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির আধিকারিকদের সঙ্গেও এই নিয়ে আলোচনা করেছেন রাজ্যের বনকর্তারা। রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'বাঘিনী ছাড়ার বিষয়টি চূড়ান্ত। প্রস্তাব এসেছে বাঘ ও বাঘিনী একসঙ্গে ছাড়ার। টেকনিকালি যেটা ঠিক হবে সেটাই করা হবে।' বন দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, '২৯ জুলাই বাঘিনী ছাড়ার দুই মাস পর আরেকটি বাঘ ছাড়ার কথা ছিল। যেহেতু সময় পিছিয়ে গিয়েছে সেইজন্য এবার একসঙ্গে বাঘ ও বাঘিনী ছাড়া যায় কি না, সেটা দেখা হচ্ছে।' বনকর্তাদের একাংশের মতে, একটা বাঘ জঙ্গলে ছাড়ার বদলে দুটো বা তিনটে বাঘ-বাঘিনীকে একসঙ্গে ছাড়াই বেশি ফলপ্রসূ। কেননা, সঙ্গিনীর অভাবে বাঘের সমস্যা হতে পারে। এর আগে অন্য ব্যাঘ্র-প্রকল্পে এই সমস্যা দেখা গিয়েছে। বক্সার জঙ্গলে আগেও রয়েল বেঙ্গল টাইগারের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। বনকর্তাদের মতে, যদি জঙ্গলে সঙ্গিনী থাকত, সেক্ষেত্রে পরিযায়ী বাঘও বক্সার স্থায়ী বাসিন্দা হত। কোথা থেকে এই বাঘ-বাঘিনীদের আনা হবে, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি বনকর্তারা। প্রথমে অসমের মানসের কথা ভাবা হলেও পরবর্তীতে প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়, প্রথমে একটি বাঘিনীকে আনা হবে বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকে। তবে, একাধিক বাঘ-বাঘিনীকে যে কোনও একটি ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকেই আনা হবে বলে বন দপ্তর জানিয়েছে। সেক্ষেত্রে বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ প্রথম পছন্দ হলেও বিকল্প হিসেবে মানসের কথা মাথায় রাখা হচ্ছে। একটি বাঘিনীকে ছাড়ার জন্য বক্সার জঙ্গলে ২৫ মাইল এলাকায় এনক্লোজার তৈরির কাজ এখন শেষের দিকে। আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে এনক্লোজার তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে। ২.২ হেক্টর অর্থাৎ প্রায় ১৫ বিঘা এলাকা নিয়ে ওই এনক্লোজার তৈরি করা হয়েছে। বন দপ্তরের এক কর্তা জানিয়েছেন, প্রথমে একজোড়া বাঘ-বাঘিনীকে ছাড়া হলে এই এনক্লোজারে সমস্যা হবে না। তবে, দুটি বাঘিনী ও একটি বাঘ ছাড়া হলে এনক্লোজারের এলাকা বাড়াতে হবে। তিন মাস থেকে ছয় মাস পর্যন্ত বাঘেদের এনক্লোজারে রেখে নজরদারি চালানো হবে যাতে তারা বক্সার জঙ্গলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এছাড়া, জঙ্গলে ছাড়ার আগে তাদের রেডিও কলার পরানো হবে।

শংকরের বাড়িতে পুলিশ পিকেট, বদলে যাব না, আশ্বাস পর্যটনমন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

চেনা ছবিটার হঠাৎই যেন কিছুটা অচেনা হয়ে পড়া। ফাঁকতালে কিছু প্রশ্নের জন্ম। রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী শংকর ঘোষ বরাবরই পুলিশি নিরাপত্তার ঘেরাটোপ অপছন্দ করেন। সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে থাকাটাই তাঁর স্বভাব। সেই শংকরের উত্তর ভারতনগরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাড়িতে এবার পুলিশ পিকেট বসল। বাড়ির সদর গেটের এক কোণে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের জন্য ছোট ঘর তৈরি হয়েছে। দিনে তিন শিফটে পুলিশকর্মীরা সেখানে থেকে মন্ত্রীর বাড়ির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করছেন। সূত্রের খবর, নিরাপত্তার স্বার্থেই এই ব্যবস্থা। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জল্পনা ছড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি মন্ত্রী শংকর ঘোষও এবার ভিআইপি কালচারের পথে হাঁটছেন? শংকর অবশ্য আশ্বস্ত করছেন, 'আগের মতোই সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ অটুট থাকবে। সরাসরি শংকর কর্মসূচি থেকে শুরু করে শহরে পৃথক দুটি অফিস রয়েছে। নিজে শহরের রাস্তায় চলি। এছাড়াও বাড়িতে প্রবেশের ক্ষেত্রেও কোনও বাধা নেই।' ২০২১ সালে প্রথমবার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে শংকরের জীবনযাত্রায় কখনোই তেমন কোনও বদল আসেনি। সাধারণ মানুষের মতো তিনি স্কুটারে চেপে ঘোরাফেরা করতেন। বিধায়কের বাড়িতেও সাধারণ মানুষের প্রবেশের ক্ষেত্রে কখনোই কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল না। এবারের বিধানসভা ভোটে জিতে শংকর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রীসভায় জায়গা পেয়েছেন। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরেও নিজেকে পুলিশি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বন্দি করতে তিনি অবশ্য রাজি হননি। সরকারি বৈঠক থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে এখনও তিনি স্কুটারেই ভরসা রাখেন। মন্ত্রীর এমন অনাড়ম্বর চালচলন শহর তথা রাজ্যবাসীর নজর কেড়েছিল। ভিআইপি কালচারের ঊর্ধ্বে থাকা মন্ত্রী একসময় তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আপনারা রেস্ট করুন। নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই।' রাজ্যের মন্ত্রীর মুখে এমন কথা শুনে শহরবাসী ও পুলিশকর্মীরা খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বাড়িতে পুলিশ পিকেট বসায় শিলিগুড়িবাসীর অনেকের মনেই সংশয় তৈরি হয়েছে। আড়ালে কেউ কেউ বলছেন, এবার হয়তো শংকর ঘোষের দেখা পাওয়াটাই মুশকিল হয়ে যাবে। শংকর অবশ্য সেকথা মানতে রাজি নন। তাঁর কথায়, 'আমি আমার মতো চলি। তবে আমি শহরের বাইরে থাকলে স্ত্রী ও ছেলে একা বাড়িতে থাকেন। আর আমার বাড়িতে এখন ভালো মানুষদের আনাগোনার পাশাপাশি অবাঞ্ছিতদের নজরও রয়েছে। সেক্ষেত্রে পরিবারের সুরক্ষার স্বার্থেই বাড়িতে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।' পুলিশকর্মীরা তাঁর বাড়িতে আসা সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করেন বলে পর্যটনমন্ত্রী জানিয়েছেন। তবুও তাঁর বাড়িতে পুলিশ পিকেটের বিষয়ে কেউ কোনও আপত্তি জানালে পরবর্তীতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলেও তাঁর আশ্বাস।

সরকারি জমি দখলের অভিযোগে, তৃণমূলের কার্যালয়ে নোটিশ পুরনিগমের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের পঞ্চনই নদীর পাড়ে সরকারি জমি দখল করে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করে কীভাবে দলীয় কার্যালয় গড়ে উঠেছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল আগেই। তবে তৃণমূল জমানায় সেসব অভিযোগকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পালাবদলের পর শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ ওই দলীয় কার্যালয়টিকে অবৈধ বলে চিহ্নিত করল। মঙ্গলবার পুরনিগমের তরফে ওই কার্যালয়ের শাটারে নোটিশ সাঁটানো হল। সূত্রের খবর, আগামী দিনদুয়েকের মধ্যেই ওই দলীয় কার্যালয়টি ভেঙে দেওয়া হবে। এ বিষয়ে পুরনিগমের কমিশনার বীর বিক্রম রাই বলেন, 'নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। শীঘ্রই ওই নির্মাণটি ভেঙে ফেলা হবে।' স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বাম আমলে পঞ্চনই নদীর পাড়ে সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য পার্ক তৈরি করা হয়েছিল। ২০২০ সালে পঞ্চনই নদীর উপর থাকা লোহার সেতু চওড়া করার সময় বিকল্প রাস্তা তৈরির সময় পূর্ত দপ্তর ওই পার্কটি ভেঙে দেয়। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও সেখানে আর পার্ক তৈরি করা হয়নি। উলটে পার্কের কিছু জমি দখল করে সেখানে তৃণমূলের কার্যালয় তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। পুরনিগমের তৎকালীন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য এ বিষয়ে নোটিশও পাঠিয়েছিলেন। যদিও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তৃণমূল ওই দলীয় কার্যালয়টি ভাঙতে দেয়নি। এ প্রসঙ্গে অশোক বলেন, 'পার্কের জায়গায় এভাবে পার্টি অফিস তৈরি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ওই সময় নোটিশও পাঠিয়েছিলাম। তবে তখন তো রাজ্যে তৃণমূলের সরকার ছিল। তাই ওই কার্যালয়টি ভাঙা হয়নি।' ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার অমর আনন্দ দাস বলেন, 'পার্ক তো পার্টি অফিসের সামনে ছিল। ওই জায়গা এখনও খালি পড়ে রয়েছে। যেখানে দলীয় কার্যালয় গড়ে তোলা হয়েছিল সেখানে নেশার আসর বসত। সেই সমস্যার সমাধানেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেই দলীয় কার্যালয় গড়ে তোলা হয়েছিল।' স্থানীয় বাসিন্দারা অবশ্য তৃণমূলের যুক্তি শুনতে নারাজ। স্থানীয় বাসিন্দা অলোক বিশ্বাস বলেন, 'মেয়র থাকাকালীন গৌতম দেব একাধিকবার ওই জায়গায় পার্ক করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় আর পার্ক হল? বড় করে পার্টি অফিস তৈরির পর সামনের জায়গাটা পার্টি অফিসে আসা মানুষজনের গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হত।' আরেক বাসিন্দা রামনারায়ণ মণ্ডল বলেন, 'কোনও নিয়ম না মেনেই দলীয় কার্যালয়টি গড়ে তোলা হয়েছিল।' এই প্রসঙ্গে পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'ওই কার্যালয় যদি অবৈধ হয় তাহলে পুরনিগম অবশ্যই পদক্ষেপ করবে।' এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির প্রাক্তন সভাপতি কুন্তল রায় বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই ওখানে দলের কার্যালয় আছে। এখন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসব করা হচ্ছে।'

পর্যটনমেলায় অংশ নেবে রাজ্য, তিন বছর পর আশায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

তিন বছর পর আবার ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল ফেয়ার (টিটিএফ)-এ অংশ নিতে চলেছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর। এর ফলে উত্তরবঙ্গের পর্যটনশিল্পে প্রসারের আশা দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রগুলোকে তুলে ধরার অন্যতম জায়গা হল টিটিএফ। সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটন ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর সহ বিভিন্ন দেশের পর্যটনশিল্পের যুক্ত ব্যবসায়ীরাও আসেন। কলকাতার বিশ্ব বাংলা মেলাপ্রাঙ্গণে চলতি মাসের ১০ থেকে ১২ জুলাই তিনদিন ধরে এই পর্যটনমেলা অনুষ্ঠিত হবে। উত্তরবঙ্গের মধ্যে দার্জিলিংকে গ্লোবাল ডেস্টিনেশন করার কথা জানিয়েছেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। এছাড়া রাজ্যের অন্য পর্যটনস্থলগুলোর দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। পর্যটনের প্রসারের জন্য প্রতিটি রাজ্যেই টিটিএফ-এর আয়োজন করা হয়।

শংকর বলছিলেন, 'পর্যটনের প্রসারেই নজর থাকবে।' একটি বেসরকারি সংস্থা এই মেলার আয়োজন করলেও সহযোগিতায় থাকে কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রক ও রাজ্যের পর্যটন দপ্তর।

বিগত কয়েক বছর রাজ্যের সম্মতি না থাকার ফলে কলকাতায় এই পর্যটনমেলার আয়োজন করা হলেও রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের কোনও প্যাভেলিয়ন ছিল না। ফলে রাজ্যের পর্যটনের প্রসার কার্যত থমকে গিয়েছিল। তবে অন্য রাজ্যগুলো টিটিএফ-এর মাধ্যমে নিজেদের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। পর্যটন ব্যবসায়ী দেবাশিস মৈত্র বলছিলেন, 'পর্যটনের প্রসারে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। হোটেল ব্যবসায়ী থেকে ট্রাভেল, পর্যটন ব্যবসায়ীরা থাকেন। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা থাকেন। তাই পর্যটনস্থলের প্রচারে সুবিধা হয়।'

এই মেলায় বিজনেস টু বিজনেস (বিটুবি), বিজনেস টু কনজিউমার (বিটুসি) ব্যবস্থা থাকে।

সেখানে ভ্রমণপিপাসুরা এসে পছন্দের বেড়াতে যাওয়ার জায়গা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

এছাড়া, স্পট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক-এর সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'বিগত কয়েক বছরে এই মেলায় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় পর্যটনের প্রসারে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে গিয়েছিলাম। সেই ঘাটতি এবার পূর্ণ হবে বলে আশা রাখছি।' ভারতবর্ষের প্রথম পর্যটনমেলা হল টিটিএফ।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, আশপাশের রাজ্য থেকেও ভ্রমণপ্রেমীরা এই পর্যটনমেলায় অংশ নেন বলে জানান অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম (অ্যাক্ট)-এর কর্ণধার রাজ বসু। এই পর্যটনমেলায় গোয়া, মেঘালয়া, দিল্লি, মণিপুর, তামিলনাড়ু, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ সহ আরও কিছু রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।

পাঁচশোরও বেশি স্টল মেলায় থাকবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রীর পাশাপাশি গোয়া ও উত্তরাখণ্ডের পর্যটনমন্ত্রী রোহন খাউন্তে এবং সৎপাল মহারাজও উপস্থিত থাকবেন।

প্যারাসিটামল, ওআরএস অমিল,

মেডিকেল ও জেলা হাসপাতালে ওষুধের সংকট

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

সরকারি হাসপাতালে রোগীদের ভিড় বাড়ছে। জ্বর, সর্দি, কাশির উপসর্গ নিয়ে শিশু থেকে বয়স্ক সবাই চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসছেন। কিন্তু হাসপাতালে প্যারাসিটামল, আইব্রুফেন সহ বেশ কিছু ওষুধের অমিল। ফলে রোগীদের বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মঙ্গলবার এই চিত্র দেখা গিয়েছে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালেও প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ কম রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এই ওষুধগুলি সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর (সিএমএস) থেকে আসে। স্থানীয়ভাবে কেনার ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। পাশাপাশি আর্থিক তহবিলও বড় ফ্যাক্টর। তাই কিছুটা সমস্যা তো হচ্ছেই।' তবে, বেসরকারি ক্ষেত্রে এই ওষুধের ঘাটতি নেই বলে বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিডিএ) দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সুব্রত ঘোষ দাবি করেছেন। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার সময় বাইরের ওষুধের দোকানে গিয়ে প্রেসক্রিপশন দিলেন ফাঁসিদেওয়ার চটেরহাটের মহম্মদ ইকবাল। তিনি দোকানের কর্মীকে বললেন, দেখুন তো শেষের ওষুধ দুটি হবে কি না? দাম কত পড়বে? দোকানের কর্মী দেখে বললেন, একটা তো ব্যথার ওষুধ। বাকি দুটো মলম দিয়েছে। সব মিলিয়ে ৩২০ টাকা দাম পড়বে। দাম শুনে মাথায় হাত ইকবালের। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে এত টাকায় বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হবে? এর পরে তিনি পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন খুচরো মিলিয়ে ১৭৫ টাকা হচ্ছে। এখান থেকে বাড়ি ফেরার জন্য ৩০ টাকা ভাড়া রাখতে হবে। তাহলে আর ওষুধ নেওয়া হল না। বলে দোকান ছাড়ার সময় বললেন, 'অদ্ভুত নিয়ম। সরকারি হাসপাতালে কোনও ওষুধ নেই। আমরা গরিব মানুষ। কৃষিকাজ করে খাই। ওষুধ কেনার এত টাকা কোথায় পাব?' একই অভিজ্ঞতা হয়েছে মাটিগাড়ার শিল্পী পালের। তিনি চর্ম বিভাগে চিকিত্সক দেখিয়েছেন। তাঁকে দুটি মলম দেওয়া হয়েছে। সেই মলম মেডিকেলের ফার্মাসিতে না থাকায় বাইরে থেকে নিতে বলা হয়েছে। শিল্পী বললেন, 'দুটি মলমের দাম প্রায় সাড়ে চারশো টাকা। গরিব বলেই তো সরকারি হাসপাতালে এসেছি। এখানে ডাক্তার দেখিয়ে বাইরে থেকে ওষুধ নিতে হবে ভাবতে পারছি না। ধারণা ছিল, হাসপাতালে সবকিছুই বিনামূল্যে দেওয়া হয়।' খোঁজ নিয়ে গিয়ে জানা গিয়েছে, প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ, আইব্রুফেন, অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম, চর্মরোগের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মলম গত এপ্রিল মাস থেকেই সরবরাহ নেই। মজুত থাকা ওষুধে এপ্রিল, মে মাস পর্যন্ত কাজ চলেছে। তারপর থেকেই রোগীদের ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। সমস্যা স্বীকার করে নিয়েছেন হাসপাতাল সুপার।

জেল থেকে ফিরে কাজে যোগ রঞ্জনের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নকশালবাড়ি

জেল থেকে ফিরেই কাজে যোগ দিলেন তৃণমূল উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক। পদত্যাগপত্র নিয়ে প্রশ্ন করতেই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন বলে সাফ জানিয়ে দিলেন নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। তিনি বলেন, 'চার বছর উপপ্রধান পদ সামলেছি, পাঁচ বছর পঞ্চায়েতে শিক্ষা সঞ্চালকের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করেছি। কেউ এক পয়সার দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে পারবে না। আগামীদিন নিজের এলাকার চা বাগানের বাসিন্দাদের অধিকার নিয়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাব। যতই মামলা মোকদ্দমা করা হোক লড়াই চালিয়ে যাব।' তাঁর আরও সংযোজন, 'বিনা দোষে আমাকে বিজেপি ১২ দিন জেলে রাখল। পুলিশ তদন্ত না করেই বিজেপির কথামতো আমাকে ২১ জুন রাতে সোজা তুলে নিয়ে চলে যায়। একের পর এক মিথ্যা মামলা করা হয়েছে আমার বিরুদ্ধে।' মণিরাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদ থেকে ২৯ জুন ইস্তফা দেন গৌতম ঘোষ। তার পরেই পঞ্চায়েতে শুরু হয়েছে অচলাবস্থা। নতুন প্রধান কে হবেন তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। শনিবার রঞ্জন ১২ দিন জেলে থাকার পর জামিনে মুক্তি পান। মঙ্গলবার তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে এসে অফিসের কাজকর্ম সারেন। বাসিন্দাদের আটকে থাকা বাসিন্দা প্রমাণপত্র, আয়ের শংসাপত্র দেন।

২১ জুন মণিরাম পঞ্চায়েতের জাবরা চা বাগানের কমিউনিটি হলে বিজেপির ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নাম করে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা হয়। বিজেপির নকশালবাড়ি মণ্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি সুদীপ্ত রায় এই সভা নিয়ে রঞ্জনের বিরুদ্ধে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরেই পুলিশ রঞ্জনকে গ্রেপ্তার করে। নকশালবাড়ি বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি সুদীপ্ত রায় বলেন, 'জাবরা চা বাগানে বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের নাম করে উপপ্রধান সভার আয়োজন করেন। সেখানে প্রচুর ঝামেলা হয়। তার পুরো ভিডিও ফুটেজ পুলিশকে দিয়ে অভিযোগ করা হয়েছিল।'

অষ্টম তফশিলের আর্জি শা'র কাছে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি অনেক দিনের। রাজ্য বিধানসভায় দাবি তোলা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জানিয়ে আশ্বাস আদায় করে নিয়েছিলেন রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন।

এবার তিনি সরাসরি সেই দাবি জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে। সোমবার রাতে কলকাতায় রাজ্য মন্ত্রীসভাকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন শা। সেখানেই আনন্দময় রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আনন্দময়ের বক্তব্য, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন। সেটা নিয়ে চিন্তা নেই এবং তা হবে বলে জানিয়েছেন।' তাতে অনেকটাই সন্তুষ্ট মাটিগাড়া নকশালবাড়ির এই বিধায়ক। তিনি আরও বলেন, 'অনেক দিনের পুরানো দাবি। উত্তরবঙ্গের মানুষের কথা ভেবে বিজেপি সরকার আশ্বাস পূরণ করবে বলে আশাবাদী।' তবে নতুন করে ভাষার নাম নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাজবংশী না করে কামতাপুরি করার দাবিতে উত্তরের জাতি-মাটির সমর্থনে লড়াই করা কয়েকটি সংগঠন দাবি তুলছে। প্রতিমন্ত্রীর দাবি, 'নাম যেটাই হোক আপত্তি না থাকলেই ভালো।' মন্ত্রীসভার বৈঠকে আনন্দময় সিএএ (জাতীয় নাগরিকপঞ্জি)-তে যাতে আরও বেশি সংখ্যায় মানুষ আবেদন করতে পারেন সেই দাবি তুলেছেন। প্রতিমন্ত্রীর দাবি, ২০১৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে যাঁরা ভারতে এসেছেন নিয়মে তাঁরাই সিএএতে আবেদন করতে পারবেন। সেই নিয়মের শিথিলতা করে তিনি ২০২৫ সাল পর্যন্ত যে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখরা ভারতে এসেছেন তাঁরাও যেন সিএএতে আবেদনের অনুমতি পান সেই দাবি জানিয়েছেন। সেটাও ভেবে দেখার কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন বলে তাঁর দাবি। আনন্দময় সীমান্ত সমস্যা নিয়েও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবগত করেছেন। বাংলাদেশে পুশব্যাকে অনেকেই দিনের পর দিন সীমান্তে আটকে থাকছেন বলে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জানিয়েছেন। নিয়মের জটিলতায় সীমান্তে যে করুণ ছবি ধরা পড়ছে, তা সমাধানে নজর দেওয়ার জন্য তিনি শা'র কাছে আর্জি জানান।

নতুন সভাপতি পেল দুই পঞ্চায়েত সমিতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ি

অবশেষে পুনর্গঠিত হল ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতি। অনাস্থা ও সভাপতি পদ থেকে রিনা এক্কার অপসারণের পর মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসের কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল নতুন সভাপতি ও সহ সভাপতি নির্বাচন।

অবশেষে পুনর্গঠিত হল ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতি। অনাস্থা ও সভাপতি পদ থেকে রিনা এক্কার অপসারণের পর মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসের কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল নতুন সভাপতি ও সহ সভাপতি নির্বাচন। এই নির্বাচনে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন শান্তি মার্ডি কিসকু এবং সহ সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন প্রণবেশ মণ্ডল। উপস্থিত সদস্যদের দাবি, বিগত বোর্ডের সমস্ত অরাজকতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে এই নতুন বোর্ড এখন থেকে স্বচ্ছভাবে কাজ করবে। এদিকে, মঙ্গলবার খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন তৃণমূলেরই অণিমা সিংহ। বিজেপির কোনও সদস্যই নতুন সভাপতি নির্বাচনের সভায় উপস্থিত ছিলেন না। এদিন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিডিও বনানী মজুমদার ও জয়েন্ট বিডিও সুমন ঝা-এর উপস্থিতিতে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়। পঞ্চায়েত সমিতির মোট ২১ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে এদিন ১৬ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি অপসারিত হওয়া প্রাক্তন সভাপতি রিনা এক্কা এবং বিজেপির দুজন সদস্য সহ মোট পাঁচজন সদস্য এদিন অনুপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ১৬ জন সদস্যই কোনও রকম বিরোধিতা ছাড়া ধ্বনি ভোটে নতুন বোর্ড গঠনের পক্ষে রায় দেন। নতুন সভাপতি শান্তি মার্ডি কিসকু বলেছেন, 'বোর্ডে কে কোন পদে বসছেন, তা বড় বিষয় নয়। বরং ২১ জন সদস্য এবং ফাঁসিদেওয়ার ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে মানুষের উন্নয়ন করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আগামী ১১ মাস সাধারণ মানুষের পরিষেবা নিশ্চিত করা হবে।' নির্বাচন শেষে সহ সভাপতি প্রণবেশ মণ্ডল পূর্ববর্তী বোর্ডের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেছেন, 'যাঁরা এতদিন এই বোর্ডে ক্ষমতায় ছিলেন, তাঁরা যদি কোনও ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকেন, তাহলে তদন্ত করা হবে। দোষী কাউকেই রেয়াত করা হবে না।' অন্যদিকে, খড়িবাড়ি বিডিও অফিসে এদিনের সভায় তৃণমূলের ৯ জন সদস্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিক্ষুব্ধ ৬ তৃণমূল সদস্য। তাঁরা হলেন সহ সভাপতি মহেশচন্দ্র সিংহ, প্রদীপ মিশ্র, মণিকা সিংহ, ললিত বর্মন, সুষণা মার্ডি ও অণিমা সিংহ। অনুপস্থিত ছিলেন বিদায়ি সভাপতি তৃণমূলের রত্না রায় সিনহা, জয়া সিংহ ও সরস্বতী মুর্মু। খড়িবাড়ি বিডিও দীপ্তি সাউ এদিন নির্বাচন আধিকারিক হিসাবে সভা পরিচালনা করেন। বিডিও অফিস সূত্রে জানা যায়, সভায় উপস্থিত সহ সভাপতি মহেশচন্দ্র সিংহ নতুন সভাপতি হিসেবে তৃণমূলের অণিমা সিংহের নাম প্রস্তাব করেন। সভাপতি হিসাবে আর কোনও নামের প্রস্তাব না থাকায় অণিমা সিংহ বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন। নবনির্বাচিত সভাপতি রাজ্যের নতুন সরকারের নির্দেশ মেনে সমিতির সমস্ত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে খড়িবাড়ি ব্লকের উন্নয়নমূলক কাজ করার আশ্বাস দেন।

শুঁয়োপোকার দাপটে দিশেহারা পাটচাষিরা, মাঠ ছাড়িয়ে এবার উপদ্রব লোকালয়েও

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রাজগঞ্জ

রাজগঞ্জ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার পাটচাষিদের কপালে এখন চিন্তার গভীর ভাঁজ। মাঠজুড়ে শুঁয়োপোকার মারাত্মক উপদ্রব শুরু হয়েছে। এই পোকা পাট গাছের সব পাতা খেয়ে সাবাড় করে দিচ্ছে। ফলে গাছের পরিপূর্ণ বৃদ্ধির আগেই কৃষকরা ফসল কেটে ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন। অসময়ে পাট কাটায় বিঘাপ্রতি উৎপাদন অনেকটাই কম হবে বলে তাঁদের আশঙ্কা। শুধু ফসলের ক্ষতিই নয়, শুঁয়োপোকার অত্যাচারে স্থানীয় বাসিন্দারাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। খেত থেকে সরে এসে পোকাগুলো বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ছে। শরীরে পোকা লেগে অনেকের ঘা হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন। প্রথম অবস্থায় শুঁয়োপোকার আক্রমণ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কীটনাশক স্প্রে করলে এর থেকে রক্ষা পাওয়া যেত বলে জানিয়ে কৃষি দপ্তরের রাজগঞ্জের এক আধিকারিক বলেন, ‘আগামীদিনে কৃষকদের নিয়ে যখন সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হবে, তখন বিষয়টি আমরা ভালো করে সবাইকে বুঝিয়ে দেব।’ রাজগঞ্জের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাহুল রায় বলেন, ‘শুঁয়োপোকা গায়ে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টি অ্যালার্জিক জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। যে কোনও সরকারি হাসপাতালে এই ওষুধ সহজেই পাওয়া যায়।’ এদিকে শুঁয়োপোকার হানাদারিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে। সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুদুগছের পাটচাষি রহিমউদ্দিন মহম্মদের আক্ষেপ, ‘পাট গাছের পাতা শুঁয়োপোকা সাবাড় করেছে। পাট গাছের পরিপূর্ণ বৃদ্ধির জন্য আরও ১৫ দিন মাঠে রাখলে ভালো হত। কিন্তু শুঁয়োপোকার অত্যাচারে পাট গাছ শুকিয়ে যাওয়ার ভয়ে কিছুদিন আগেই পাট কেটে ফেলতে বাধ্য হচ্ছি। এর ফলে ওজন কম হবে। বিঘাপ্রতি উৎপাদন অনেকটাই কমে যাবে।’ এলাকার আরেক কৃষক নাজিমুদ্দিন মহম্মদ বললেন, ‘পাট কাটার সময় শুঁয়োপোকা গায়ে ছিটকে আসছে। গায়ের যে জায়গায় শুয়োপোকা পড়ছে, সেখানে লালচে হয়ে ফুলে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে ঘা হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে দিনমজুররা পাট কাটতে আসছে না, বাধ্য হয়ে নিজেই পাট কাটছি।’ গৃহবধূ মর্জিনা খাতুন হতাল, ‘শুঁয়োপোকার অত্যাচারে টেকা দায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেগুলি রান্নাঘর, শোয়ার ঘরে ঢুকে যাচ্ছে।’ কীটনাশক স্প্রে করেও শুঁয়োপোকা মারা যাচ্ছে না বলে ভোলাপাড়া গ্রামের তরুণ মকবুল হোসেন জানালেন।

শিলিগুড়ি যাওয়া মানেই ভোগান্তি, সরকারি বাসের অভাবে ধুঁকছে ময়নাগুড়ির যোগাযোগ ব্যবস্থা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ময়নাগুড়ি

শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের প্রধান বাণিজ্যিক ও চিকিৎসাকেন্দ্র। অথচ সেই শিলিগুড়িতে যাওয়ার জন্য ময়নাগুড়ির বাসিন্দাদের প্রতিদিন চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। কারণ, ময়নাগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)-এর কোনও বাস নেই। নিত্যদিন হাজার হাজার মানুষ কাজের তাগিদে শিলিগুড়ি যাতায়াত করলেও তাঁদের একমাত্র ভরসা বেসরকারি বাস। এমনকি দূরপাল্লার সরকারি বাসগুলিও ময়নাগুড়ি শহরের ভেতরে না ঢুকে বাইপাস হয়ে চলে যায়। ফলে অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় যাত্রীদের। আগে রামশাই থেকে ময়নাগুড়ি শহর হয়ে শিলিগুড়ির বাস চলত। তবে তা বহু বছর ধরে বন্ধ। ময়নাগুড়ি ডিপো থেকে ভোর সাড়ে ৫টায় রায়গঞ্জ এবং সকাল ৮টার মধ্যে পরপর ৪টি বাস ফরাক্কার উদ্দেশে রওনা দেয়। তারপর সারাদিন ডিপো কার্যত খাঁ খাঁ করে। অথচ ডিপোতে ১৯ জন চালক এবং ২১ জন কনডাক্টর রয়েছেন। অফিসের কাজে শিলিগুড়ি যাতায়াত করেন ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ভোলানাথ সরকার। তিনি বলেন, ‘অফিসের কাজে শিলিগুড়ি যেতে একমাত্র ভরসা বেসরকারি বাস। সেটারও নির্দিষ্ট সময় আছে। অপেক্ষা করতে হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই।’ ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যবসায়ী মৃণাল সরকারের বক্তব্য, ‘ব্যবসার জন্য প্রায়দিনই শিলিগুড়ি যেতে হয়। শিলিগুড়ি যাওয়া মানেই ভোগান্তি। বেশ কয়েক বছর আগে ময়নাগুড়ি ডিপো থেকে ময়নাগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটে নিগমের একাধিক বাস যাতায়াত করত। সেইসব বাস বহুদিন ধরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।’ ভোগান্তির ছবিটা স্পষ্ট হয় স্ট্যান্ডে এলে। বার্নিশ এলাকার বাসিন্দা সাধন মণ্ডল শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য সকাল ১১টা থেকে টানা ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করেও কোনও বাস পাননি। অগত্যা টোটো ভাড়া করে ইন্দিরা মোড়ের উদ্দেশে রওনা দেন। সেখান থেকেই কোনও বাসে চাপবেন। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নমিতা চক্রবর্তী তাঁর ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে শিলিগুড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন।

সরাসরি বাস না পেয়ে জলপাইগুড়ির বাসে চেপে বসেন। তাঁর প্রশ্ন, ‘এভাবে গেলে অনেকটা সময় লেগে যায়। কিন্তু কী আর করব?’ এই চরম অব্যবস্থা প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দায় এড়িয়ে গিয়েছেন। কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

সমরেশের জন্মভিটেয় সাহিত্য পর্যটন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গয়েরকাটা

অবশেষে দিশা পেতে চলেছে কালজয়ী কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের সাহিত্য সৃষ্টির আঁতুড় হিসেবে পরিচিত তাঁর জন্মভিটে। গয়েরকাটা চা বাগানের সেই স্টাফ কোয়ার্টারটিকে ঘিরে সাহিত্য পর্যটনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বণিকসভা- বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিএনসিসিআই)। মঙ্গলবার বিএনসিসিআই-এর চেয়ারম্যান ঋত্বিক দাস বাগান পরিচালকদের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনাও সেরে যান। সঙ্গে ছিলেন গয়েরকাটার সমরেশ অনুগামী কৃষ্ণকুমার দাস। ঋত্বিক বলেন, ‘এবারে কলকাতায় গিয়ে ডিপিআর তৈরি করা হবে। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ডিপিআর তৈরির পর সাহিত্যিকের কন্যা দোয়েল মজুমদারকে নিয়ে ফের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। ডিপিআর পর্যটন দপ্তরকে জমা দেওয়া হবে। অনুমতি মিললেই কাজ শুরু হবে।’ দোয়েল এদিন নিজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে পোস্টও করেছেন। কলকাতা থেকে তিনি বলেন, ‘নতুন প্রজন্ম সহ সাহিত্য অনুরাগীদের প্রত্যেকে বাবাকে আরও ভালো করে জানতে পারলে তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। ওই সংগ্রহশালা ডুয়ার্সের একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থানে যে পরিণত হবে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।’ কী করতে চাইছে বিএনসিসিআই? সংশ্লিষ্ট সূত্রেই খবর, কোয়ার্টারের মূল কাঠামো অবিকৃত রেখে সেখানে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে। গড়ে তোলা সংগ্রহশালায় থাকবে লেখকের সমস্ত সৃষ্টি ও স্মৃতি ভাণ্ডার। একাজে ব্যবহার করা হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাইজেশন প্রযুক্তিকে। যে কেউ এলেই একলপ্তে পেয়ে যাবেন সাহিত্যিকের সমস্ত স্মৃতিকে। সমরেশ মানেই যেখানে আদিগন্ত ঢেউখেলানো চা বাগান, সেকারণে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সম্ভারও থাকবে সেখানে। কোয়ার্টারটি যে জমির ওপর, তা বাগানের লিজে রয়েছে। ওইটুকু জমি যাতে একাজে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেব্যাপারে এদিন পরিচালকদের সঙ্গে কথা হয়েছে ঋত্বিকের। বাগান কর্তৃপক্ষও কোনও আপত্তি জানায়নি। বরঞ্চ তারাও বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে বলে খবর। শুধু সমরেশকেন্দ্রিকই নয়, বিএনসিসিআই-এর ভাবনায় রয়েছে মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পাহাড়ে ভানুভক্ত, মালবাজারে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সহ নারায়ণ দেবনাথকে নিয়ে উত্তরবঙ্গজুড়ে একটি সাহিত্য পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার। সমরেশ গয়েরকাটায় এলে যাঁদের আত্মীয়তা গ্রহণ করতেন, তাঁদের অন্যতম কৃষ্ণকুমার দাস বলেন, ‘এতদিন ধরে আমরা এরকম উদ্যোগের জন্যই হাপিত্যেশ করে বসে ছিলাম।’ বর্তমানে ওই কোয়ার্টারের করুণ দশা। গয়েরকাটা চা বাগানের বড়বাবু জয়দীপ তলাপাত্রর অবসর নেওয়ার পর থেকে কোয়ার্টারটির দেখভাল করার কেউ নেই। ১৯৮৬ সাল থেকে প্রথমে জয়দীপের বাবা ও পরে তিনি নিজেই এবছরের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। বাড়িটিকে আগলে রেখেছিলেন নিজের মতো করে। অবসরের পর অন্যত্র চলে যাওয়ায় কোয়ার্টারটি এখন ফাঁকা। ইতিমধ্যেই লোপাট হয়ে গিয়েছে দরজা, জানলা, টিনের গেট, বাথরুমের ভেতরের সামগ্রী, টিউবওয়েলের কাঠামো।

১৯৪২-এর ১০ মার্চ ওই কোয়ার্টারেই জন্ম অনিমেষ, মাধবীলতা, দীপাবলির মতো হৃদয়ে হিল্লোল তোলা চরিত্রদের জনক সমরেশের। দাদু পূর্ণচন্দ্র মজুমদার ও পরে বাবা কৃষ্ণদাস মজুমদার ওই বাগানে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ফ্যাক্টরির বড়বাবু পদে থাকা কৃষ্ণদাস তাঁর পরিবার নিয়ে সেখানেই থাকতেন। জীবদ্দশায় ওই বাড়িতে সমরেশ বহুবার এসেছেন, রাত্রিযাপন করেছেন। ২০২৩-এর ৮ মে জীবনকে অলবিদা জানানোর আগেও বাড়িটিতে আসার ইচ্ছে ঘনিষ্ঠমহলে প্রকাশ করেছিলেন বহুবার। বাবার হাত ধরে বাবু বাসা লাইনের ওই কোয়ার্টারে পরে বেশ কয়েকবার এসেছিলেন কন্যা দোয়েলও।

নুরপুরে অনাস্থায় অপসারিত তৃণমূলের প্রধান

বিরোধীদের যৌথ ভোটে পাস অনাস্থা

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মানিকচক

মালদার মানিকচক ব্লকের নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে অনাস্থা ভোটে অপসারিত হলেন তৃণমূলের প্রধান মুকুন্দ সরকার। বুধবার অনুষ্ঠিত তলবি সভায় তৃণমূল, বিজেপি, সিপিআইএম এবং নির্দল সদস্যদের সমর্থনে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গিয়েছে, নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট সদস্য সংখ্যা ২৬। এর মধ্যে ১৬ জন সদস্য সম্প্রতি প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। বুধবার সেই অনাস্থা প্রস্তাবের তলবি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নকারী ১৬ জন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন এবং প্রত্যেকেই প্রধানকে অপসারণের পক্ষে ভোট দেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রধান মুকুন্দ সরকার পদচ্যুত হন। অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়া সদস্যদের মধ্যে ছিলেন তৃণমূলের ৬ জন, সিপিআইএমের ৬ জন, বিজেপির ৩ জন এবং একজন নির্দল সদস্য। অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনায় একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে তাঁরা প্রধানের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে অনাস্থা আনেন। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভের জেরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে অনাস্থা সমর্থনকারী সদস্যদের দাবি। অন্যদিকে, অনাস্থা সভাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেজন্য নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় চত্বরে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ ও গণনা সম্পন্ন হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রধান অপসারণের পর এবার নতুন প্রধান নির্বাচনের দিকে নজর রাজনৈতিক মহলের। নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী নেতৃত্ব কার হাতে যায়, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানিকচকের রাজনৈতিক সমীকরণেও নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি নিয়ে নাড়াচাড়া নেই, কমিশন হয়েছে, তদন্ত হয়নি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

কমিশন গঠন করা হয়েছে মাসখানেক আগে। কিন্তু গোটা জুন মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত বিন্দুমাত্র এগোয়নি। ঘটনায় বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের নেতৃত্ব উষ্মা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা নিয়েও। প্রশ্ন উঠছে, আদপে কি দুর্নীতির তদন্ত হবে? নাকি শুধুই চমক দিতে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে কমিশন গঠন করা হয়েছে? যদিও এবিষয়ে উত্তরবঙ্গের এডিজি কালিয়াপ্পান জয়রামন বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনও নোটিফিকেশন হয়নি। নোটিফিকেশন হলেই তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।’ রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন সরকার গঠন হতেই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ইস্যুতে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছিল। দুর্নীতি প্রসঙ্গে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে কমিশন গঠন করা হয়েছিল। রাজ্য পুলিশের এডিজি কালিয়াপ্পান জয়রামনকে সেই কমিশনের সেক্রেটারি করা হয়েছে। কমিশন গঠনের পরেই রাজ্যের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছিল, জুন মাসের ১ তারিখ থেকেই কমিশন তদন্ত শুরু করবে। কিন্তু জুলাইয়ের এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কোনও তদন্তই শুরু হয়নি। তদন্ত শুরু না হওয়ায় প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রবীণ সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত দুর্নীতির তদন্তে সদর্থক কোনও পদক্ষেপ নজরে আসেনি। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।’ দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলেন, ‘এখন তো চমকের রাজনীতিই চলছে। হতে পারে এটাও তারই অংশ।’ তবে বিরোধীদের মন্তব্যে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ রাজ্যের মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। তিনি বলেন, ‘তাড়াহুড়োর কিছু নেই। প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত অবশ্যই হবে।’ সেই কমিশনের শাখা অফিস শিলিগুড়িতে খোলার কথা। ইতিমধ্যে হিমাঞ্চল বিহারে মাটির সাথী প্রকল্পের একটি ভবন প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুলিশের পদস্থ কর্তারা সেই ভবনটি পরিদর্শনও করেছেন। তবে এনিয়ে অবশ্য এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কমিশনের শাখা অফিস জলপাইগুড়ি জেলায় খোলা যায় কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে কমিশন গঠন হতেই শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র ২০০ কোটির দুর্নীতি চর্চায় চলে এসেছিল। মনে করা হচ্ছিল, কমিশন শুরুতেই এসজেডিএ’র সেই দুর্নীতির ফাইল খুলবে। যদিও সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়ায় তদন্ত এখনও শুরু হয়নি। কালিয়াপ্পান জয়রামন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার পদে থাকাকালীনই ২০১৩ সালে এসজেডিএ দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছিল। সেসময় তিনি তদন্তের জাল অনেকটাই গুটিয়ে এনেছিলেন। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল গোদালা কিরণকুমারকে। এরপরই তৎকালীন পুলিশ কমিশনারকে কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে পাঠানো হয়েছিল। বর্তমানে পদোন্নতি পেয়ে জয়রামন এডিজি পদের দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানেই এবার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত হবে। সেক্ষেত্রে এসজেডিএ’র দুর্নীতির ফাইল খুললে কোন রাঘব বোয়াল সর্বপ্রথম কমিশনের আতশকাচের তলায় আসবেন, তা এখন দেখার বিষয়।

দাড়িভিট কাণ্ডে বিচারের আশ্বাস বিরাজের, মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চান দুই মা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দাড়িভিট

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিচারের আর্জি জানাতে চান দাড়িভিটে ছাত্র আন্দোলনে নিহত রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মনের মা। মঙ্গলবার দাড়িভিটে গিয়ে রাজেশ ও তাপসের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের আইন ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস। সেখানেই রাজেশের মা ঝর্ণা সরকার ও তাপসের মা মঞ্জু বর্মন প্রতিমন্ত্রীর কাছে এই আর্জি জানান। দাড়িভিট কাণ্ডের বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন বিরাজ। এদিকে, দীর্ঘদিন পর বিরাজকে চোখের সামনে দেখে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন দুই সন্তানহারা মা। আজও দাড়িভিট দোলনচা নদীর তীরে সমাহিত আছে রাজেশ ও তাপসের দেহ। এদিন সেখানে গিয়ে রাজেশ ও তাপসের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিরাজ। সেখানে রাজেশ ও তাপসের পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের আইন ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস বলেছেন, ‘শুভেন্দু অধিকারী কথা দিয়েছিলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রথম দিকেই রাজেশ এবং তাপসের বিচার হবে। সেই মোতাবেক ওই দুই ছাত্রের মৃত্যুর পেছনে যেসব কেউটেগুলোর হাত রয়েছে, তাঁদের গর্ত থেকে বের করার প্রসেস শুরু হয়ে গিয়েছে। এক মাসের মধ্যেই রেজাল্ট চলে আসবে। তবে রাজেশ এবং তাপসের মা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আবেদন জানিয়েছেন। আমি তাঁদের আবেদন মুখ্যমন্ত্রী কাছে পৌঁছে দেব।’ প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর দাড়িভিটে আন্দোলন চলাকালীন গুলিতে নিহত হয় দুই প্রাক্তন ছাত্র রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন। গত মাসের ১৬ জুন ইসলামপুরের ট্রাকস্ট্যান্ডে জনকল্যাণ শিবিরে এসেছিলেন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস। সেখানেই ২০১৮ সালের দাড়িভিট কাণ্ডে জড়িতদের কেউটে বলে আখ্যা দিয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি নিহত রাজেশ ও তাপসের পরিবারের সঙ্গে খুব শীঘ্রই দেখা করার কথা বলেছিলেন। সেই সেই মোতাবেকই এদিন ওই দুই পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন প্রতিমন্ত্রী। দাড়িভিট কণ্ডে নিহত তাপস বর্মনের মা মঞ্জু বর্মনের কথায়, ‘বিরাজ আমার ছেলের মৃত্যুর বিচারের জন্য সামনের সারিতে থেকে আন্দোলন করেছেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, আমার ছেলের মৃত্যুর বিচার হবে। আমি তাঁর ওপর ভরসা করি। তাঁর কাছে আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার ছেলের বিচারের বিষয় নিয়ে দেখা করার আবেদন জানিয়েছি। এবার বিজেপি সরকার এসেছে। এবার বিচার পাব।’ একইভাবে রাজেশের মা ঝর্ণা সরকারও বিরাজের প্রতি আস্থা রাখছেন।

দীর্ঘদিন কাজের পর ছাঁটাই, পুনর্বহালের দাবিতে জেলাশাসকের দ্বারস্থ মাটি পরীক্ষাগারের কর্মীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদহ

দীর্ঘদিন ধরে কাজ করার পর হঠাৎ চাকরি থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে পুনর্বহালের দাবিতে মালদা জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন কৃষি দপ্তরের মাটি পরীক্ষাগারের ছাঁটাই কর্মীরা। বুধবার সকালে তাঁরা মালদা জেলাশাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দিয়ে দ্রুত পুনর্বহালের দাবি জানান। কর্মীদের অভিযোগ, মালদা, কলকাতা, বাঁকুড়াসহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোট ১২২ জন কর্মী মাটি পরীক্ষাগারে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছিলেন। সম্প্রতি তাঁদের কোনও পূর্ব নোটিস বা নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই কাজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মালদায় মোট ১০ জন কর্মী কর্মরত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন ২০১৫ সাল থেকে এবং বাকি সাতজন ২০২৫ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। ছাঁটাই কর্মীদের দাবি, দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার পর হঠাৎ চাকরি চলে যাওয়ায় তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের সামনে চরম আর্থিক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তাই অবিলম্বে কাজে পুনর্বহালের দাবিতে তাঁরা জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। পাশাপাশি বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নজরেও আনা হবে বলে জানান আন্দোলনকারী কর্মীরা। তাঁদের আশা, প্রশাসন দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং পুনরায় কাজে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

স্বামীর কবরের পাশে কেঁদেই চলেছেন আসেদা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শীতলকুচি

মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে। কিছুক্ষণ আগে থেকেই আকাশের মুখ ভার। ঘন কালো মেঘে চারদিক ছেয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই তাঁর নেই। মৃত স্বামীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদেই যাচ্ছিলেন আসেদা খাতুন। স্বামী মন্টু মিয়াঁর এভাবে মৃত্যু যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন জনাকয়েক প্রতিবেশী। তাঁদেরই একজন জয়নাল আবেদিনের কথায়, ‘মন্টু এভাবে চলে যাওয়ায় আসেদার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। ঘরে ওর মন টিকছে না। দিনে যে কতবার স্বামীর কবরের পাশে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ছে। এই অবস্থা কীভাবে কাটিয়ে উঠবে তা ওপরওয়ালাই জানেন।’ ভেজা গলায় আসেদা শুধু বললেন, ‘সব শেষ হয়ে গেল।’ শীতলকুচি ব্লকের গোলেনাওহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নগর সিঙ্গীমারি বুথের বাসিন্দা মন্টু মিয়াঁ পেশায় গোরুর ডাঙ্গোয়াল ছিলেন। এলাকায় সিপিএম কর্মী হিসাবে পরিচিতি ছিল। হাটে হাটে কেনা গোরু মালিকের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যা আয় হত তা দিয়েই কোনওরকমে দিন কাটত পরিবারের। গত শনিবার দিনভর নিখোঁজ থাকার পর রবিবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে চানঘাট এলাকায় খটামারা নদী থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের সদস্যদের ধারণা, এটা জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা নয়। তাঁকে খুন করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে শীতলকুচি থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। স্ত্রী ও সাড়ে আট বছরের এক কন্যাসন্তানকে নিয়ে মন্টু শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। মন্টুর শ্বশুর তড়িৎ মিয়াঁ ও শ্যালক আসিদুল মিয়াঁর বক্তব্য, মুখ ও শরীরের একাধিক অংশে সন্দেহজনক লক্ষণ নজরে পড়েছে। তাঁকে কেউ খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। তবে কারা এ কাজ করতে পারে সেব্যাপারে তাঁদের কোনও ধারণাই নেই। প্রতিবেশী আলিমুদ্দিন মিয়াঁও মনে করছেন, ‘মন্টুর মৃত্যু জলে ডোবার কারণে হয়নি। তাকে খুন করা হয়েছে।’ বিশেষভাবে আসেদারও দাবি, তাঁর স্বামীকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে স্বামীর মৃত্যুর কারণ খুঁজে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন আসেদা। একই দাবি স্থানীয় আরও অনেকেরই। মন্টু নিখোঁজ হওয়ার পর শনিবার থেকেই কার্যত ওই বাড়িতে উনুনে হাঁড়ি চড়েনি। মঙ্গলবার ওই বাড়িতে এসেছিলেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ দলের একাধিক নেতা। পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি পাশে থাকার বার্তাও দেওয়া হয়। ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে মীনাক্ষী বলেন, ‘পরিবারের সদস্যরা মনে করছেন মন্টুকে খুন করা হয়েছে। সরকার পালটালেও পশ্চিমবঙ্গে খুন ও ধর্ষণের রাজনীতি বন্ধ হয়নি।’ শীতলকুচি বাজার থেকে পশ্চিমদিকে পাকা রাস্তা ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর একাধিক বাঁকা মাটির কাদা রাস্তা পেরিয়ে একেবারে বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে মন্টু মিয়াঁর বাড়ি। কয়েক হাত দূরেই কাঁটাতারের বেড়া। ঢিলছোড়া দূরত্বেই বিএসএফের ফুলবাড়ি সীমান্তচৌকি। কাঁটাতারের বেড়ার সামান্য দূরেই এখন মন্টুর কবরস্থান। সেখান থেকেই নজরে পড়ছে বাংলাদেশের বাড়িঘর ও শস্যখেত। এদিন বিকালে বারান্দায় বসে তামাক পাতার আঁটি বাঁধছিলেন মন্টুর শ্বশুর। বাড়িতে কয়েকজন প্রতিবেশী ছিলেন। কিন্তু কারও মুখে কোনও কথা নেই। বাড়ি থেকে কয়েক হাত দূরেই স্বামীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর চোখের জল। সবমিলিয়ে, নীরবতা ও নিস্তব্ধতা যেন ভারী করে তুলেছিল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের আকাশ।

PANSAS Builders & Developers Pvt. Ltd.
THE PANSAS REGENCY
WBRERA/P/PAS/2024/001570
On Nh-2, Bhiringi More, Durgapur - 713213
7047152222, 9800364633

মধ্যপ্রদেশে কোটি কোটি টাকার ভুয়ো বিএড কলেজ কেলেঙ্কারি ফাঁস

MILLENNIUM
B.Tech M.Tech B.Ed D.El.Ed
B.Pharma D.Pharma MBA
FREE HOSTEL
BUS AVAIALBLE FROM VIDISHA
9200300600 . 9200100400
BAGULA MUKHI GROUP

সকালের শিরোনাম
বিশেষ প্রতিবেদন
ভোপাল

নার্সিং কলেজ কেলেঙ্কারির পর এবার শিক্ষক শিক্ষণ (বিএড ও ডিএলএড) ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় দুর্নীতির চিত্র সামনে এল মধ্যপ্রদেশে। সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি-র একটি চাঞ্চল্যকর অনুসন্ধানী রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে, রাজ্যে এমন বহু বিএড কলেজ রয়েছে যেগুলি বাস্তবে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন অথবা একটিমাত্র ঠিকানায় একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নথিভুক্ত করে চালানো হচ্ছে কোটি কোটি টাকার রমরমা কারবার। খাতায়-কলমে ক্লাস, পরীক্ষা এবং ডিগ্রি বণ্টন হলেও বাস্তবে বহু ক্যাম্পাসের কোনও অস্তিত্বই নেই। ভোপালের বিদিশা রোডের মুগালিয়া কোট গ্রামের সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী সেখানে 'শ্রী রাম কলেজ' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার কথা, যেখান থেকে গত এক দশক ধরে প্রতি বছর ১০০ জন বিএড এবং ৫০ জন বিএসসি-বিএড মিলিয়ে মোট ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী পাস করে বেরোচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে ওই নির্দিষ্ট জমিতে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে কোনও কলেজের অস্তিত্বই নেই, বরং জমিতে দেদার চাষবাস হচ্ছে। অথচ খাতায়-কলমে সেখানে নিয়মিত ছাত্র ভর্তি থেকে শুরু করে পরীক্ষা নেওয়া এবং ডিগ্রি দেওয়ার সমস্ত নথিপত্র তৈরি রয়েছে। ওই একই জমির খতিয়ান নম্বরে 'বাঘলামুখী কলেজ' এবং 'মিলেনিয়াম কলেজ'-এর নামও নথিতে ওভারল্যাপ করছে, যা নিয়ামক সংস্থার চরম গাফিলতিকে স্পষ্ট করে দেয়। অনুসন্ধানে আরও দেখা গিয়েছে, ভোপালের বাওড়িয়া কলানের 'সেভিয়ার কলেজ' চলছে একটি স্কুলের ক্যাম্পাসের ভেতরে, যেখানে একটি স্থানীয় আবাসিক সোসাইটির অফিসও রয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ নিজেই স্বীকার করেছেন যে ছাত্ররা এখানে নিয়মিত ক্লাসে আসে না।

অন্যদিকে, সাকেত নগরের 'কমলনাথ বিপিএড কলেজ'-এর নথিবদ্ধ ঠিকানায় গিয়ে দেখা গেল একটি ঘরে মাত্র একজন কর্মী বসে চিঠি রিসিভ করছেন। কর্তৃপক্ষের দাবি, তাঁরা অন্য জায়গায় কলেজ স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন। অনেক জায়গায় আবার একটি মাত্র জমিতে বা খতিয়ান নম্বরে বার্কাতুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএড, মধ্যপ্রদেশ বোর্ডের ডিএলএড এবং সিবিএসই অনুমোদিত স্কুল একসঙ্গে চালানো হচ্ছে। বার্কাতুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১২৯টি বিএড কলেজের মধ্যে ১২৭টিই বেসরকারি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের নির্দেশে করা এক সাম্প্রতিক পরিদর্শনে ২৫টি কলেজে পরিকাঠামোগত খামতি এবং ৫টিতে মারাত্মক অনিয়ম ধরা পড়ে। এমনকি দুটি কলেজকে তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় খুঁজেই পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও গত ২৪ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের এগজিকিউটিভ কাউন্সিল স্রেফ একটি নোটারি হলফনামার (অ্যাফিডেভিট) ভিত্তিতে ১২ থেকে ৫টি বেসরকারি কলেজকে শর্তসাপেক্ষ অনুমোদন দিয়ে দেয়। এরই মধ্যে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ইন্দর সিং পারমারের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক তীব্র হয়েছে। নথিপত্র অনুযায়ী, মন্ত্রীর নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক সমর বাহাদুর সিং এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের চূড়ান্ত অনুমোদনের আগেই ই-অ্যাডমিশন পোর্টালে ৮২টি বিএড কলেজের প্রোফাইল 'ওকে' বা বৈধ করে দেন। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অবশ্য দাবি করেছেন, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবং ভর্তির সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এই হলফনামার পথ বেছে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, যে কলেজের বাস্তবে অস্তিত্বই নেই, সেখানে ছাত্র ভর্তি করিয়ে কীভাবে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা সম্ভব? জালিয়াতি সামনে আসতেই অবশ্য শ্রী রাম কলেজ এবং বাঘলামুখী কলেজের অনুমোদন বাতিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই অস্তিত্বহীন কলেজগুলির ছাত্ররা কীভাবে এতদিন পরীক্ষায় বসল, ফর্ম জমা দিল এবং ডিগ্রি পেল, তা খতিয়ে দেখতে একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা বিচারকের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের অফিসারদের দায়বদ্ধতাও নির্ধারণ করা হবে এবং দোষী কলেজগুলির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মধ্যপ্রদেশে শিক্ষক শিক্ষণের এই বাজারটি অত্যন্ত বিশাল।

রাজ্যে ৬০০-রও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫৮,০০০-এর বেশি বিএড আসন রয়েছে, যেখানে প্রতি বছর প্রায় ৪৭,০০০ থেকে ৪৮,০০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়।

বছরে প্রায় ৩০,০০০ টাকা বা তার বেশি ফি-যুক্ত এই ক্ষেত্রটি বর্তমানে কোটি কোটি টাকার প্রাইভেট এডুকেশন মার্কেটে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যথাযথ শারীরিক যাচাইকরণ ছাড়াই যেভাবে একের পর এক ভুয়ো কলেজকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে, তা রাজ্যের ভবিষ্যৎ শিক্ষকদের গুণগত মান এবং গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর মস্ত বড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করে দিল।

ভেনিজুয়েলায় ধ্বংসস্তূপের নিচে জীবন-মৃত্যুর লড়াই

কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

সকালের শিরোনাম
বিশেষ প্রতিবেদন
কারাকাস

ভেনেজুয়েলার উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য লা গুয়াইরায় গত সপ্তাহে পরপর দু'টি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার পর থেকে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়াদের উদ্ধারে সময়ের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেখানে প্রায় ৭৭০টিরও বেশি বহুতল ভবন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ভেঙে পড়েছে এবং লাগাতার আফটারশক বা অনুকম্পন ওই এলাকায় আতঙ্ক বজায় রেখেছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, সাধারণত যে কোনও বড় ভূমিকম্পের পর প্রথম ২৪ ঘণ্টাই উদ্ধারকাজের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসস্তূপে আটকে থাকা মানুষদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্রমশ কমতে থাকে। তবে গুরুতর আঘাত না থাকলে এবং চারপাশের আবহাওয়া খুব বেশি চরম (অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা) না হলে ধ্বংসস্তূপের নিচে এক সপ্তাহ বা তার চেয়েও বেশি সময় বেঁচে থাকা সম্ভব। ধ্বংসস্তূপের নিচে জীবন আর মৃত্যুর এই লড়াইয়ে টিকে থাকা মূলত কয়েকটি প্রধান বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ভূপদার্থবিদ ভিক্টর সাই-এর মতে, যদি কোনও ব্যক্তি ভেঙে পড়া ছাদ বা পাথরের আঘাত থেকে বাঁচতে কোনও মজবুত টেবিল বা আসবাবপত্রের নিচে আশ্রয় পান; যাকে বিশেষজ্ঞরা 'সারভাইভেবল ভয়েড স্পেস' বা সুরক্ষিত ফাঁকা স্থান বলেন; তবে তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। দ্বিতীয়ত, সেখানে শ্বাস নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত বাতাস এবং তৃষ্ণা মেটানোর মতো জল পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। জরুরি বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডক্টর জোসেফ বারবারা জানিয়েছেন, মানুষ খাবার ছাড়া বেশ কিছুদিন লড়াই করতে পারলেও, জল ছাড়া টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন। তবে ভবন ভেঙে পড়ার পর যদি সেখানে আগুন লেগে যায়, ধোঁয়া ছড়ায় বা কোনও বিষাক্ত রাসায়নিক লিক করে, তবে আটকে পড়া মানুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়। বিশেষজ্ঞরা আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ধ্বংসস্তূপ থেকে কোনও দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকা ব্যক্তিকে টেনে বের করার ঠিক আগেই তাঁকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া জরুরি। কারণ দীর্ঘক্ষণ চাপা পড়ে থাকা মাংসপেশি থেকে নির্গত বিষাক্ত উপাদান বা টক্সিন মানবদেহে জমা হয়, যা উদ্ধার পাওয়ার পর আচমকা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে রোগীকে 'শকে' ফেলে দিতে পারে। অতীতে অবশ্য এমন ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকেও অলৌকিকভাবে বেঁচে ফেরার বহু নজির রয়েছে। যেমন, ২০১০ সালে হাইতির ভয়াবহ ভূমিকম্পের ১৫ দিন পর এক ১৬ বছরের কিশোরীকে এবং ২০১১ সালে জাপানের সুনামি ও ভূমিকম্পের ৯ দিন পর সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে যাওয়া বাড়ি থেকে ৮০ বছরের এক বৃদ্ধা ও তাঁর নাতিকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে ভেনেজুয়েলার এই দুর্যোগে সাহায্য করতে আমেরিকা-সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৬০০-রও বেশি প্রশিক্ষিত উদ্ধারকর্মী, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং স্নিফার ডগ এসে দিনরাত কাজ করছে। ভূমিকম্পের সময় এবং পরবর্তীতে ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়লে জীবন বাঁচানোর জন্য কিছু জরুরি নির্দেশিকা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। কম্পন শুরু হলে ঘরের ভেতরে থাকলে কোনও ভারী টেবিল বা আসবাবের নিচে মাথা নিচু করে আশ্রয় নিতে হবে এবং ধুলোবালি থেকে ফুসফুসকে বাঁচাতে মুখ কাপড় বা মাস্ক দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। আর যদি কেউ দুর্ভাগ্যবশত ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েন, তবে অযথা ছটফট না করে নিজের শারীরিক শক্তি ও শক্তি সঞ্চয় করে রাখা উচিত। উদ্ধারকারীদের আওয়াজ শুনলে চিৎকার করে শক্তি ক্ষয় করার চেয়ে কাছাকাছি কোনও জিনিসে আঘাত করে শব্দ করা বেশি কার্যকর। সাথে মোবাইল ফোন থাকলে তার ব্যাটারি বাঁচিয়ে রাখার জন্য ফোনের পরিমিত ব্যবহার করা এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে অল্প সময়ের জন্য সাহায্যের চেষ্টা করা উচিত।

অনশন মঞ্চে সোনম ওয়াংচুকের পাশে বসে 'কচুরি-নুডুলস ভক্ষণ'!

তীব্র ট্রোলের মুখে সাফাই অভিজিৎ দিপকের

সকালের শিরোনাম
বিশেষ প্রতিবেদন
নয়াদিল্লি

নিট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলন চলছে। সেখানে বিশিষ্ট সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের আমরণ অনশন মঙ্গলবার দশম দিনে পা দিয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলনের মাঝেই হঠাৎ করে নেটপাড়ার সমস্ত আলো গিয়ে পড়েছে ককটোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকের খাবারের থালার ওপর। অনশনরত ওয়াংচুকের পাশে বসে অভিজিতের ব্রেড পকোড়া, নুডুলস এবং কচুরি খাওয়ার কয়েকটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শুরু হয়েছে তীব্র কটাক্ষ ও ট্রোলিং। সমালোচকদের প্রশ্ন, যেখানে মূল দাবি নিয়ে একজন প্রবীণ মানুষ অনশন করছেন, সেখানে আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা নিজে কীভাবে মঞ্চে বসে দেদার খাবার খাচ্ছেন? এই বিতর্কের মুখে পড়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দিপক। 'দিল্লি তক'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই ট্রোলিংকে আসল সমস্যা থেকে সাধারণ মানুষের নজর ঘোরানোর এক 'শিশুসুলভ প্রচেষ্টা' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলি সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট ছাড়াই ভুলভাবে ছড়ানো হচ্ছে। অভিজিৎ বলেন, 'ওই ভিডিওটি সোনম স্যারের অনশন শুরু করার আগের। স্যার তখন ইউরোপে একটি জলবায়ু সম্মেলনে থাকায় আন্দোলনের প্রায় ৮-১০ দিন পর আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। ভিডিওটি তাঁর আসার আগের সময়ের'। কোর কমিটির সদস্যরা কেন অনশন করছেন না, তার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি জানান যে এই সিদ্ধান্ত স্বয়ং সোনম ওয়াংচুকই নিয়েছিলেন। অভিজিতের কথায়, 'সোনম স্যার নিজেই আমাদের বলেছিলেন যে কোর কমিটির সদস্যদের অনশন করার প্রয়োজন নেই, কারণ আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য কারও তো শক্তি থাকা দরকার। সবাই অনশনে বসলে হাজার হাজার আন্দোলনকারীকে কে সামলাবে বা পুলিশের সঙ্গেই বা কে প্রতিনিয়ত সমন্বয় রাখবে?' এর পাশাপাশি অভিজিৎ জানান যে তাঁর নিজের মারাত্মক মাইগ্রেনের সমস্যা রয়েছে, যার কারণে অনশন করা তাঁর পক্ষে কঠিন। অন্যদিকে সোনম ওয়াংচুকের অতীতেও দীর্ঘ সময় অনশন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এদিকে টানা অনশনের জেরে সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁর ওজন প্রায় ৫ কেজি কমে গিয়েছে। অভিজিৎ প্রকাশ করেছেন যে ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে তিনি নিজে তাঁকে অনশন প্রত্যাহার করার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত ওয়াংচুক নিজের দাবিতে অনড় রয়েছেন।

উল্লেখ্য, মে মাসে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের এক বিতর্কিত মন্তব্যের পর এই 'ককটোচ জনতা পার্টি' নামক ব্যঙ্গাত্মক অনলাইন আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, যা পরে নিট পরীক্ষার্থীদের সমর্থনে রাজপথের গণবিক্ষোভের রূপ নেয়। আম আদমি পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিআইএম-এর মতো একাধিক বিরোধী দলের শীর্ষ নেতারা এই আন্দোলনকে সমর্থন জানালেও, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের দাবি নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

পাঞ্জাবের পুলিশ আধিকারিককে প্রত্যর্পণের দাবি জানাল মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা

সকালের শিরোনাম
বিশেষ প্রতিবেদন
নয়াদিল্লি

আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্র এবং দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ আধিকারিকদের মধ্যে এক গভীর ও চাঞ্চল্যকর আঁতাতের পর্দাফাঁস করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বা এফবিআই। একটি নজিরবিহীন আইনি পদক্ষেপে মার্কিন তদন্তকারীরা ভারতের পাঞ্জাব পুলিশের হোশিয়ারপুর জেলার টান্ডা থানার আধিকারিক গুরিন্দরজিৎ সিংকে প্রত্যর্পণের মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি প্রবাসী পরিবারের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে চার লক্ষ মার্কিন ডলার আদায় করার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে এই আধিকারিকের বিরুদ্ধে। এফবিআই-এর নেতৃত্বে পরিচালিত বৃহত্তর আন্তর্জাতিক তদন্ত প্রক্রিয়া 'অপারেশন হার্ড বল'-এর অংশ হিসেবে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে, যা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয় বংশোদ্ভূত অপরাধী গোষ্ঠীগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে তাদের বিপজ্জনক মেলবন্ধনের দিকেই আঙুল তুলছে। লস অ্যাঞ্জেলেসের আদালতে পেশ করা মার্কিন বিচার বিভাগের নথিপত্র অনুযায়ী, পাঞ্জাবের কারাবন্দি গ্যাংস্টার জজ্জু ভগবানপুরিয়ার নেতৃত্বাধীন অপরাধ চক্রটি বর্তমানে একটি বিশাল আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে, যাদের সদস্য সংখ্যা বিশ্বজুড়ে এক হাজারের বেশি। এই চক্রের কাজের ধরনটি ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও ভয়াবহ। ক্যালিফোর্নিয়ার স্টকটনে বসবাসকারী গুরলাল সিং নামক এক ব্যক্তি প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে চিহ্নিত করে হুমকি দিতেন এবং সেই তথ্য ভারতে থাকা দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ আধিকারিকদের কাছে পাচার করতেন। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই গুরিন্দরজিৎ সিং ওই মার্কিন প্রবাসীর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে ঘটে যাওয়া একটি কাল্পনিক খুনের মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেন। শেষ পর্যন্ত এই ভুয়ো আইনি প্রক্রিয়ার জাল বুনে পরিবারটির কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের মুক্তিপণ আদায় করা হয়। এই ঘটনাটি কেবল একটি বিচ্ছিন্ন দুর্নীতির চিত্র নয়, বরং এটি একটি সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়ের উদাহরণ। মার্কিন প্রসিকিউটর বিল এসাইলি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, এই অপরাধী গোষ্ঠীগুলি নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য ভারতের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আধিকারিক এবং সরকারি আমলাদের নিয়মিতভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে। 'অপারেশন হার্ড বল'-এর আওতায় আমেরিকা, কানাডা এবং ইউরোপ জুড়ে ইতিমধ্যেই চব্বিশ জনকে গ্রেপ্তার এবং সাঁইত্রিশটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে

কংগ্রেসকে তোপ কঙ্গনার

যাঁরা রাম মন্দিরের বিরোধিতায় সরবছিলেন, আজ তাঁরাই ফায়দা খুঁজছেন!

সকালের শিরোনাম
বিশেষ প্রতিবেদন
শিমলা

রাম মন্দিরের অনুদান তছরুপের অভিযোগ ঘিরে রীতিমতো সরগরম দেশের রাজনীতি। আর সেই বিতর্কের আবহেই এবার ময়দানে অবতীর্ণ হলেন মাণ্ডির বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউত। অযোধ্যার রাম মন্দিরে অনুদান-দুর্নীতির অভিযোগ তুলে যখন বিরোধীরা গেরুয়া শিবিরকে লাগাতার আক্রমণ শানাচ্ছে, ঠিক তখনই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র তোপ দাগলেন তিনি।

বুধবার এক বিবৃতিতে কঙ্গনার স্পষ্ট দাবি, যে কংগ্রেস বছরের পর বছর ধরে রাম মন্দির নির্মাণের কট্টর বিরোধিতা করে এসেছে, আজ তারাই এই পবিত্র বিষয়টিকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে এবং রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা চালাচ্ছে। হিমাচল প্রদেশ তো বটেই, গোটা দেশের মানুষই হাত শিবিরের এই 'দ্বিচারিতা' সম্পর্কে আজ সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। ঘটনার সূত্রপাত কয়েক দিন আগে। উত্তরপ্রদেশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) রাম মন্দিরের অনুদানের নগদ অর্থ তছরুপের অভিযোগে আট জনকে গ্রেফতার করে। ক্রমবর্ধমান এই বিতর্কের জেরে রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এবং সদস্য অনিল মিশ্র ইস্তফা দেন। গত সোমবার ট্রাস্টের বৈঠকে তাঁদের সেই পদত্যাগপত্র গৃহীতও হয়েছে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণ মোহনকে। এই ডামাডোলের মধ্যেই গত মঙ্গলবার হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিংহ সুখু ময়দানে নেমে মন্তব্য করেন, রাম মন্দিরের অনুদানে এই দুর্নীতি কেবল টাকার চুরি নয়, বরং কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসের চুরি। সুর চড়িয়ে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী বিক্রমাদিত্য সিংহও সংযোজন করেন, এমন কেলেঙ্কারি কংগ্রেস আমলে ঘটলে বিজেপি গোটা দেশে আগুন জ্বালিয়ে দিত। কংগ্রেস নেতাদের এই তীক্ষ্ণ আক্রমণের মোক্ষম জবাব দিতেই এদিন আসরে নামেন কঙ্গনা। কড়া ভাষায় তিনি জানান, কোটি কোটি ভারতীয়ের আস্থার অবিচ্ছেদ্য প্রতীক হলেন রাম। বহু শতাব্দীর লড়াই, আত্মত্যাগ এবং চূড়ান্ত ভক্তির ফসল অযোধ্যার এই রাম মন্দির। অথচ, কংগ্রেস বরাবরই এর বিরোধিতাই করে এসেছে। শুধু তাই নয়, হিমাচল প্রদেশের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধেও তিনি অভিযোগের তির ছুড়েছেন। কঙ্গনার দাবি, এই সরকারই রাজ্যের বিভিন্ন মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পদ এবং তহবিল নিজেদের সরকারি প্রকল্পে ব্যবহার করার এবং তার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার চেষ্টা করেছিল। আর আজ সেই নেতারাই রাম মন্দির নিয়ে নীতিবাগীশ হয়ে উঠছেন! সনাতন সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং ভারতের সভ্যতাগত ঐতিহ্য রক্ষায় বিজেপি সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে দাবি করে কঙ্গনা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, গেরুয়া শিবির কখনও মানুষের আস্থাকে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির সস্তা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে না। তাঁর কথায়, কংগ্রেসের আসল চরিত্র এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এখন দেশের মানুষের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

হিমাচল প্রদেশের মানুষ উন্নয়ন, সুশাসন এবং জনকল্যাণ চায়, ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার এই নির্লজ্জ অপচেষ্টা নয়। তাই রাম মন্দিরের মতো একটি পবিত্র বিষয় নিয়ে রাজনীতি করার বদলে কংগ্রেস সরকারের উচিত নিজেদের যাবতীয় ব্যর্থতার জবাব দেওয়া এবং মানুষের কাছে করা প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করা। আপাতত অনুদান কেলেঙ্কারিতে সিট-এর ধরপাকড় এবং ট্রাস্টের শীর্ষস্তরে রদবদলের মধ্যেই বিজেপি-কংগ্রেসের এই বাকযুদ্ধ জাতীয় রাজনীতিতে যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাম মন্দির অনুদান-দুর্নীতি বিতর্ক

নকল রসিদ ছাপিয়ে পুণ্যার্থীদের পকেটমারি! প্রকাশ্যে নয়া কেলেঙ্কারি

সকালের শিরোনাম
বিশেষ প্রতিবেদন
নয়াদিল্লি

রাম মন্দিরের অনুদান তছরুপের তদন্তে নেমে এবার কার্যত চক্ষু চড়কগাছ তদন্তকারীদের। শুধু অনুদানের বাক্স থেকে নগদ টাকা সরানোই নয়, খোদ 'শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট'-এর নাম এবং লোগো ব্যবহার করে নকল রসিদ ছাপিয়েও পুণ্যার্থীদের থেকে দেদার টাকা লুঠ করেছে অভিযুক্তরা! অযোধ্যার রাম মন্দিরের অনুদান-চুরির তদন্তে এমনই এক চাঞ্চল্যকর নয়া কেলেঙ্কারি সামনে আসতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট)-এর তদন্তে উঠে এসেছে, অনুদান গায়েব করার পাশাপাশি রীতিমতো একটি জালিয়াত চক্র চালাত অভিযুক্তরা। জেরার মুখে ভেঙে পড়ে তারা ইতিমধ্যেই স্বীকার করে নিয়েছে যে, ভক্তদের কাছ থেকে অনুদান নেওয়ার নামে তারা রীতিমতো জাল রসিদ ধরিয়ে দিত। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, তদন্তকারী আধিকারিকরা এমন বেশ কিছু পুরনো জাল রসিদ বইও উদ্ধার করেছেন, যা দেখতে হুবহু আসলের মতোই। তাতে জ্বলজ্বল করছে ট্রাস্টের লোগো! স্বাভাবিকভাবেই, ভক্তির ঘেরাটোপে থাকা সাধারণ পুণ্যার্থীদের পক্ষে সেই রসিদ যে জাল, তা সন্দেহ করার কোনও অবকাশই ছিল না। এই জালিয়াত চক্রের মাধ্যমে ঠিক কত টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে, তার সঠিক হিসেব এখনও কষে উঠতে পারেনি সিট। তবে মন্দিরের পরিচালন সমিতি যখন থেকে অনলাইনে রসিদ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করে, তখন থেকেই এই কাগুজে জালিয়াতিতে দাঁড়ি পড়ে। এরপর থেকে ভক্তরা সরাসরি মন্দিরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অথবা মন্দির চত্বরের নির্দিষ্ট অনুমোদিত কাউন্টার থেকেই অনুদান জমা দেওয়া শুরু করেন। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট আট জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আর সেই তালিকাতেই রয়েছে রামশঙ্কর যাদব ওরফে তিনু যাদবের নাম, যিনি আবার রাম মন্দির ট্রাস্টের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাইয়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। প্রসঙ্গত, এই অনুদান-বিতর্কের জেরেই গত সপ্তাহে নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন চম্পত রাই। অন্যদিকে, কেবল জাল রসিদই নয়, সিট-এর তদন্তে আরও এক চাঞ্চল্যকর চুরির পর্দাফাঁস হয়েছে। জানা গিয়েছে, মন্দিরের অনুদান গোনার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছ'জন কর্মী রীতিমতো পরিকল্পনা করে দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় ২ থেকে ৩ কোটি টাকা গায়েব করে দিয়েছে! সিসিটিভি নজরদারির ফাঁকফোকর এবং ঢিলেঢালা নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েই দিনের পর দিন এই বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতসাফাই করেছে তারা।

A Hub of Healing and Hope...
AHAD MULTISPECIALITY HOSPITAL
AHAD
MULTISPECIALITY HOSPITAL
Advanced Care. Personal Touch.

Experienced Doctors & Staff
Modern Technology & Infrastructure
24x7 Emergency & Critical Care
Affordable & Transparent Treatment

Our Services
CARDIOLOGY | ANGIOGRAPHY | ANGIOPLASTY | OPEN HEART BYPASS SURGERY | CTVS
NEURO SURGERY | NEURO MEDICINE | ORTHOPEDIC | GASTROENTEROLOGY
ENDOSCOPY | COLONOSCOPY | ERCP

EMERGENCY 24x7
75869 56333 | 75869 40444

T-53, Fagupur, Near Guruduara,
Nababhat, Purba Bardhaman
713104
ahadhospital.in

প্রভাসের এনকাউন্টারের পর এলাকায় মিষ্টি বিতরণ বিজেপি নেতাদের

সকালের শিরোনাম

সঞ্জীব মল্লিক

সোনামুখী

বারুইপুরে শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মন্ডলকে ইতিমধ্যেই এনকাউন্টার করেছে পুলিশ। এই খবর সম্প্রচার হতেই খুশির হাওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে। খুশিতে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী বিধানসভার নিত্যানন্দপুর মিনি মার্কেটে এলাকার ব্যবসায়ী থেকে পথ চলতি সাধারণ মানুষকে মিষ্টি খাওয়ালেন নিত্যানন্দপুরের বিজেপি নেতা-কর্মীরা। বিজেপির দাবি, পশ্চিমবঙ্গে সুশাসন চালু হয়েছে। রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই সরকার আগে থেকেই বলেছিল ধর্ষণ করলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তার ফলস্বরূপ রাজ্যে এই প্রথম এনকাউন্টার। পশ্চিমবঙ্গে ইউপি মডেল চালু হয়েছে। যে কারণেই ধর্ষণ করলে কমা নয়, দাড়ি নয়, সরাসরি ফুলস্টপ। পাশাপাশি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোপ বিজেপি নেতার। বিগত সরকার ধর্ষকের পক্ষে ছিল। একাধিক ঘটনা রাজ্যে হয়েছে কোন বিচার হয়নি। তবে আজকের এই এনকাউন্টারে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানসিক খুশি হবে বলে দাবি করেন তারা।

অজয়-ভাগীরথীর মোহনায় বেড়েছে গাঙ্গেয় শুশুকের আনাগোনা, সংরক্ষণে জোর বনদপ্তরের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কাটোয়া

বর্ষা এলেই যেন নতুন প্রাণ ফিরে পায় অজয় ও ভাগীরথী নদীর মোহনা। গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় অজয় ও ভাগীরথীর মোহনাসহ ভাগীরথীর বিস্তীর্ণ জলপথে দেখা মিলছে বিরল প্রজাতির গাঙ্গেয় শুশুক (গাঙ্গেয় ডলফিন)-এর। নদীর বুক চিরে মাঝেমধ্যেই জলের উপর ভেসে উঠে আবার নিমেষে জলের তলায় মিলিয়ে যাচ্ছে তারা। এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখতে প্রতিদিনই নদীর ধারে ভিড় জমাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দা, পর্যটক ও আলোকচিত্রীদের একাংশ। পরিবেশকর্মীদের দাবি, গত কয়েক বছর ধরে কাটোয়ার ভাগীরথীর কল্যাণপুর থেকে পাটুলি পর্যন্ত প্রায় ৩২ কিলোমিটার নদীপথে গাঙ্গেয় শুশুকের একটি নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। প্রতি বছরই তাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে, যা নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য ও জলের গুণগত মান উন্নতির ইতিবাচক ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এই বিরল জলজ প্রাণীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে বনদপ্তর। শুশুক সংরক্ষণে নিয়মিত নজরদারির পাশাপাশি নদীপাড়ের বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে মাইকিং করে জানানো হচ্ছে, মাছ ধরার জালে যাতে কোনওভাবেই শুশুক আটকে না পড়ে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। নদীর মাঝ বরাবর বা শুশুকের বিচরণ এলাকায় অসতর্কভাবে জাল না ফেলারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বনদপ্তরের কর্মকর্তাদের মতে, ভাগীরথী নদীকে দূষণমুক্ত রাখা, নদীর তীরে অযথা উচ্চস্বরে শব্দদূষণ কমে যাওয়া এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের ফলেই এই অঞ্চলে গাঙ্গেয় শুশুকের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নদীর স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র বজায় থাকায় শুশুকের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, শুশুকের উপস্থিতিকে ঘিরে উৎসাহ বাড়ছে কাটোয়া মহকুমা জুড়ে। অনেকেই এই বিরল প্রাণীর ছবি ও ভিডিও ক্যামেরাবন্দি করতে নদীর তীরে ভিড় করছেন। তবে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে সকলকে অনুরোধ করা হয়েছে, শুশুকের খুব কাছে যাওয়া, নৌকা দিয়ে তাড়া করা কিংবা উচ্চস্বরে শব্দ করে তাদের স্বাভাবিক বিচরণে বাধা সৃষ্টি না করতে। পরিবেশপ্রেমীদের মতে, গাঙ্গেয় শুশুক শুধু একটি বিরল প্রাণী নয়, সুস্থ নদী-পরিবেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক। তাই অজয় ও ভাগীরথীর মোহনায় এই প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রকৃতির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক বার্তা। প্রশাসন, বনদপ্তর, মৎস্যজীবী এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগেই ভবিষ্যতেও এই প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী সকলেই।

‘বোর্ড আউট, প্রশাসক ইন’!

ভেঙে দেওয়া হল আসানসোল পুরনিগমের বোর্ড, দায়িত্বে আইএএস অদিতি চৌধুরী

সকালের শিরোনাম

সন্তোষ মন্ডল

আসানসোল

দীর্ঘ টানাপোড়েনের অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত আসানসোল পুরনিগমের বর্তমান বোর্ড ভেঙে দিল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। ৭ জুলাই জারি হওয়া সরকারি নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ পৌর কর্পোরেশন আইন, ২০০৬-এর ৬০(১) ধারার অধীনে পুরনিগম বোর্ডকে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ বা আড্ডার সিইও এবং আসানসোল পুরনিগমের প্রাক্তন পুর কমিশনার অদিতি চৌধুরীকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশে জানানো হয়েছে, প্রশাসনিক শূন্যতা এড়িয়ে নাগরিক পরিষেবা সচল রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন নির্বাচিত পুরবোর্ড দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা সর্বোচ্চ ছয় মাস প্রশাসকের হাতেই থাকবে পুরনিগমের সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা। প্রসঙ্গত, গত দুমাস ধরে বোর্ড মিটিং না হওয়া, সম্পত্তি কর মকুবের সিদ্ধান্ত, প্রশাসনিক অচলাবস্থা এবং নাগরিক পরিষেবায় একাধিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে আসানসোল পুরনিগমকে শো-কজ নোটিশ পাঠিয়েছিল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। মঙ্গলবার মেয়র বিধান উপাধ্যায় ই-মেইলের মাধ্যমে ছয় পাতার জবাব পাঠালেও তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সরকার পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। এদিকে পুরবোর্ডের অন্দরে সংকটও ক্রমশ গভীর হয়েছে। ১০৬ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৬ জন কাউন্সিলর এবং ২ জন বোরো চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেছেন। পাশাপাশি কাউন্সিলরদের সাম্মানিক ভাতা এবং গাড়ির জন্য বরাদ্দ ১০ লিটার পেট্রোলও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এর ফলে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও প্রকট হয়ে উঠে। শো-কজ নোটিশের পর গত সোমবার আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের কলকাতায় গিয়ে তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক নিয়েও রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়। মঙ্গলবার মেয়র আসানসোল পুরনিগমে এসেছিলেন। রাজ্য সরকারের অভিযোগ খারিজ করে প্রশাসনিক সমস্যার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। তার দাবি ছিলো, পুর পরিসেবা ঠিক ভাবে চলছে। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের পর রাজনৈতিক মহলে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে। এখন দেখার পুর প্রশাসক অদিতি চৌধুরীর নেতৃত্বে আসানসোল পুরনিগমের নাগরিক পরিষেবা কত দ্রুত স্বাভাবিক হয় ও কবে নতুন পুরবোর্ড গঠনের পথে এগোয় প্রশাসন। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিদায়ী মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

সুন্দরবনের উন্নয়নে বরাদ্দ বাড়ছে, আশ্বস্ত করলেন প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা

সকালের শিরোনাম

রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া

পাথরপ্রতিমা

সুন্দরবনের সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নকে পাখির চোখ করে পথ চলা শুরু করল নতুন প্রশাসন। বুধবার পাথরপ্রতিমার রামগঙ্গায় সুন্দরবন উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর জানাকে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা জানায় পাথরপ্রতিমা ব্লক প্রশাসন এবং রামগঙ্গা বাজার ব্যবসায়ী সমিতি। তবে শুধু সংবর্ধনাই নয়, এলাকার একগুচ্ছ বকেয়া সমস্যার কথা জানিয়ে এদিন মন্ত্রীর হাতে স্মারকলিপিও তুলে দেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে জমা দেওয়া ওই দাবিপত্রে মূলত রামগঙ্গা মাছ ও বরফতলা জেটিঘাটের বেহাল দশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, জেটিঘাটের একটি বড় অংশ ভেঙে যাওয়ায় রামগঙ্গা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত দুর্বিষহ। এর ফলে নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী; সব পক্ষকেই চরম ক্ষোভ ও দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। দ্রুত এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান চেয়ে প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তাঁরা। ব্যবসায়ীদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শোনেন নবনিযুক্ত সুন্দরবন উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী। জবাবে তিনি বলেন, ‘আমি সদ্যই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। জেলা পরিষদ থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি পর্যন্ত সর্বত্রই তৃণমূল দলের জনপ্রতিনিধিরা রয়েছেন। সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্য বাজেটে এবার উল্লেখযোগ্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে’। তিনি আশ্বাস দেন, পর্যায়ক্রমে এলাকার রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে সমস্ত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পন্ন করা হবে। একই সঙ্গে কড়া বার্তা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, সরকারি উন্নয়নের কাজে যদি শাসকদলের কোনো ব্যক্তি বা বহিরাগত কেউ অযথা বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন, তবে তা বরদাস্ত করা হবে না। সরাসরি বিষয়টি তাঁকে জানালে তিনি কঠোর আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবেন। প্রতিমন্ত্রীর এই কড়া ও ইতিবাচক আশ্বাসের পর উপস্থিত ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ করতালি দিয়ে তাঁকে সাধুবাদ জানান। এলাকা জুড়ে এখন দ্রুত কাজ শুরুর অপেক্ষায় দিন গুনছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

জেল থেকে মুক্তি, মালা পরিয়ে সংবর্ধনা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেমারি

জেল থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর মালা পরিয়ে সংবর্ধনা, আর তারপরই নিজের দলের বিধায়কের বিরুদ্ধে ফের প্রকাশ্যে সরব বিজেপির একাংশের কর্মীরা। ‘হিসাব হবে’ হুঁশিয়ারিকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারির রাজনৈতিক পরিস্থিতি। কয়েকদিন আগে বিজেপির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে মেমারি বিধানসভা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, মেমারির চকদিঘি রোড সংলগ্ন বিজেপি বিধায়কের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনার পর পুলিশের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় চার বিজেপি কর্মী;গোবিন্দ ঘোষ, সুজন সর্দার, রানা প্রতাপ রায় এবং অসীম কোঁলেকে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, ধৃত চারজনই দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত। আদালতে হাজির করার সময় তারা নিজেদের বিজেপি কর্মী বলে দাবি করেন এবং দলেরই বিধায়কের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তোলেন। পরে আদালত তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। তবে নির্ধারিত সময়ের আগেই মঙ্গলবার তাঁরা জামিনে মুক্তি পান। জেল থেকে বেরিয়েই সুজন সর্দার ও রানা প্রতাপ রায় মেমারির বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা বিশ্বদেব ভট্টাচার্যের বাড়িতে যান। সেখানে দলের একাংশের কর্মী-সমর্থকরা তাঁদের মালা পরিয়ে সংবর্ধনা জানান। সেই ঘটনাকে ঘিরেই ফের রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, আদালতে পেশ করার দিনই সুজন সর্দার বিধায়কের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ‘কাউকে ছেড়ে কথা বলব না, আগামী দিনে হিসাব হবে’। জেল থেকে মুক্তির পর সেই মন্তব্যকে ঘিরে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই ঘটনায় মেমারিতে বিজেপির অন্দরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

জাতীয় সড়কে টোটোর দৌরাত্ম্যে লাগাম

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুর

জাতীয় সড়কে টোটোর অনিয়ন্ত্রিত চলাচল ও ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন রুখতে কড়া অভিযানে নামল দুর্গাপুর ট্রাফিক গার্ড। বুধবার সকালে দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গি এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে বিশেষ অভিযান চালিয়ে একের পর এক টোটো থামিয়ে নথিপত্র, বৈধ কাগজপত্র এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়। অভিযান চলাকালীন ট্রাফিক আইন ভঙ্গের অভিযোগে একাধিক টোটো চালকের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে বেশ কয়েকটি টোটো আটক করে পুলিশ। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে চালকদের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল নিয়ে ভবিষ্যতে কোনওরকম শিথিলতা দেখানো হবে না। নির্ধারিত নিয়ম অমান্য করে জাতীয় সড়কে টোটো চালাতে দেখা গেলে কেবল জরিমানাই নয়, প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি গাড়ি বাজেয়াপ্তও করা হতে পারে। পুলিশের দাবি, জাতীয় সড়কে বেআইনি ও অনিয়ন্ত্রিত টোটো চলাচলের কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। সেই ঝুঁকি কমাতেই এই বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে। আগামী দিনেও এমন অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে বলে জানিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ।

‘স্থানীয়দের চাকরি না দিলে ম্যানেজমেন্টের পিঠে আলকুশি ঘষে দিন’ ঃ জিতেন্দ্র তেওয়ারি

সকালের শিরোনাম

সোমনাথ মুখার্জি

দুর্গাপুর

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজের ৪ নম্বর ইউনিটের সামনে উত্তপ্ত রাজনৈতিক বার্তা দিল বিজেপি। ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)-এর ডাকে আয়োজিত বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, রানিগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি, কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি-সহ সংগঠনের জেলা ও স্থানীয় নেতৃত্ব। সভা থেকে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দাগেন বিজেপি বিধায়কেরা। সবচেয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি। তাঁর অভিযোগ, কারখানার দূষণের বোঝা বইছে এলাকার মানুষ, অথচ স্থানীয় যুবকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, স্থানীয়দের চাকরি না দিলে ‘ম্যানেজমেন্টের লোকদের পিঠে আলকুশি ঘষে দেওয়া উচিত’। তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরে সভাস্থলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

রানিগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষও কড়া সুরে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘এভাবে চলতে থাকলে এই কারখানা চলতে দেওয়া হবে না’। তাঁর অভিযোগ, শিল্পের নামে স্থানীয় মানুষের অধিকার ও স্বার্থকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, সম্প্রতি কারখানা কর্তৃপক্ষ ২৪ জন স্থানীয় কর্মীকে কাজ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি, আগের দিনের আন্দোলন কর্মসূচিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, ধর্না কর্মসূচি ভাঙতে পুলিশের অতিসক্রিয়তা গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তারা শিল্পের বিরোধী নয়; কিন্তু স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন। সভা থেকে কারখানা কর্তৃপক্ষকে দ্রুত দাবি মেনে নেওয়ার কড়া বার্তা দেওয়া হয়।

বিজেপি কিষান মোর্চার পদযাত্রা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মঙ্গলকোট

গ্রামবাংলার কৃষকদের স্বার্থে ঘোষিত রাজ্য বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ব্লকের কৈচড় এলাকায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পদযাত্রার আয়োজন করল বিজেপির কিষান মোর্চা। কৃষক কল্যাণমুখী বাজেট ঘোষণার পর এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কিষান মোর্চার রাজ্য সভাপতি রাজিব ভৌমিক, মঙ্গলকোটের বিধায়ক শিশির ঘোষ-সহ দলের একাধিক জেলা ও স্থানীয় নেতৃত্ব। কৈচড় এলাকার বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে পদযাত্রা শেষ হয় কৈচড় বাসস্ট্যান্ডে। সেখানে একটি পথসভারও আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃত্বরা বলেন, রাজ্য সরকারের এবারের বাজেটে কৃষকদের উন্নয়ন,

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁরা দাবি করেন, এই বাজেট কৃষকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কৃষি ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বক্তারা কৃষক কল্যাণমুখী এই ঐতিহাসিক বাজেটের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে, কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় ভবিষ্যতেও বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগের পাশে থাকার অঙ্গীকার। পদযাত্রা ও পথসভাকে ঘিরে কৈচড় এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। দলীয় পতাকা, স্লোগান এবং শুভেচ্ছা বার্তায় মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

সাসপেনশন প্রত্যাহার বিজেপির জামালপুর ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতির

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

জামালপুর

বিজেপির রাজ্য শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তে সাময়িক বরখাস্তের নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পালের। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই জামালপুরের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। সাসপেনশনের সময় থেকেই প্রধান চন্দ্র পাল দাবি করে আসছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চক্রান্ত করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, সত্য একদিন প্রকাশ্যে আসবেই। অবশেষে রাজ্য শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়ায় তিনি পুনরায় দলের সাংগঠনিক কাজে স্বাভাবিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সিদ্ধান্তের পর প্রতিক্রিয়ায় প্রধান চন্দ্র পাল দলের নেতৃত্ব, জামালপুরের বিধায়ক অরুণ হালদার এবং এলাকার সাধারণ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘আমার বিশ্বাস ছিল আমি আবার দলে ফিরে আসব। এই কঠিন সময়ে দলের কর্মী-সমর্থকেরা যেভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন, তার জন্য আমি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতেও দলের আদর্শ মেনে সংগঠনের কাজ করে যাব’। জামালপুরের বিধায়ক অরুণ হালদারও প্রধান চন্দ্র পালের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, একই সঙ্গে বিজেপির অন্দরে আরেকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে উঠেছে। বিজেপির শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান প্রতাপ ব্যানার্জির স্বাক্ষরিত একটি নির্দেশে কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সৌমেন হাজরাকে সাময়িকভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ভীতি প্রদর্শন, হুমকি, তোলাবাজি এবং দলবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে জামালপুরের বিধায়ক অরুণ হালদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বিজেপির শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান তাঁকে জানিয়েছেন যে সৌমেন হাজরাকে সাময়িকভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এখন রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, প্রধান চন্দ্র পালের মতো ভবিষ্যতে সৌমেন হাজরার সাসপেনশনও প্রত্যাহার হবে কি না। সেই দিকেই নজর রয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলের।

> **বিজেপির রাজ্য শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তে সাময়িক বরখাস্তের নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পালের। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই জামালপুরের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। সাসপেনশনের সময় থেকেই প্রধান চন্দ্র পাল দাবি করে আসছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চক্রান্ত করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, সত্য একদিন প্রকাশ্যে আসবেই।**

ORIGINAL...SINCE-1981
UDAYAN
samBhav®
A Jewel of Gems
BHAROSA
DURGAPUR KA
Asli Ratna
CERTIFIED
Asli Jyotish
EXPERIENCED
SILVER HUB
Rudraksha
GEM TESTING LAB
DURGAPUR
Station Bazar & City Centre # 9434114642
Not in ~~Benachity~~

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ঘর দখলের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ফলতা

জমি ও ঘর দখল, লাগাতার নির্যাতন এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার এক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবক। ফলতার হাসিমনগর এলাকার বাসিন্দা, পেশায় মুরগি ও পাখি ব্যবসায়ী দেবাশীষ মাইতির অভিযোগের তির স্থানীয় তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গীর খান, তাঁর সহযোগী সাইদুল শেখ, জাহিরুদ্দিন হালদার এবং বঙ্গনগর,২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধান ইসরাফিল চাকদারের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে চলা এই অত্যাচারের প্রতিকার চেয়ে অবশেষে ন্যায়বিচারের আশায় সরব হয়েছে পরিবারটি। ভুক্তভোগী দেবাশীষ মাইতির দাবি, ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকেই তাঁদের পরিবারের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। তাঁর বাবা সুদর্শন কুমার মাইতির ওপর রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত একাধিকবার নৃশংস হামলা চালানো হয়, যার জেরে তিনি চিরতরে শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন। অভিযোগ, এরপরই জাহাঙ্গীর খানের অনুগামীরা জোরপূর্বক তাঁদের বসতবাড়ির একটি ঘর ও সিঁড়িঘর দখল করে জাহির উদ্দিন হালদার নামে এক ব্যক্তিকে বসিয়ে দেয়। পরবর্তীতে জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া দলিল ও রেকর্ড তৈরি করে ঘরটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। দেবাশীষের ক্ষোভ, গত ১৪ বছর ধরে স্থানীয় থানায় একাধিকবার লিখিত অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। বর্তমানে মূল অভিযুক্ত জাহাঙ্গীর খান ও ইসরাফিল চাকদার অন্য মামলায় সংশোধনাগারে থাকলেও, বাইরে থাকা সহযোগী সাইদুল শেখ ও জাহিরুদ্দিন হালদার এখনও তাঁদের লাগাতার হুমকি দিয়ে চলেছে বলে অভিযোগ। অভিযোগকারী দেবাশীষ মাইতি বলেন, 'আমরা গত ১৪ বছর ধরে আতঙ্কের মধ্যে বাস করছি। নিজের ঘরেই আজ আমরা পরবাসী'। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন দেবাশীষ। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তিনি তাঁদের ওপর হওয়া দীর্ঘদিনের অমানবিক নির্যাতনের খতিয়ান তুলে ধরেন ৷৷

দেবাশীষের অভিযোগ শোনার পর মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে যথাযথ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই আশ্বাসের পর নতুন করে বাঁচার আলো দেখছে পরিবারটি। দখল হওয়া ঘর ফিরে পেয়ে, তা সংস্কার করে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন; আপাতত এই আশায় দিন গুনছেন ফলতার মাইতি পরিবার।

ঝাড়গ্রামের উন্নয়নে অশীতিপর চিকিৎসকের ভাবনা ঃ সম্ভাবনা ও বাস্তবের রূপরেখা

সকালের শিরোনাম
কলমে ড ঃ কে পি প্রধান
ঝাড়গ্রাম

আমি একজন ইউরোলজিক্যাল সার্জন। আমার জন্ম ১৯৪৫ সালে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার সাঁকরাইল ব্লকের মানগোবিন্দপুর গ্রামে। আমার জ্ঞান হওয়া থেকে বর্তমান পর্যন্ত আমি ঝাড়গ্রাম জেলার দারিদ্র্য থেকে এখনকার উন্নতি দেখার সাক্ষী। আজ পর্যন্ত উন্নতির শুধুমাত্র দুটি জিনিস আমার চোখে পড়েছে। সেগুলো হলো; রাস্তাঘাটের উন্নতি ও সবার জন্য একবেলার খাদ্যের ব্যবস্থা। কিন্তু বেশিরভাগ লোকের বিশেষ কোনও আর্থিক উন্নতি হয়নি, তাঁরা এখনও সেই বিপিএল-এর দলেই রয়ে গেছেন। ঝাড়গ্রামের ৫০ শতাংশ মানুষ আদিবাসী। এই জনবিন্যাস ও আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার জনগণের সার্বিক উন্নতি করতে আমার কিছু প্রস্তাব প্রকাশ করলাম। ঝাড়গ্রামের ভূমি কংসাবতী ও সুবর্ণরেখা; এই দুটি নদী দ্বারা তিনটি ভূখণ্ডে বিভক্ত। কংসাবতীর উত্তরে বেশিরভাগ মাটি ল্যাটেরাইট এবং জঙ্গল। মাঝখানের জায়গা চাষযোগ্য জমি আর সুবর্ণরেখার দক্ষিণে জঙ্গল। তবে এখানকার বেশিরভাগ জমিই কৃষি উপযোগী। ঝাড়গ্রামের মূল সম্পদ হচ্ছে মানব, ভূমি, অরণ্য, পশু ও পাখি এবং দুটো নদীর বালি, নুড়ি, জল ও লাল ল্যাটেরাইট মোরাম মাটি। এই সম্পদগুলিকে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়, তবে ঝাড়গ্রাম জেলার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে। মানবসম্পদ ও স্বাস্থ্য এর মান বাড়াতে হলে প্রথমেই দরকার পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পরিশ্রুত জল সরবরাহ, বিশুদ্ধ পরিবেশ এবং শিক্ষা। স্বাস্থ্যের জন্য বুনিয়াদি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি ছাড়া মহকুমা, জেলা, মেডিক্যাল কলেজ ও তিনটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আধুনিক ও উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মমুখী শিক্ষা এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সবাই স্বাবলম্বী হতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষত কৃষি, পশুপালন, পোল্ট্রি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনের জন্য দক্ষ কারিগর প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে। এর জন্য কৃষি মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। বিধানবাবুর প্রতিষ্ঠিত কৃষি মহাবিদ্যালয়টি পুনর্জীবিত করতে হবে। তাহলে চাষির ছেলেমেয়েরা চাকরীমুখী না হয়ে চাষমুখী হবে এবং তাদের পরিযায়ী শ্রমিক হতে হবে না। কৃষি ও জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৃষিতে সবসময় সেচের জল ধরে রাখার জন্য নদী ও খালগুলির সংস্কার করে ৩-৪ কিলোমিটার অন্তর চেক বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখতে হবে। সেখান থেকে চাষিরা চাষের জল তুলতে পারবে এবং বারোমাস মাছ ধরে খেতে পারবে। ধেড়ুয়ার কাছে কংসাবতীতে অ্যানিকাট বাঁধের মতো বাঁধ দিয়ে যদি একটি খাল কেটে ডুলুং নদীর সাথে জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে ডুলুং নদীর নাব্যতা বাড়বে। এর সাথে সাথে জল বিভাজন করে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানেও অনেক সাহায্য করা যাবে। অরণ্য সংরক্ষণ ঝাড়গ্রামের বেদখল অরণ্যভূমি উদ্ধার করে অরণ্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে, যাতে হাতিরা খাবারের সন্ধানে বাইরে বেরিয়ে না আসে। হিমঘর ও কিষাণ মান্ডি প্রতি ব্লকে মাল্টিপারপাস হিমঘর গড়তে হবে, যাতে চাষি তাঁর আনাজ বেশি দামে বিক্রির জন্য সুরক্ষিত রাখতে পারেন। পাশাপাশি চাষিদের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করতে প্রতি ব্লকে কিষাণ মান্ডির মাধ্যমে পাইকারি বাজার খুলতে হবে। শিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের কারখানা প্রতি ব্লকে স্থাপন করে দেশে বিপণনের ব্যবস্থা করতে হবে। কাজু ও মহুয়ার চাষ বাড়িয়ে বাদাম এবং মহুয়া ফুল ও কাজুর ফল থেকে মদ তৈরির ডিস্টিলারি স্থাপন করলে সরকারের কোষাগারে অর্থ আসবে। মাংস প্রক্রিয়াকরণ খাসির মাংস প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য কারখানা গড়লে বিদেশেও মাংস রপ্তানি করা যাবে। পর্যটন শিল্প ঝাড়গ্রামের পর্যটন শিল্প বিকাশের একটি বিরাট ভবিষ্যৎ আছে। বর্তমানে জঙ্গলমহলের পুরুলিয়ায় পর্যটন শিল্পের প্রভূত বিকাশ হয়েছে। শুধু ঝাড়গ্রাম শহর ও বেলপাহাড়ী ছাড়া পর্যটনের তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই। নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর ও সাঁকরাইল ব্লকের মধ্যে শুধু আমি নিজের অর্থ ব্যয় ও উদ্যোগে মানগোবিন্দপুর গ্রামে সরকার অনুমোদিত হোমস্টে এবং চার তারকার সুবিধা সমৃদ্ধ ইকো ভিলেজ রিসোর্ট স্থাপন করেছি। প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা বালি ও মোরাম চুরি ঠেকানোর জন্য খাদানে ঢোকার মুখে কম্পিউটারাইজড ওজন যন্ত্র বসাতে হবে। ঢোকা ও বেরোনোর সময়, গাড়ির ওজন এবং গাড়ির নম্বর রেকর্ড থাকবে। এতে চুরি ঠেকানো যাবে। এটি বিএলআরও অফিসের সাথে লিঙ্ক করা থাকবে, যাতে তিনি নিজের অফিস থেকেই নজরদারি চালাতে পারেন। এই পদক্ষেপগুলি যদি ঠিকমতো প্রয়োগ করা যায়, তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঝাড়গ্রাম জেলাকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জেলায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে।

নয়াগ্রামে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পের সূচনা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াগ্রাম, ঝাড়গ্রাম

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গ্রামীণ কর্মসংস্থানের নতুন উদ্যোগ হিসেবে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পের কাজের সূচনা হল ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের সাত নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে। নিমাইনগর সংসদ এলাকায় কালুয়াষাঁড় মন্দির সংলগ্ন একটি নালা সংস্কারের মাধ্যমে প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির নয়াগ্রাম-১ মণ্ডল সভাপতি পরমেশ্বর মণ্ডল। তিনি বলেন, আগে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (এমজিএনআরইজিএ)-এর অধীনে ১০০ দিনের কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। নতুন সরকার গঠনের পর 'ভিবিজি রামজি' নামে নতুন কর্মসূচির মাধ্যমে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু হয়েছে। পরমেশ্বর মণ্ডলের দাবি, সাত নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেই এই প্রকল্পের শুভ সূচনা করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে নিমাইনগর সংসদের কালুয়াষাঁড় মন্দির থেকে খাল সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রায় ১,২০০ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। তিনি আরও জানান, আগামী দিনে নয়াগ্রাম ব্লকের প্রতিটি সংসদ এলাকায় পর্যায়ক্রমে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে। যাঁদের বৈধ জব কার্ড রয়েছে, তাঁরা ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পে কাজের সুযোগ পাবেন। সাত নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেই এই কর্মসূচির সূচনা হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযানে দু'দিনের কর্মশালা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গলসি

পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান,২০২৬' উপলক্ষে দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। খণ্ডঘোষ মণ্ডল-২-এর উদ্যোগে কুলগড়িয়াতে এই কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয় বুধবার। দলের সাংগঠনিক ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করা, আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক চর্চার প্রসার এবং কর্মীদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করাই ছিল এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল উদ্দেশ্য। কর্মশালায় দলীয় কর্মীদের বিভিন্ন সাংগঠনিক ও আদর্শগত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তাপস বোস , খণ্ডঘোষ মণ্ডল-২-এর সভাপতি বিমান ঘোষ-সহ অন্যান্য পদাধিকারী ও দলীয় কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শ, দলের সাংগঠনিক কাঠামো, জনসংযোগ বৃদ্ধির কৌশল এবং আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দু'দিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে কর্মীদের উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, নিচু স্তরে সংগঠনকে আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে আয়োজন করা হবে।

কাঠের পুতুলে জিআই স্বীকৃতি, ইউনেস্কো থেকে প্রতিনিধিদল এলেন গ্রামে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্বস্থলী

পূর্ব বর্ধমানের নতুনগ্রাম, কাঠ পুতুলের জন্য জগৎ বিখ্যাত। জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার পর, ইউনেস্কো থেকে প্রতিনিধিদল এলেন এই গ্রামে। কথা বললেন শিল্পীদের সাথে, কাজের মান নিয়ে বিশ্ববাজারে আরো উন্নত কিভাবে করা যায়, বিপণনের ক্ষেত্রে কি কিভাবে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই বিষয়ে এর আগেও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, আগামী দিনেও তাদেরকে প্রশিক্ষিত করা হবে। এতে এলাকার শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্মকে নিয়ে বিশ্ববাজারে আরও সমৃদ্ধ হবে। এতদিন ধরে এই শিল্পীরা শুধুমাত্র প্যাঁচা কে নিয়ে তাদের শিল্পকর্মের ভাবনা-চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, কারণ পেঁচা বাস্তু তন্ত্র অনুসারে লক্ষ্মীর বাহন ঘরে রাখলে বাড়ির আর্থিক সংকট দূর হয় এই চিন্তা ভাবনাকে সুদূরপ্রসারী করে, শুরু হয়েছিল নতুন গ্রামের কাঠ পুতুলের শিল্পকর্ম। আজ ইউনেস্কো থেকে প্রতিনিধি দল এসে তাদের চিন্তা ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিল্পকলার উপর কি ধরনের কাঠ রং শিল্প নিপুনতা আরো বৃদ্ধি করতে হবে সে বিষয়ে জানান, এ ছাড়া বিপণনের ক্ষেত্রে কতটুকু আধুনিকরণ হতে হবে সেই বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেন। এতে ভীষণ খুশি গ্রামীণ শিল্পীরা। এলাকার বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায় জানান, 'এই ডবল ইঞ্জিন সরকার এসে গ্রামীন অর্থ ব্যবস্থা কে আমূল পরিবর্তন করতে চান। বিশ্ব দরবারে নতুনগ্রাম তার জিআই ট্যাগ নিয়ে আলাদা পরিচিতি ব্যাপ্তি করবে এবং বিদেশের মাটিতে তাদের বাণিজ্যের একটা দিগন্ত খুলে যাবে। আগের সরকারের আমলে উন্নয়ন সেভাবে কিছুই হয়নি, নতুন সরকার আসার পর থেকেই গ্রামীণ শিল্পকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন, এছাড়া বিশ্ব দরবারে কি করে গ্রামীণ শিল্পীদের পরিচিতি লাভ করানো যায়, তাই নিয়ে সবসময় চিন্তাভাবনা চলছে। এতে গ্রামীণ অর্থনীতি অনেক চাঙ্গা হবে'।

চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু রোগীর, অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্ব বর্ধমান ,কাটোয়া

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ কে ঘিরে চাঞ্চল্য। বিনা চিকিৎসায় এক রোগীর মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। মৃতের নাম তুষার দেবনাথ। পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসকদের অবহেলা ও হাসপাতাল কর্মীদের উদাসীনতার কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। মৃতের ছেলে সুজিত দেবনাথ জানিয়েছেন, তাঁর বাবার আগে থেকেই হৃদরোগের সমস্যা থাকলেও তিনি মোটামুটি সুস্থ ছিলেন। মঙ্গলবার দুপুর প্রায় ২টা নাগাদ পায়ে তীব্র যন্ত্রণা ও শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিবারের দাবি, ভর্তির পর রোগীর হাতে চ্যানেল করা হলেও দীর্ঘ সময় কোনও চিকিৎসক এসে দেখেননি। তারা বারবার ডাক্তারকে ডাকার জন্য অনুরোধ করলে তাদের বলা হয় ডাক্তার নেই, বিকেল বা রাতে আসবেন। এর মধ্যে তার বাবার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল, শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছিল। কিন্তু কোনও জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। এছাড়াও হাসপাতালে বেড না থাকায় তুষার দেবনাথকে মেঝেতেই শুইয়ে রাখা হয়। সময়মতো স্যালাইন বা জরুরি চিকিৎসা না পেয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে তাঁর মৃত্যু হয়। সুজিত দেবনাথের দাবি, বাবার চিকিৎসার অবস্থা ও বেডের অভাবের দৃশ্য তিনি মোবাইলে ভিডিও করছিলেন। সেই সময় হাসপাতালের এক কর্মী শুভঙ্কর দাস এবং এক নিরাপত্তারক্ষী তাঁর ওপর চড়াও হন। অভিযোগ, জোর করে মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে ভিডিওগুলি মুছে ফেলা হয়।

শুধু তাই নয়, ভিডিও করার অভিযোগে থানায় দেওয়ার হুমকি এবং হেনস্থারও অভিযোগ তুলেছেন সুজিত দেবনাথ। ঘটনার পর হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মৃতের পরিবারের দাবি, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তবে, এই অভিযোগের বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

মারধরের পর গলায় দড়ি! যুবকের রহস্যমৃত্যু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রানিগঞ্জ

স্ত্রীর দাবি, চোখের সামনেই পাথর দিয়ে হামলা, পরে বাড়িতে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, মৃতদেহ রেখে পথ অবরোধ, তদন্তে পুলিশ। প্রথমে বেধড়ক মারধর। কয়েক ঘণ্টা পর বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হল গলায় দড়ি দেওয়া ঝুলন্ত দেহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল রানিগঞ্জ থানার রতিবাটি এলাকা। মৃতের স্ত্রীর অভিযোগ, আত্মহত্যা নয়, তাঁর স্বামীকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত হিসেবে প্রতিবেশী এক দম্পতির নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। ঘটনার প্রতিবাদে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ রাস্তায় রেখে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃত সন্তোষ বাদ্যকরের(৪২) স্ত্রী অনিতা বাদ্যকরের অভিযোগ, সোমবার সন্ধ্যায় প্রতিবেশী নরেশ পাসি ও পিঙ্কি পাসি একটি বড় পাথর দিয়ে তাঁর স্বামীর উপর হামলা চালায়।

স্বামীকে বাঁচাতে গেলে তাকেও মারধর করা হয়। তাঁদের মেয়েকেও তাড়া করা হলে সে প্রাণভয়ে একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। অনিতা দেবীর দাবি, ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামী। ফিরে এসে বুকে ব্যথার কথা জানান। রাত হয়ে যাওয়ায় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পরে তিনি মেয়েকে নিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে সাহায্য চাইতে যান। বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন, অভিযুক্ত দম্পতি তাঁদের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘরে ঢুকতেই গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় স্বামীর নিথর দেহ দেখতে পান। মৃতের স্ত্রীর কথায়, 'ওরা আমার স্বামীকে খুন করেছে। আমি নিজের চোখে মারধর করতে দেখেছি। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের কঠোরতম শাস্তি চাই'। তাঁর আরও অভিযোগ, 'আমরা গরিব মানুষ। লোকের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালাই। আমাদের ভালোভাবে বেঁচে থাকাটাই ওদের সহ্য হত না'। মঙ্গলবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ নিয়ে রতিবাটি এলাকায় পথ অবরোধ করেন পরিবারের সদস্যরা। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয়রাও। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি(সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস বলেন, 'এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর স্ত্রীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে যা তথ্য উঠে আসবে, সেই অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে'।

ভাগ্নে খুন, অভিযোগ মামার বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘির বাড়ালা এলাকায় মামার বিরুদ্ধে সাড়ে তিন বছরের ভাগ্নেকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহত শিশুর নাম আব্দুর রায়হান। অভিযুক্তের নাম ইসরাইল শেখ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। সাগরদিঘি থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার আলিমুন খাতুন তাঁর সাড়ে তিন বছরের ছেলে আব্দুর রায়হানকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার বাড়ি, বাড়ালা গ্রামে আসেন। বিকেলে দিকে পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতেই অভিযুক্ত ইসরাইল শেখ, যিনি সম্পর্কে শিশুটির মামা, হঠাৎই শিশুটির ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, ইসরাইল শেখ প্রথমে শিশুটিকে কোলে তুলে মাটিতে আছাড় মারেন।

তৃণমূল নেতার মদতে চলছে অবৈধ মদের ঠেক, ভাঙল বিজেপি কর্মীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন কানাই নাটশাল দীঘিরপাড় এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলা একটি অবৈধ মদের ঠেক এবং অসামাজিক কার্যকলাপের আস্তানা অবশেষে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো। বিজেপি নেতৃত্বরা জানান, প্রশাসনের কড়া নির্দেশে এবং বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়িকা তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের বিশেষ তৎপরতায় বুধবার এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। এই ঘটনায় দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভে ফুঁসতে থাকা এলাকার মহিলাদের মধ্যে খুশির হাওয়া। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগের তির ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা অনন্ত পাল এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতা প্রদীপ দাসের বিরুদ্ধে। এলাকাবাসীর দাবি, ব্যবসার নাম করে দীর্ঘদিন ধরে ওই ঘরটিতে অবৈধভাবে মদের আসর বসানো হতো। মাঝরাতে বহিরাগত যুবকদের নিয়ে এসে চলত মদের আসর এবং অশ্রাব্য গালিগালাজ। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো, ঠিক এই ঘরের সামনেই রয়েছে একটি দুর্গা মন্দির। পবিত্র ধর্মীয় স্থানের পবিত্রতা নষ্ট করে দিনের পর দিন এই অপকর্ম চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এলাকার মহিলারা এর আগে বহুবার প্রতিবাদ করলেও কোনো লাভ হয়নি, উল্টে জুটেছে হুমকি এবং কটূক্তি। এলাকার মহিলারা জানান, এখানে মদের ঠেক বসার পর থেকে তারা শান্তিতে যাতায়াত করতে পারতেন না। মহিলাদের লক্ষ্য করে কটূক্তি করা হতো, প্রতিবাদ করলে হুমকি দেওয়া হতো। দীর্ঘদিন ধরে তারা আতঙ্কে দিন কাটিয়েছেন। ঘর খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ সবার। ঘর খুলতেই ঘরের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় একের পর এক মদের বোতল, খাট ও বিছানা, তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা এবং দলীয় কাঠামো। অবশেষে রাজ্যে রদবদলের পর, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়িকা তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন এলাকার মহিলারা। তাঁরই কড়া নির্দেশে এলাকায় পাঠানো হয় প্রতিনিধি দল। ঘটনাস্থলে বিজেপি নেতৃত্বও উপস্থিত হন এবং অবৈধ ঘরটি ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়। এমনকি ঘরের বিদ্যুৎ সংযোগটিও নেওয়া হয়েছিল বেআইনিভাবে। পাশের ইলেকট্রিক পোল থেকে হুকিং করে সরাসরি তার টানা হয়েছিল ওই ঘরে। সেই বেআইনি বিদ্যুতের তারও কেটে দেওয়া হয়।

অবশেষে এই অবৈধ আস্তানা ভেঙে ফেলায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন কানাই নাটশাল দীঘিরপাড় এলাকার মানুষ। দীর্ঘদিন পর এলাকা অসামাজিক মুক্ত হওয়ায় মহিলারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিধায়িকা ও মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র এবং জেলা প্রশাসনকে। তাঁদের দাবি, এই ধরনের বেআইনি দখলদারি এবং মদের ঠেক যেন শহরের অন্য কোথাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, তার জন্য প্রশাসন যেন সদা সতর্ক থাকে।

জলে হেলে পড়ল যাত্রীবাহী বাস, রক্ষা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম জেলার ফতেপুর তসরবাঁকি ঘাটে বুধবার একটি যাত্রীবাহী বাস নদী পারাপারের সময় জলে হেলে পড়ে। ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

তবে প্রাথমিকভাবে কোনও প্রাণহানির খবর মেলেনি। স্থানীয় বাসিন্দা ও উপস্থিত মানুষজন দ্রুত উদ্ধারকাজে শুরু করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ভাসাপোল বা নদীর উপর থাকা নিম্নজলস্তরের কংক্রিট রাস্তা (কজওয়ে) দিয়ে বাসটি পার হওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একদিকে কাত হয়ে যায়। প্রবল স্রোত ও পিচ্ছিল অবস্থার কারণে বাসটি আংশিকভাবে জলের মধ্যে হেলে পড়ে। সেই সময় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

বাসটিকে উদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বর্ষাকালে ফতেপুর তসরবাঁকি ঘাটে যাতায়াতের নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, জলস্তর বাড়লে এই ঘাট দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এ দিনের ঘটনার পর ফের নিরাপদ সেতু নির্মাণ ও স্থায়ী সমাধানের দাবি জোরালো হয়েছে।

SUKANYA CLASSES

Develop a passion for LEARNING. If you do, you will never cease to GROW

Class 1-12
CBSE/ICSE
ALL SUBJECTS

8637583173

Keshob Kunj Apartment
Fuljhore, Durgapur - 06

Jalkhabar Goli
Benachity, Durgapur - 13

Punjabi More
Raniganj - 58

দুই বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রঘুনাথগঞ্জ

রঘুনাথগঞ্জ থানার খেজুরতলা এলাকা থেকে গরু পাচারের অভিযোগে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। পরে জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে গরু পাচারের অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম তমাস শেখ ও রুবেল শেখ। দু'জনেরই বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্তবর্তী এলাকায় গরু পাচার চক্র সক্রিয় রয়েছে। পুলিশের অনুমান, ধৃতরা সেই চক্রের সঙ্গেই যুক্ত এবং সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে গরু পাচারের উদ্দেশ্যে এপারে এসেছিল। মঙ্গলবার রাতে খেজুরতলা এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় পুলিশ তাদের আটক করে। পরে তাদের পরিচয় যাচাই করে জানা যায়, তারা বাংলাদেশের বাসিন্দা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃতদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, কিংবা তাদের সহযোগীরা কোথায় রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বুধবার ধৃত দুই বাংলাদেশিকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ তাদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে পাচার চক্রের সঙ্গে যোগসূত্র, সীমান্তে প্রবেশের পথ এবং এই চক্রের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করবে বলে জানা গেছে। ঘটনার পর সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আন্তঃসীমান্ত পাচার রুখতে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। তদন্তের স্বার্থে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সকেট বোমা উদ্ধার

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লালগোলা থানার শবদলপুর গ্রামে নালার পাশ থেকে সকেট বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। রাতেই লালগোলা থানার পুলিশ বহরমপুরে সিআইডি বোম ডিস্পোজাল টিমকে খবর দেয়। বুধবার সকালে ডিস্পোজাল টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লালগোলা

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লালগোলা থানার শবদলপুর গ্রামে নালার পাশ থেকে সকেট বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। রাতেই লালগোলা থানার পুলিশ বহরমপুরে সিআইডি বোম ডিস্পোজাল টিমকে খবর দেয়। বুধবার সকালে ডিস্পোজাল টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে। লালগোলা থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, নালার পাশে মোট আটটি সকেট বোমা রাখা ছিল। কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে ওখানে বোমাগুলি মজুত রেখেছিল সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ আটক বা গ্রেপ্তার হয়নি। জানা গিয়েছে, স্থানীয় এক চাষি ওই নালায় পাট পচানোর কাজ করছিল। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় নালার পাশে বোমাগুলি পড়ে থাকতে দেখেন। এরপরেই তিনি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে জানান। পঞ্চায়েত সদস্য লালগোলা থানায় জানান। খবর পেয়ে লালগোলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। কোনোপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ওই স্থানটিকে রাতভর পুলিশি নজরদারিতে রাখা হয়। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

'সংগ্রামী ভাতা'র আশায় দিন গুনছে এক অসহায় পরিবার

সকালের শিরোনাম
রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র
এগরা

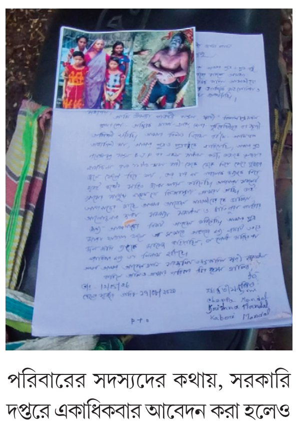

ভোট-পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ হারানোর বহু বছর পরেও সরকারি সহায়তার আশায় দিন গুনছে এক অসহায় পরিবার। অভিযোগ, বিজেপি করার কারণেই প্রাণ দিতে হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-২ নম্বর ব্লকের উত্তর কাঁথি বিধানসভার বাথুয়াড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্তিচক গ্রামের বাসিন্দা বছর পঁয়তাল্লিশের গণেশচন্দ্র মণ্ডলকে। পরিবারের দাবি, ঘটনার পর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও আজও তারা ন্যায়বিচার ও প্রাপ্য সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোট-পরবর্তী অশান্তির সময় তৎকালীন তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হামলায় গুরুতর আহত হন গণেশচন্দ্র মণ্ডল। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে এগরা থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হলেও, পরিবারের অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত সেই মামলায় তারা কাঙ্ক্ষিত সুবিচার পায়নি। গণেশচন্দ্র মণ্ডলই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য। তাঁর মৃত্যুর পর চার কন্যাকে নিয়ে চরম আর্থিক সংকটে পড়ে পরিবার। বর্তমানে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী এই পরিবার অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। আজও একটি জরাজীর্ণ চালাঘরেই বসবাস করতে হচ্ছে তাঁদের। পরিবারের দাবি, বহুবার স্থানীয় বাথুয়াড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এগরা-২ নম্বর ব্লক প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েও এখনও পর্যন্ত আবাস যোজনার ঘর বা একটি শৌচাগার পর্যন্ত পাননি। পরিবারের সদস্যদের কথায়, সরকারি দপ্তরে একাধিকবার আবেদন করা হলেও বাস্তবে কোনো সাহায্য মেলেনি। ফলে প্রতিদিন অনিশ্চয়তার মধ্যেই জীবনযাপন করতে হচ্ছে তাঁদের। এখন তাঁদের একটাই প্রশ্ন;কবে মিলবে মাথা গোঁজার স্থায়ী ঠিকানা এবং ন্যূনতম সরকারি সহায়তা? এদিকে পরিবারের দাবি, বর্তমান বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন যে, বিজেপি করার কারণে ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহতদের পরিবারকে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা করে 'সংগ্রামী ভাতা' দেওয়া হবে। গণেশচন্দ্র মণ্ডলের পরিবারও সেই সহায়তার আশায় রয়েছেন। তবে এখনও পর্যন্ত কোনো আর্থিক অনুদান বা সরকারি সহায়তা তাঁদের হাতে পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ। ন্যায়বিচার, আবাসন এবং সরকারি সহায়তার দাবিতে আজও অপেক্ষার প্রহর গুনছে গণেশচন্দ্র মণ্ডলের গোটা পরিবার। তাঁদের প্রশ্ন, কবে শেষ হবে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা? কবে মিলবে প্রশাসনের দৃষ্টি ও প্রাপ্য সরকারি সুবিধা? সেই উত্তরই খুঁজছে অসহায় পরিবারটি।

বহুতলে আগুন, আতঙ্ক এলাকায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বেলুড়

বেলুড়ের ভোটবাগান এলাকায় জনবহুল স্থানে বহুতলে আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়াল এলাকায়। তবে, ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। বুধবার সকালে বেলুড়ের ভোটবাগান এলাকার কাশী মন্ডল লেনের ওই বহুতলে আচমকাই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। চারপাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়ায় ভয়ে রাস্তায় নেমে আসেন সাধারণ মানুষ। পুলিশ ও দমকল সূত্রে জানা গেছে, ৯নং কাশী মন্ডল লেনের ওই তিনতলা বাড়িটির মালিক শেখ কলিমুদ্দিন। এদিন সকালে বাড়িটির দোতলার একটি ঘরে প্রথম আগুন লাগে। ওই ঘরে আসবাবপত্রের পাশাপাশি বেশ কিছু প্লাস্টিকের জিনিসপত্র মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত ছুটে আসে বেলুড় থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। এলাকাটি ঘিঞ্জি হওয়ায় প্রথম দিকে কিছুটা বেগ পেতে হলেও দমকলের ২টি ইঞ্জিনের প্রায় ২ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনে।প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। তবে এই দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। পুলিশ ও দমকল বাহিনী দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখছে।

তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয় থেকে উদ্ধার সরকারি সামগ্রী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাঁকসা

কাঁকসার গোপালপুরে অবস্থিত তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের দলীয় কার্যালয় থেকে উদ্ধার হলো প্রায় আড়াইশো বিশ্ববাংলা লোগোযুক্ত ত্রিপল, এছাড়াও ব্লিচিং পাউডার, বস্তা-বস্তা সরকারি মাছের খাবার। ঘটনা কাঁকসার গোপালপুরের। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের দলীয় কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণে সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ। অভিযোগ, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সদস্য শিবদাস মণ্ডলের দখলে থাকা একটি দলীয় কার্যালয় থেকে উদ্ধার হয়েছে বিশ্ববাংলা লোগোযুক্ত প্রায় ২০০র বেশি সরকারি ত্রিপল। বুধবার দুপুরে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ওই কার্যালয় খুলতেই ভিতরে স্তূপ করে রাখা ত্রিপলগুলি দেখতে পান। ছিল সরকারি মাছের বস্তা-বস্তা খাবার, এছাড়াও ছিলো সরকারি ব্লিচিং পাউডারের বস্তা। কীভাবে সেখানে ওই সমস্ত সামগ্রী এল এবং সেগুলি সরকারি ত্রাণসামগ্রী কি না, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিজেপির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই শিবদাস মণ্ডল এলাকায় প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত। বিরোধীদের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে জলা জমি দখল করে দলীয় কার্যালয় নির্মাণের অভিযোগও রয়েছে। অভিযোগ এর সাথে মদত রয়েছে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীনন্দা রায় মহান্তি ও উপপ্রধান গণেশ মন্ডলের। পাশাপাশি কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হওয়া নিয়েও বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন উঠেছে। কর্মী-সমর্থকদের দাবি, ওই কার্যালয়ের দরজা খুলতেই চোখে পড়ে বিপুল পরিমাণ বিশ্ববাংলা লোগোযুক্ত সরকারি ত্রিপল। তাদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি ত্রাণসামগ্রী দলীয় কার্যালয়ে মজুত করে রাখা হয়েছিল। শুধু ত্রিপলই নয়, আরও কিছু সরকারি সামগ্রী থাকার অভিযোগও তুলেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। ঘটনার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে যায় এবং ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এলাকার বিজেপির সদস্য সংগ্রাম মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, 'এই শিবদাস মণ্ডল শুধু ত্রিপল নয়, সরকারি অনেক সম্পত্তিই লুট করেছে। সেই সব একে একে কার্যালয় থেকে বেরিয়ে আসছে। তারা পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। এই ধরনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। পাশাপাশি তাকে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে'।

১২ ঘন্টার মধ্যে মুক্ত অনুব্রত মণ্ডলের তৃণমূল কার্যালয়

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
বোলপুর

হঠাৎ করেই মঙ্গলবার দুপুরে বীরভূমের বোলপুরে জেলার প্রধান তৃণমূল কার্যালয় চত্বরে চড়াও হয় বিজেপির যুব মোর্চা নেতা-কর্মীরা। 'জয় শ্রীরাম' শ্লোগান দিতে দিতে বিক্ষোভ দেখানো হয় পার্টি অফিস চত্বরে। তালা নিয়ে আসা হয়। এক এক করে দরজায় নতুন তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বিজেপি তরফ থেকে। পুরো ঘটনা চলে বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অরুণ দাসের নেতৃত্বে। বড় কোন গন্ডগোল না পাকায়, তার জন্য ছুটে যায় বোলপুর থানার পুলিশ।৷

খবর ছড়িয়ে পড়তেই রীতিমতো তোলপাড় হয় গোটা বীরভূম জেলা। সূত্রে জানা যায়, এই খবর বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের কানে পৌঁছে যাওয়া মাত্র তিনি টেলিফোনে কথা বলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বীরভূমের পুলিশ সুপারের সাথে। এরপরই রাতের মধ্যে যারা তালা দিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন চাবি দিয়ে যায়।

খুলে তালা। আরো জানা যায়, ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বিষয়টি বোলপুর থানায় জানানো হয়েছে।

তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বিশেষ করে অনুব্রত মণ্ডল কোন প্রতিক্রিয়া দেননি।

মাঝসমুদ্র থেকে নিখোঁজ 'ওয়েভ রাইডার বয়া', উপকূলে তল্লাশিতে হায়েদরাবাদের বিজ্ঞানীরা

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
নামখানা

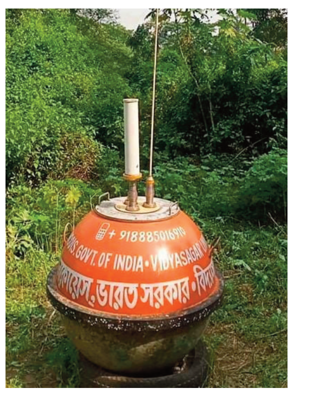

সমুদ্রের বুকে ধেয়ে আসা ঝড়-বৃষ্টি ও জলোচ্ছ্বাসের আগাম পূর্বাভাস দেওয়ার অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি 'ওয়েভ রাইডার বয়া' নিখোঁজ বঙ্গোপসাগর থেকে। দীঘা উপকূল থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার গভীরে বসানো এই অত্যাধুনিক যন্ত্রটি গত এক সপ্তাহ ধরে সম্পূর্ণ সিগন্যালহীন। মৎস্যজীবীদের সুরক্ষার স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বয়াটি উদ্ধারে এবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বকখালি, গঙ্গাসাগর ও কাকদ্বীপ উপকূলে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছেন হায়েদরাবাদের বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ দল। গবেষণা সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, সামুদ্রিক আবহাওয়া ও ঢেউয়ের গতিপ্রকৃতির নিখুঁত তথ্য পেতে ২০২৩ সালে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশেন ইনফরমেশন সার্ভিসেস', বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মৎস্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই বয়াটি সমুদ্রে স্থাপন করা হয়েছিল। জলের নিচে ভারী কংক্রিটের বোল্ডারের সাথে লোহার তারের শক্তিশালী দড়ি দিয়ে এটি বাঁধা ছিল। কিন্তু গত ২৯শে জুন সমুদ্রে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের জেরে কোনোভাবে সেই লোহার দড়ি ছিঁড়ে যায়। এরপর থেকেই যন্ত্রটি মূল নিয়ন্ত্রণকক্ষের সাথে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সমুদ্রে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেন, বয়াটি সেখানে নেই। বয়াটিতে থাকা অত্যন্ত মূল্যবান সেন্সর ও যন্ত্রাংশ মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় রিয়াল-টাইম ডেটা সরবরাহ করত। তাই এটি ফিরে পেতে মরিয়া বিজ্ঞানীরা গত রবিবার থেকে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে বকখালি, গঙ্গাসাগর ও কাকদ্বীপের উপকূলবর্তী এলাকায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে খোঁজ চালাচ্ছেন। তবে সমুদ্রের বর্তমান চরম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে তল্লাশি অভিযান ব্যাহত হচ্ছে এবং বেশি দূর এগোনো সম্ভব হচ্ছে না। আইএনসিওআইএস-এর বিজ্ঞানী ভরত কুমার জানিয়েছেন, 'বয়াটি থেকে বর্তমানে কোনো সিগন্যাল মিলছে না। কৃত্রিম উপগ্রহ বা জিপিএস ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে অবস্থান জানার চেষ্টা করলেও কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না'। এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে সুন্দরবনের মৎস্যজীবী ও উপকূলের বাসিন্দাদের কাছে বিশেষ আবেদন জানানো হয়েছে। সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বা উপকূলবর্তী এলাকায় কোনো মৎস্যজীবী যদি এই ভাসমান গোলাকার বয়াটি দেখতে পান, তবে সেটিকে উদ্ধার করে অবিলম্বে স্থানীয় প্রশাসন বা গবেষণাকেন্দ্রে জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

৬ মাসেও মিলছে না জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র, হয়রানির শিকার সাধারণ মানুষ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রানীগঞ্জ

BOMBAY
Readymade Store
NEW MARKET, NORTH BAZAR
ANDAL

জন্ম ও মৃত্যুর প্রমাণপত্রের জন্য মাসের পর মাস ঘুরেও মিলছে না কাগজ। ফলে স্কুলে ভর্তি থেকে সরকারি-বেসরকারি কাজ;সব ক্ষেত্রে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন রানীগঞ্জের বাসিন্দারা। এই অভিযোগে বুধবার তারবাংলা জলট্যাংকি এলাকার জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন দপ্তরে সরজমিনে হাজির হলেন স্থানীয় বিজেপি যুব নেতৃত্ব। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় ৬ মাস ধরে কর্পোরেশনের জন্ম-মৃত্যু শাখায় চক্কর কাটতে হচ্ছে। কিন্তু বারবার ফিরতে হচ্ছে খালি হাতে। এর জেরে ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি, আধার-ভোটার সংশোধন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজ আটকে যাচ্ছে। দপ্তরে গিয়ে জানা যাচ্ছে 'পোর্টাল কাজ করছে না'। ফলে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে না। অনেককে আবার বারবার ডেকে বিভিন্ন কাগজ জমা দিতে বলা হচ্ছে। বুধবার বিজেপি যুব নেতারা দপ্তরে গিয়ে দেখেন নির্ধারিত সময়েও আধিকারিক অনুপস্থিত। অন্যান্য কর্মীরাও কেউ সাড়ে ১০টায়,

কেউ ১১টায়, কেউ আবার সাড়ে ১১টায় আসছেন। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। জানা গেছে, গত ৬ মাসেরও বেশি সময় ধরে ওয়েবসাইট সক্রিয় না থাকায় কাজ থমকে রয়েছে। স্থানীয় বিজেপি যুব নেতৃত্ব দপ্তরের কর্মীদের সঠিক সময়ে অফিসে আসার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে যাতে হয়রান না করা হয় ও দ্রুত যাতে তথ্য যাচাই করে শংসাপত্র দেওয়া হয় সেই দাবি জানান। দপ্তরের তরফে জানানো হয়, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। এখন প্রশ্ন, আগামীদিনে এই দপ্তরের কাজ কবে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরে। ততদিন পর্যন্ত কি তাহলে হয়রানির শিকার হতেই থাকবেন সাধারণ মানুষ।

নদী বাঁধের পাড় সংস্কারের আগে মাপজোকের কাজ শুরু সেচ দপ্তরের

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

সাঁকরাইল ব্লকের ঝোড়হাট হাটগাছায় গঙ্গার নদীবাঁধের পাড় সংস্কারের আগে মাপজোকের কাজ শুরু করলো সেচ দপ্তর। ভরা বর্ষার মরসুমে গঙ্গার নদীবাঁধের পাড় ভাঙার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলেন হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের ঝোড়হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটগাছার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে নদীবাঁধের বেহাল অবস্থা খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী। অভিযোগ, মহিষধারা খাল যেখানে গঙ্গানদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেই সংলগ্ন এলাকায় নদীবাঁধের ভিতরের অংশে ব্যাপক ক্ষয় দেখা দিয়েছে। ফলে বাঁধের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। বর্ষাকাল এবং আসন্ন বড় কোটালের সময় গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি পেলে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলেও আশঙ্কা রয়েছে। এই নিয়ে এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ না নিলে বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হতে পারে। এতে কয়েক হাজার মানুষের জীবন ও সম্পত্তি ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানান তাঁরা। বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী মঙ্গলবার স্থানীয়দের অভিযোগ লিখিত আকারে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি আশ্বাস দেন, অভিযোগ হাতে পেলেই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনা হবে এবং প্রয়োজনে বিধানসভায় উত্থাপন করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হবে।

এদিকে, বুধবার এই বিষয়ে বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী বলেন, মঙ্গলবার ওই এলাকা পরিদর্শনের পর বুধবারই সেখানে সেচ দপ্তরের তরফ থেকে সম্পূর্ণ মাপজোক করা হয়েছে।

এবং খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করার আশ্বাস তাঁরা দিয়েছেন।

বাম আমলে বিঘার পর বিঘা জমি দখল, ফেরতের আশায় দিন গুনছে ঘোষ পরিবার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মিনাখাঁ

মিনাখাঁয় জমি দখল বিতর্কে নতুন মাত্রা। বহু বছর ধরে জমি হারানোর অভিযোগ ঘিরে ফের চর্চায় ঘোষ পরিবার। সম্প্রতি পরিবারের কয়েকজন সদস্য দাবি করেছেন, তাদের জমি সাম্প্রতিককালে জোরপূর্বক দখল করা হয়েছে। তবে একই পরিবারের সদস্য অমীয় কুমার ঘোষ এবং এলাকার বাসিন্দা মানিক প্রামানিকের বক্তব্যে উঠে এসেছে ভিন্ন ছবি। তাদের দাবি, জমি-সংক্রান্ত সমস্যার সূত্রপাত বর্তমান সময়ে নয়, বরং বামফ্রন্ট আমলেই। অমীয় কুমার ঘোষ জানান, তাদের পূর্বপুরুষেরা ওড়িশা থেকে বসিরহাটের মিনাখাঁ ব্লকের আটপুকুর এলাকায় এসে বসবাস শুরু করেন। দীর্ঘদিন ধরে পরিবারটির নামে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি ছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ধাপে-ধাপে সেই জমির বড় অংশ তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় বলে অভিযোগ। তার বক্তব্য, কোথাও জমিকে খাস জমি ঘোষণা করা হয়, কোথাও আবার জোর করে বর্গাদার বসিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে বিঘার পর বিঘা জমির ওপর থেকে ঘোষ পরিবারের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। অমীয় কুমার ঘোষের দাবি, জমি ফিরে পাওয়ার আশায় তাদের পরিবার বছরের পর বছর প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর, জনপ্রতিনিধি, এমনকি আদালতের দ্বারেও কড়া নেড়েছেন তারা। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় পেরিয়েও অধিকাংশ জমি আজও দখলমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তার কথায়, 'আমাদের জমির সমস্যা আজকের নয়। বহু বছর আগে, বাম আমল থেকেই এই সমস্যা শুরু হয়েছে। সেই সময় থেকেই আমাদের বহু জমি হাতছাড়া হয়েছে। এখনও সেই জমি পুরোপুরি ফিরে পাইনি'। একই সুর শোনা যায় আটপুকুর এলাকার বাসিন্দা মানিক প্রামানিকের বক্তব্যেও। তার দাবি, এলাকায় জমি দখল ও বর্গাদার বসানোর ঘটনা নতুন নয়। বহু মানুষ জানেন, বামফ্রন্ট সরকারের সময়েই এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। তার কথায়, 'ঘোষ পরিবারের জমি আজকের দিনে দখল হয়েছে এমন কথা ঠিক নয়। এই জমি বহু বছর ধরেই অন্যের দখলে রয়েছে। গ্রামের মানুষ জানেন, বিষয়টির সূত্রপাত বাম আমলেই'। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বর্তমানে যে অভিযোগকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। তাদের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের জমি-সংক্রান্ত জটিলতাকে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে তুলে ধরা হলেও, সমস্যার শিকড় ১৯৭৭ সালে থেকে আটকে রয়েছে। এলাকার প্রবীণদেরও দাবি, মিনাখাঁর বিভিন্ন অংশে বামফ্রন্ট শাসনকালে জমি খাস ঘোষণা, বর্গাদার নথিভুক্তকরণ এবং জমির মালিকানা নিয়ে একাধিক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই সময় বহু জমির মালিক প্রশাসনিক ও আইনি লড়াই করেও কাঙ্ক্ষিত ফল পাননি বলে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মিনাখাঁ বিধানসভার বিধায়িকা ঊষারাণী মন্ডলের স্বামী তথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের পরিষদীয় দলনেতা মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল বলেন, 'ঘোষ পরিবারের কিছু সদস্য বর্তমানে এই জমিকে ঘিরে বিতর্কের সৃষ্টি করছেন। কিন্তু এই জমি দখলের বিষয়ে আমি এবং এলাকার বিধায়িকা কোনভাবেই জড়িত নয়। শুধুমাত্র কালিমালিপ্ত করার জন্য এই ধরনের ঘটনার ঘটানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার রাজ্য জুড়ে আইনের শাসন চালাচ্ছে। মানুষ নিশ্চয়ই সঠিক বিচার পাবে'। ঘোষ পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য অনুযায়ী, তাদের জমি পুনরুদ্ধারের লড়াই এখনও শেষ হয়নি। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে চলা এই বিরোধে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এবং আইনি সব স্তরেই তারা চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আজও সম্পূর্ণ সমাধান না হওয়ায় পরিবারের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা রয়ে গিয়েছে। সরকার পাল্টেছে, তাই ঘোষ পরিবারে সদস্যরা নতুন করে প্রহর গুনছেন তাদের জবরদখল করা জমি ফিরে পাওয়ার।

অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ অভিযান

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

হাওড়ায় ফের বুলডোজার চালিয়ে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ অভিযান করা হলো। বুধবার দুপুরে হাওড়া জেলা হাসপাতালের মূল গেটের বাইরে রাস্তার ধারের গুমটি, অস্থায়ী দোকানঘর বুলডোজার চালিয়ে উচ্ছেদ করা হয়। ওই উচ্ছেদ নিয়ে এদিন সাময়িক উত্তেজনা ছড়ালেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। এদিন দুপুরে হাওড়া জেলা হাসপাতালের সামনে বিপ্লবী হরেন ঘোষ সরণীর দু'পাশ বরাবর প্রায় ৩০টির মতো 'বেআইনি' দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হলে ঘটনাস্থলে মোতায়ন করা হয় বিরাট পুলিশবাহিনী এবং কমব্যাট ফোর্স। উচ্ছেদের সময় ব্যস্ত ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে, দিন কয়েক আগেই উঠে যাওয়ার জন্য দোকান মালিকদের নোটিশ দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও তাঁরা না ওঠায় এদিন উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।

যেখানে উচ্ছেদ চালানো হয় সেখানে হাওড়া জেলা হাসপাতালের মুল গেট। এছাড়াও সামনে জেলাশাসকের অফিস, হাওড়া আদালত, কোর্ট লক আপ, পুলিশ অফিস এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবন রয়েছে। ফলে বাইরের মানুষের ভিড় এবং যাতায়াত লেগেই থাকে। এর ফলে বিপাকে পড়েন সাধারণ লোকেরা। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও হকার উচ্ছেদ অভিযান চলতে থাকায় ক্ষুব্ধ ফুটপাতের ব্যবসায়ীরা। উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীরা বলেন, সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানতে পেরেছিলাম পুজো পর্যন্ত হকার উচ্ছেদ করা হবে না। আমরাও এমন প্রতিশ্রুতি পেয়ে কিছুদিনের জন্য হাতে সময় পেয়েছিলাম। আমাদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হলেও আমরা পুজোর পর অন্যত্র সরে যাওয়ার ভাবনাচিন্তা করেছিলাম। কিন্তু তার আগেই আমাদের দোকান আজকে ভেঙে দেওয়া হলো। আমরা গরীব মানুষ কোথায় যাব ? এক দোকানদার মুন্না সাউ বলেন, পুজো পর্যন্ত কোনও উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে না সেই আশ্বাসে আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করেই এই উচ্ছেদ চালানো হচ্ছে। তিনি জানান, ২৯ তারিখের নোটিশ তাঁরা হাতে পেয়েছেন ৪ তারিখে। যার ফলে তাঁরা প্রস্তুতি নেওয়ার বা ব্যবস্থা করার কোনও সুযোগ পাননি।

চায়ের দোকানটি ছিল ওনাদের একমাত্র উপার্জনের উৎস। যা দিয়ে উনার বৃদ্ধ বাবার দেখাশোনা এবং সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চলত। এই আকস্মিক উচ্ছেদের কারণে তাঁরা চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন। আরেক দোকানদার বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন পুজো অবধি উচ্ছেদ করা হবে না। আমরা তাই নিশ্চিন্তে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু আজকে হঠাৎ করেই আমাদের দোকান ভেঙে দেওয়া হলো। খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়ে গেলাম।

জঙ্গলমহলের শালপাতায় মোড়া 'মাছ পিঠে'

স্বাদ রসায়ণের সহজ পাঠ

সকালের শিরোনাম
সুনীপম মহাকুল
ঝাড়গ্রাম

শহুরে সভ্যতার রন্ধনশালায় কিংবা গাঙ্গেয় সমভূমির হেঁশেলে 'পিঠে' শব্দটি উচ্চারিত হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ক্ষীর, নারকেল, পেস্তা বা চিনির রসে চোবানো এক সুমিষ্ট উপাদেয় পদের ছবি। কিন্তু এই চেনা ছকের বাইরে, জঙ্গলমহলের রুক্ষ অথচ বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতির গভীরে লুকিয়ে রয়েছে রন্ধনশিল্পের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আদিম আখ্যান। ঝাড়গ্রাম জেলায় এই রকম শালপাতায় মোড়া 'মাছ পিঠে' বাজারে বা হোটেলে খুব কমই পাওয়া যায়। প্রতিবেশী রাজ্যের সিমলিপালের গহীন অরণ্যের মধ্যে আদিবাসীদের হাটে যখন এটা মেলে তখন তা কেবল একটি খাবার থাকে না, হয়ে ওঠে প্রকৃতি ও মানুষের বেঁচে থাকার এক জীবন্ত দলিল। আধুনিক রন্ধনবিজ্ঞানের জটিলতার যুগে এই মাছ পিঠে তার সরলতা এবং প্রকৃতির ওপর প্রত্যক্ষ নির্ভরতার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরের খাদ্য-নৃতাত্ত্বিকদের কাছেও এক বিস্ময়। এটি কোনো মিষ্টান্ন নয়, বরং অত্যন্ত সীমিত ও স্থানীয় প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি এক বিশুদ্ধ নোনতা স্বাদের পদ। এই পিঠের নির্মাণশৈলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,

এর উপকরণগুলি আসে সরাসরি অরণ্য ও নদী থেকে। প্রথম ধাপে ঢেঁকিতে গুঁড়ো করা নতুন আতপ চাল দিয়ে মূল আস্তরণটি তৈরি করা হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় স্থানীয় নদী, খাল, বিল বা পুকুর থেকে সংগৃহীত পুঁটি, মৌরলা বা খলসের মতো ছোট দেশি কুচো মাছ। স্বাদ ও রঙের জন্য যোগ করা হয় নামমাত্র নুন এবং হলুদ। আর এই পুরো মিশ্রণটিকে মুড়িয়ে আগুনে পোড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয় জঙ্গল থেকে সদ্য পেড়ে আনা তাজা শালপাতা। রান্নার প্রস্তুতি পর্বটিও আদিবাসী সমাজের দৈনন্দিন সহজ জীবনচর্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রথমে গ্রামীণ পদ্ধতিতে সামান্য নুন-লেবুর জল ব্যবহার করে ছুরি বা কয়েন ঘষে মাছের আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। এরপর নুন-হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করা মাছগুলিকে জল সমেতই চালের গুঁড়োর মধ্যে ঢেলে হাত দিয়ে মেখে তৈরি করা হয় একটি নরম ও আঠালো মণ্ড। শহুরে মাছের পদের মতো এতে কাঁটা বাছার কোনো ঝক্কি নেই, কারণ সেদ্ধ হওয়ার পর ছোট মাছের কাঁটাগুলি অত্যন্ত নরম হয়ে চালের মণ্ডের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। জঙ্গলমহলে পিঠে তৈরির দুটি প্রধান পদ্ধতি; জলে বাষ্পীভূত করা বা 'সিঝা' এবং আগুনে সেঁকে নেওয়া বা 'পোড়া'-এর মধ্যে মাছ পিঠার ক্ষেত্রে এই 'পোড়া' পদ্ধতিটিই সর্বাধিক প্রামাণ্য ও জনপ্রিয়। দু-তিনটি ধোয়া শালপাতা দিয়ে একটি ভিত্তি তৈরি করে তার ওপর চাল ও মাছের মিশ্রণটিকে চ্যাপ্টা করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর ওপর থেকে আরও কয়েকটি শালপাতা দিয়ে মিশ্রণটিকে এমনভাবে মোড়কবন্দি করা হয় যাতে ভেতরের কোনো অংশ বাইরে বেরিয়ে না আসে। তারপর উনুনের গনগনে কাঠকয়লার আঁচে বা ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা কাঠের আগুনে অত্যন্ত ধৈর্য ধরে পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিনিট ধরে এটিকে সেঁকা হয়। সুষমভাবে রান্নার জন্য মাঝেমধ্যে মোড়কটিকে অত্যন্ত সাবধানে উল্টে দেওয়া হয়। শালপাতা পুড়ে গিয়ে যখন একটি সোঁদা, মাটির এবং ধোঁয়াটে গন্ধ বাতাসে ছড়াতে শুরু করে, তখনই বোঝা যায় পিঠে প্রস্তুত। শালপাতার নিজস্ব রাসায়নিক নির্যাস আগুনের তাপে পিঠের ভেতরে প্রবেশ করে যে অভাবনীয় স্বাদ ও গন্ধের সৃষ্টি করে, তা আধুনিক বিশ্বের দামি রেস্তোরাঁয় আগুনে ঝলসানো বহু বিখ্যাত পদকেও অনায়াসে হার মানাতে সক্ষম।

অবিভক্ত বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মাছের পিঠের সঙ্গে জঙ্গলমহলের এই রন্ধনশৈলীর এক স্পষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, যা মূলত স্থানীয় ভূগোল ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের নদীমাতৃক বরিশাল অঞ্চলে নারকেলের প্রাচুর্য থাকায় সেখানকার বিখ্যাত 'চিংড়ি মাছের পিঠে' তৈরি হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে। সেখানে কুচো চিংড়ির সঙ্গে প্রচুর কচি নারকেল কোরা, কাঁচালঙ্কা, রসুন এবং সর্ষের তেল শিলে বেটে কলাপাতায় মুড়িয়ে তাওয়ায় সেঁকা হয়।

বরিশালের সেই পদে চালের গুঁড়োর ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে; সেটি মূলত মাছ ও নারকেলের একটি জমাটবদ্ধ রূপ। অন্যদিকে, জঙ্গলমহলের পিঠেতে চালের গুঁড়োই প্রধান, যেখানে মাছ কাজ করে একটি অনন্য স্বাদবর্ধক হিসেবে এবং কলাপাতার বদলে ব্যবহৃত হয় অরণ্যের শালপাতা। জঙ্গলমহলের এই মাছ পিঠে প্রমাণ করে যে, অনবদ্য স্বাদ সৃষ্টির জন্য বহুমূল্য মশলা বা জটিল রান্নার পদ্ধতির কোনো প্রয়োজন নেই। অরণ্যের শালপাতা, নদীর কুচো মাছ এবং মাটির চুল্লির আগুন; এই তিন আদিম উপাদানের মেলবন্ধনে তৈরি এই পদ আধুনিক ভোজনশিল্পের কাছে অকৃত্রিমতা ও সারল্যের এক গভীর শিক্ষণীয় অধ্যায়।

জেলাস্তরের সমন্বয় কমিটির বৈঠক 'দিশা'র

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

হাওড়া

বুধবার 'দিশা' (ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট কমিটি)-এর হাওড়া জেলাস্তরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো জেলাশাসকের কার্য্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি, রাজ্যের পরিষদীয় বিষয়ক এবং পুর ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই, বিধায়ক সঞ্জয় সিং, অনুপম ঘোষ, তাপস মাইতি, নন্দিতা চৌধুরী, জেলাশাসক ড. পি দীপাপপ্রিয়া, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি গোপা ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

DISHA
District Level
DEVELOPMENT COORDINATION AND COMMITTEE MEETING
Howrah

মূলত জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কাজের অগ্রগতি নিয়ে এদিন পর্যালোচনা করা হয়। এই বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

তারাপীঠে সুকান্ত

সকালের শিরোনাম

মনা বীরবংশী

তারাপীঠ

মহাপীঠ হিসেবে পরিচিত বীরভূমের তারাপীঠ মন্দিরে মা তারা কে পূজা দিয়ে বারুইপুর কাণ্ডে এনকাউন্টার নিয়ে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার গভীর রাতে তারাপীঠ পৌঁছন রাজ্য বিজেপির নেতা সুকান্ত মজুমদার। তাঁকে স্বাগত জানান জেলা বিজেপির সভাপতি উদয় শংকর ব্যানার্জি ও রামপুরহাট বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা। বুধবার জেলার বিধায়ক ও নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে তারাপীঠ মন্দিরে যান সুকান্ত মজুমদার। মা তারা কে পূজা দেন তিনি। এরপর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বারুইপুর কান্ড নিয়ে তিনি বলেন, সংবাদমাধ্যমে শুনলাম বারুইপুর কান্ডের অন্যতম অভিযুক্ত পুলিশের গুলিতে এনকাউন্টার হয়েছে। ঘটনাটা ঠিক কি ঘটেছে আমি জানিনা। তবে যেটুকু শুনেছি খবরে, পুলিশের বন্দুক নিয়ে পালাচ্ছিল।

পুলিশকে লক্ষ্য করে ফাইরিং করেছে। পাল্টা পুলিশের গুলিতে মারা গেছে ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডে অভিযুক্ত প্রভাস মন্ডল।

সংখ্যালঘু মোর্চার হেলমেট বিলি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বার্নপুর

আসানসোলের বার্নপুরের চিত্রা এলাকায় ভারতীয় জনতা সংখ্যালঘু বা মাইনোরিটি মোর্চার পক্ষ থেকে বুধবার একটি হেলমেট বিতরণ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আসানসোল উত্তর বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ছাড়াও আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ অফিসাররা হেলমেট বিতরণ করেন। এই প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক বলেন, শুধু আইন থেকে বাঁচতেই হেলমেট পরা জরুরি নয়, নিজের সুরক্ষার জন্যও হেলমেট পরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, প্রত্যেক দুচাকার চালকের মনে রাখা উচিত যে, তিনি যখন বাইরে যান, তখন বাড়িতে কেউ তাঁর জন্য অপেক্ষা করে।

তাই, নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার জন্য তাঁর হেলমেট পরা উচিত। এদিনের কর্মসূচির প্রশংসা করে বলেন, বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার আয়োজিত এই হেলমেট বিতরণ কর্মসূচিটি একটি খুব ভালো উদ্যোগ। এটি শুধু মানুষকে ট্র্যাফিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করতেই সাহায্য করবে না, মানুষকে তাদের নিজেদের সুরক্ষা সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে।

যাতায়াতের জন্য খুলে দেওয়া হল রাস্তা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেদিনীপুর

মেদিনীপুর শহরের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি এলাকায় রাস্তার উপর তিনটি ক্যালভার্ট তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। ফলে মেদিনীপুর শহরে যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়েছিলেন মানুষজন। মেদিনীপুরের নবনির্বাচিত বিধায়ক ডক্টর শংকর কুমার গুছাইত ওই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থা কে এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের দ্রুত কাজ শেষ করে বন্ধ থাকা রাস্তাটি মানুষের যাতায়াতের জন্য চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিধায়কের নির্দেশে দ্রুতগতিতে কাজ সম্পন্ন হয়। অবশেষে বুধবার মেদিনীপুর শহরে বন্ধ থাকা রাস্তা জনগণের যাতায়াতের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

খুশি মেদিনীপুর শহরের বাসিন্দারা। তারা বিধায়ক ডক্টর শংকর কুমার গুছাইত কে ধন্যবাদ জানান। বিধায়ক বলেন, মানুষ যাতে ভালোভাবে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারে তার জন্য প্রশাসনের আধিকারিকরা ওই রাস্তাটি বন্ধ রেখে রাস্তার বিভিন্ন কাজ ও ক্যালভ্যাট তৈরি করছিল। সেই কাজ শেষ হয়েছে। তাই রাস্তাটি জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ওই রাস্তা দিয়ে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ছোট-বড় গাড়ি নিয়ম মেনে যাতায়াত করতে পারবে।

অটো টোটো পরিষেবা বন্ধ করে প্রতিবাদ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বারাসাত

জাতীয় সড়কে ও রাজ্য সড়কে টোটো বন্ধ করার নির্দেশ দেয় প্রশাসন। আগাম কোনও সতর্কতা ছাড়াই টোটো ধরপাকড় ও অটো ধরপাকড় করার অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদে বারাসাতে পরিষেবা বন্ধ রেখে বিক্ষোভে নামেন টোটো ও অটো চালকরা। পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন অসংখ্য যাত্রী। বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই জাতীয় সড়কে টোটো চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং পুলিশের ধরপাকড়ের প্রতিবাদে বারাসাতে টোটো পরিষেবা বন্ধ রেখে বিক্ষোভে সামিল হন তারা। বারাসাত-টাকি রোডের শতদল ময়দানে একত্রিত হয়ে তাঁরা প্রশাসনের কাছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আবেদন জানান। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, জাতীয় সড়কে টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পর থেকে রাস্তায় নামতেই একের পর এক টোটো আটক করা হচ্ছে। এতে বহু চালকের রুজি-রোজগার কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাঁদের দাবি, যদি জাতীয় বা রাজ্য সড়কে টোটো চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে প্রশাসনের উচিত বিকল্প ও নিয়মমাফিক চলাচলের পথ নির্ধারণ করে দেওয়া। টোটো চালকদের বক্তব্য, অধিকাংশই ঋণ নিয়ে গাড়ি কিনেছেন এবং সেই টোটো চালিয়েই পরিবারের ভরণপোষণ করেন। হঠাৎ করে এমন সিদ্ধান্তে তাঁরা চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন। অটোচালকদের অভিযোগ, প্রশাসনের কাছে বারবার কাগজপত্র ঠিক করার অনুরোধ জানানো হলেও কোন রকম সাহায্য মেলেনি। এরই মধ্যে পুলিশের ধরপাকড় শুরু করে। এক্ষেত্রেও মানবিক আচরণ করার আবেদন জানান তাঁরা। তাদের দাবি, প্রশাসন যদি সঠিক কাগজপত্র তৈরি করতে সাহায্য করে তাহলে তারা তা করবেন। এদিনের অটো টোটো পরিষেবা বন্ধ থাকার ফলে জেলা সদর শহরে যাত্রীদেরও ভোগান্তির শিকার হতে হয়। বিক্ষোভকারীরা জানান, তাঁদের দাবি প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দিতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধানে প্রশাসন ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে বলেই আশাবাদী তারা। এবিষয়ে নিত্য যাত্রীরা বলছেন, হঠাৎ করে এমন ভাবে পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ায় অফিস, স্কুল সহ চিকিৎসার প্রয়োজনে যাওয়া যাত্রীদের চরম দুর্ভোগকে পড়তে হয়েছে। এমনকি, বিকল্প হিসেবে পায়ে চলা ভ্যানে যাত্রী পরিষেবা দিতে গেলেও ভ্যানের হাওয়া খুলে দেওয়া হয়, এটি ঠিক নয়। প্রশাসনের বিষয়টি অবিলম্বে দেখার ও আবেদন জানিয়েছেন যাত্রীরা। এখন দেখার পরবর্তীতে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে এখন সেদিকেই তাকিয়ে জেলা সদর শহরের বাসিন্দারা।

সিপিএম-এর ডেপুটেশন ঘিরে উত্তেজনা কোতুলপুরে

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কতুলপুর, বাঁকুড়া

বিডিও অফিসে সিপিএম-এর ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার কোতুলপুরে। ডেপুটেশন দিতে যাওয়ার আগে সিপিএম এর দলীয় কার্যালয়েই সিপিএম নেতা ও কর্মীদের ঘেরাও করে রাখলেন বিজেপি কর্মীরা। পরে খবর পেয়ে কোতুলপুর থানার পুলিশ ও স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব সিপিএম-এর দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে সিপিএম নেতা ও কর্মীদের উদ্ধার করে। সকলকে অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা প্রদান সহ বিভিন্ন ইস্যুতে আজ(বুধবার) বাঁকুড়ার কোতুলপুরে বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়ার কথা ছিল সিপিএম-এর। সেই ডেপুটেশন দিতে যাওয়ার আগে কোতুলপুরের সিপিএম কার্যালয়ে দলের নেতা ও কর্মীরা জমায়েত করে প্রয়াত জ্যোতি বসুর জন্মদিন পালন করছিলেন। সেই সময় আচমকাই বেশ কিছু বিজেপি কর্মী সিপিএম-এর দলীয় কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে বেশ কিছুক্ষণ পরে সিপিএম-এর দলীয় কার্যালয়ে হাজির হন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও কোতুলপুর থানার পুলিশ। তাঁরাই বিজেপির বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে সিপিএম নেতা কর্মীদের ঘেরাও মুক্ত করেন। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, মাত্র কয়েকমাস আগেই নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। তার মাঝেই মানুষকে ভুল বুঝিয়ে সিপিএম পথে নামার চেষ্টা করাতেই তাঁদের জনরোষের মুখে পড়তে হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি সিপিএম নেতৃত্ব।

১২ জুলাই আসানসোল ক্লাবে বসছে শ্রাবণ মেলা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আসানসোল

অখিল ভারতীয় মারওয়ারি মহিলা সম্মেলন, আসানসোল শাখার উদ্যোগে বুধবার আসানসোলের ওয়েস্ট আপকার গার্ডেনস্থিত মারওয়ারি মিত্র সেবা সমিতির কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানে আগামী ১২ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে চলা শ্রাবণ মেলা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভানেত্রী রেখা গাড়িওয়ান-সহ মধু ডুমরেওয়াল, নিধি পাসারি, সোনাল গাড়িওয়ান, কান্তা খেমকা, লক্ষ্মী আগরওয়াল, নিধি ভুয়ারকা, রজনী লোসালকা এবং সন্ধ্যা আগরওয়াল। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ১২ জুলাই আসানসোল ক্লাবে আয়োজিত এই সাওয়ান মেলায় শুধু আসানসোল নয়, পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং কলকাতা থেকেও বহু মহিলা উদ্যোক্তা অংশ নেবেন। মেলায় প্রায় ৪৫টি স্টল থাকবে। সেখানে ইমিটেশন গয়না, বিভিন্ন ধরনের পোশাক, ফুড আইটেম, হস্তশিল্পসহ নানা ধরনের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করা হবে। আয়োজকদের বক্তব্য, স্টলগুলিতে বিক্রি হওয়া অধিকাংশ সামগ্রীই মহিলা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব হাতে তৈরি। তাঁদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া এবং স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করাই এই মেলার মূল লক্ষ্য। গত পাঁচ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে এই সাওয়ান মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। তাঁরা জানান, প্রথম বছর যাঁরা স্টল দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখনও নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন। এর ফলে বোঝা যায়, এই মেলা শুধু ব্যবসার সুযোগই তৈরি করে না, বরং মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য একটি শক্তিশালী পরিচিতির মঞ্চও হয়ে উঠেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এবারের সাওয়ান মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও কেনাকাটার পাশাপাশি দর্শকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে সকলকে সাওয়ান মেলায় উপস্থিত থাকার এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার আহ্বান জানানো হয়।

হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ ভাস্কর ভট্টাচার্যের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

হাওড়া

হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ তথা হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্যের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন বেশ কিছু মানুষ। লিলুয়া থানার অন্তর্গত বেলগাছিয়া এলাকায় মঙ্গলবার ভাস্কর বাবুর বাড়ি ঘেরাও নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায় 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত ভাস্কর ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে এলাকারই কিছু মানুষ বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত প্রায় ১৫ বছর ধরে তাঁরা বিভিন্নভাবে তোলাবাজি, হুমকি ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। তাঁদের দাবি, এই দীর্ঘদিনের অন্যায়ের বিচার এবং ভাস্কর ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ,

দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অজুহাতে টাকা আদায় করা হয়েছে। সেই টাকা ফেরতের দাবিও তোলেন তাঁরা। এক বিক্ষোভকারী পূজা নস্কর বলেন, 'ভাস্কর বাবু কোনও ভালো ছেলেকে দলে রাখেননি। এলাকার মদ, মাতাল ও গাঁজাখোরদের প্রশ্রয় দিয়েছেন। উনি অনেককে এর আগে হুমকি দিয়েছেন। আমরা দ্রুত এর বিচার চাই। নতুবা অন্যথায় পরবর্তীতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' আরেক বিক্ষোভকারী মুকুল ঘোষ বলেন, 'প্রাক্তন কাউন্সিলার ভাস্কর ভট্টাচার্যের অনুগামীরা এখনও ফোন করে বিজেপি কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছে। এবং মুখ না খুলতে চাপ দিচ্ছে। গত ৫ বছর ধরে অনেক অত্যাচার করা হয়েছে। বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ঘরছাড়া করে রাখা হয়েছিল। আমরা এই প্রাক্তন কাউন্সিলরের কঠোর শাস্তি ও বিচার চাই।'

সবজি বাজারে আলু-পটল বেছে -বেছে দাম দর করছেন মন্ত্রী, কত ?

সকালের শিরোনাম

মনা বীরবংশী

ময়ূরেশ্বর

বীরভূমের ময়ূরেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের সবজি বাজার কোটাসুরে। সেই বাজারে লম্বা একজন ব্যক্তি। হাতে থলি, পরনে একটি হাফ শার্ট, আর ফর্মাল প্যান্ট। গায়ের রং যেন রোদে পোড়া। আলু পটল বেছে-বেছে দাম দর করছেন, কত ? কাছে গিয়ে দেখা গেল তিনি আর কেউ নন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মন্ডল। থলি হাতে বাজার করছেন নিজে একা মন্ত্রী। নেই নিরাপত্তা কর্মী। তাকে ঘিরে নেই প্রচুর মানুষ। ছবি ভাইরাল সমাজ মাধ্যম। অনেকে বলছেন মন্ত্রী হলো তো এমনই ব্যক্তি চাই। যার মধ্যে থাকবে না কোন অহংকার। একদম মাটির সাথে মিশে থাকবেন। হাতের নাগালে যেন পাওয়া যায় মিনিস্টার কে। ময়ূরেশ্বর বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি এত সাদামাটা থাকেন কেন ? মৃদুস্বরে গলা কাঁপতে কাঁপতে বললেন। আমি চাষির ঘরের ছেলে। গ্রামের অত্যন্ত সাদামাটা জীবন। মন্ত্রী হয়েছি ঠিক আছে। কিন্তু আমি তো একজন মানুষ। আমাকে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন আমার ভোটাররা। তাই সেই মানুষগুলোর মাঝে থাকতে চাই। অভাব অভিযোগ শুনতে চাই।

বিষ্ণুপুরের প্রাক্তন বিধায়কের হোটেলের গোডাউনে পুলিশের অভিযান

উদ্ধার সরকারি ত্রাণ সামগ্রী

সকালের শিরোনাম

সঞ্জীব মল্লিক

বিষ্ণুপুর

এবার বিষ্ণুপুরের প্রাক্তন বিধায়কের হোটেলের গোডাউন থেকে উদ্ধার হল মজুত করে রাখা সরকারি বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী। ওই গোডাউনে সরকারি ত্রাণ মজুত রয়েছে এই সন্দেহে বিজেপি কর্মীরা হোটেলের বাইরে জমায়েত করে তল্লাশির দাবি জানাতে থাকেন। পরে খবর পেয়ে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ এবং প্রশাসনিক কিছু কর্মী প্রাক্তন বিধায়কের হোটেলের গোডাউনে হানা দিয়ে সরকারিভাবে সরবরাহ করা বেশ কিছু ত্রিপল ও বিশেষভাবে সক্ষমদের ব্যবহার্য ক্র্যাচ উদ্ধার করে। বাঁকুড়া জেলায় রাইপুর ও রানীবাঁধ বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়কদের কার্যালয় ও সংলগ্ন গুদাম ঘর থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ উদ্ধার হয়েছিল আগেই। এবার সেই একই ঘটনা ঘটল বিষ্ণুপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় ঘোষের ক্ষেত্রেও। এদিন প্রাক্তন বিধায়কের পরিবারের মালিকানাধীন একটি লজের সামনে বিজেপি কর্মীরা জমায়েত করে দাবি করতে থাকেন সেখানে বিপুল পরিমাণ

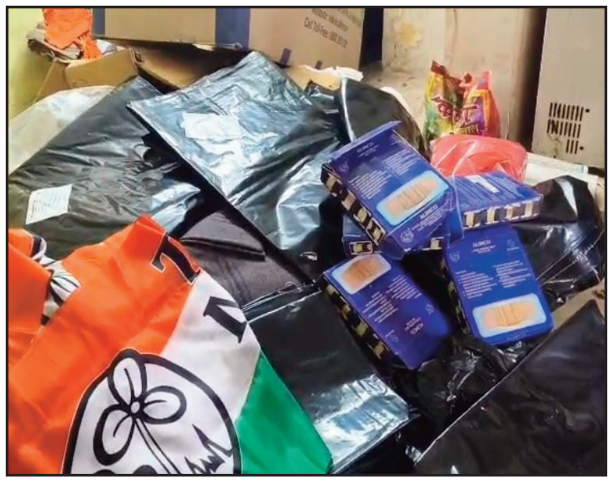

সরকারি ত্রাণ মজুত করে রাখা রয়েছে। সাধারণ দুর্গত মানুষদের ত্রাণ না দিয়ে সেই ত্রাণ নিজের কুক্ষিগত করে তা ওই গোডাউনে মজুত করে রেখে দিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক এমন দাবিও তুলতে থাকেন বিজেপি কর্মীরা। তাঁরাই প্রশাসনে খবর দিলে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মীরা প্রাক্তন বিধায়কের গোডাউনে গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে মজুত রাখা ত্রাণ সামগ্রীগুলি উদ্ধার করে। জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে বেশ কিছু ত্রিপল ও বিশেষভাবে সক্ষমদের ব্যবহার্য সামগ্রী রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও বিশেষ ভাবে সক্ষম মানুষদের দাবি,

বিধায়ক থাকাকালীন তন্ময় ঘোষের কাছে সাহায্যের জন্য গেলে তিনি পত্রপাঠ বিদায় করে দিতেন। অথচ সরকারি ভাবে সরবরাহ করা যাবতীয় ত্রাণ সামগ্রী নিজের দফতরে মজুত করে রেখেছিলেন।

জামালপুরে বিজেপির বাইক র‍্যালি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

জামালপুর

আগামী ১০ জুলাই জামালপুরের বিধায়ক অরুণ হালদারের ডাকা বিজয় মিছিলকে সফল করার লক্ষ্যে বুধবার জামালপুর ১ নম্বর মণ্ডল বিজেপির উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। চৌবেরিয়া থেকে শুরু হওয়া এই র‍্যালি হালারা, জামালপুর বাজার ও বাসস্ট্যান্ড পরিক্রমা করে জামালপুর ১ নম্বর মণ্ডল পার্টি অফিসে গিয়ে শেষ হয়। আয়োজকদের দাবি, প্রায় তিনশো মোটরবাইক এই র‍্যালিতে অংশ নেয়। নেতৃত্ব দেন জামালপুর ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল। উল্লেখ্য, সম্প্রতি দলের শৃঙ্খলারক্ষার কমিটি প্রধান চন্দ্র পালের সাসপেনশন প্রত্যাহার করে তাঁকে পুনরায় দলে ফিরিয়ে নিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের পর এদিনের কর্মসূচিতে তাঁকে খোলা হুডের গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। র‍্যালির পথে কর্মী-সমর্থকরা মাল্যদান ও ফুল ছিটিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানান। তাঁর পিছনেই ছিল দীর্ঘ মোটরবাইকের শোভাযাত্রা। প্রধান চন্দ্র পাল বলেন, 'আগামী ১০ জুলাই আমাদের প্রিয় বিধায়ক অরুণ হালদার একটি বিশাল বিজয় মিছিলের ডাক দিয়েছেন। সেই কর্মসূচিকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার লক্ষ্যেই আজকের এই বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, ওই দিন জামালপুরের মানুষ একটি ঐতিহাসিক মিছিলের সাক্ষী থাকবেন'। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১০ জুলাইয়ের বিজয় মিছিলে খাদ্য মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, জেলা সভাপতি স্মৃতিকণা বসুসহ একাধিক জেলা ও রাজ্যস্তরের নেতা এবং বিধায়কদের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিনের বাইক র‍্যালিতে মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বাগ, খোকন ঢালী, বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্রের নেতৃত্ব, বুথ সভাপতি এবং বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

রোগীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেদিনীপুর

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ওই রোগী ৫ দিন আগে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে মেডিসিন বিভাগে ভর্তি হন। তাঁর বাড়ির লোকজন দেখেন তাঁকে যে স্যালাইন দেওয়া হয়েছে এ বছরের এপ্রিল মাসে তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বিষয়টি জানতে পেরে রোগীর বাড়ির লোকজন সুপারের কাছে অভিযোগ জানান। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ ইন্দ্রনীল সেন জানান, এ ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

LIFE CARE HOSPITAL
Takes Care of Your Health
CARDIOLOGY
NABH Certified
✓ Coronary Angiography (Radial) & Angioplasty
✓ Brain, Kidney Angio & Angioplasty
✓ Pacemaker
Empanelled with Govt. Corporates
Mediclaim Cashless Facility
80165 21222
Near Smart Bazar, City Centre, Durgapur

কোলাঘাট ফুলবাজারের সামগ্রিক উন্নয়ন ও ফুলের হাব নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কোলাঘাট

কোলাঘাট ফুলবাজারে রেল দপ্তর কর্তৃক তে-বাজারি টিকিট আদায়ের ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের উদ্যোগ প্রতিহত করে ওই বাজারে মেঝে-শেড-হিমঘর-শৌচাগার-পর্যাপ্ত আলো ও পানীয় জল সহ সমস্ত রকম পরিষেবামূলক ব্যবস্থা চালু করে ফুলের হাব নির্মাণের দাবীতে কোলাঘাট ফুলবাজার পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও পাঁশকুড়ার পূর্বের বিধায়ককে গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার বিষয়টি নিয়ে সভাধিপতি ও বিধায়কের উপস্থিতিতে জেলাশাসকের সাথে দেখা করে আলোচনা করা হয়।

আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা ফুলচাষী ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও কোলাঘাট ফুলবাজার পরিচালন সমিতির সভাপতি দেবব্রত কোলে, কার্যকরী সভাপতি অনিল প্রামাণিক, যুগ্ম সম্পাদক দিলীপ প্রামানিক, সদস্য বিশ্বজিৎ নায়েক প্রমুখ কর্মকর্তাগণ। পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে জেলা শাসককে সহস্রাধিক চাষী ব্যবসায়ীদের গণস্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেন নারায়ণবাবু। জনপ্রতিনিধিগণ জেলাশাসককে সরজেমিনে বাজারটি পরিদর্শন করে অবিলম্বে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেন।

জেলাশাসক অতি দ্রুত বাজারটি পরিদর্শন করবেন বলে প্রতিনিধি দলকে জানান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে সভাধিপতি ও বিধায়ক ফুলবাজারটি পরিদর্শন করেন। কোলাঘাট ফুল বাজার পরিচালন সমিতির উপদেষ্টা তথা ফুলচাষী ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন,

রেল দপ্তর বাজারে আগত চাষী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ১০ টাকা থেকে ৪২ টাকা পর্যন্ত তেবাজারি টিকিট বাবদ অর্থ আদায় করলেও বাজারে সামগ্রিকভাবে নেই কোন পরিষেবার বন্দোবস্ত। এ বিষয়ে গত ২৫ জুন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ডিআরএমএর নিকট বিক্ষোভ ডেপুটেশন এর কর্মসূচি মারফতও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

দাবি আদায়ে সালানপুরে বেসরকারি কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলন, সময় চাইলো কতৃপক্ষ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সালানপুর

কোনরকম রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। নিজেদের অধিকারের লড়াই শ্রমিকেরা নিজেরাই লড়বেন। এই দাবিতেই কারখানা চত্বর থেকে বিজেপি নেতা ও কর্মীদের তাড়িয়ে দিলেন আন্দোলনরত শ্রমিকেরা। বুধবার সকালে সালানপুরের দেন্দুয়া এলাকায় সাকম্বরি গ্রুপের ‘এলোকুইন্ট’ কারখানার সামনে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়ির পুলিশ। নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি, পর্যাপ্ত কর্মস্থলের সুরক্ষা, পিএফ, ইএসআই এবং দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরেই আন্দোলন চালাচ্ছেন এলোকুইন্ট কারখানার শ্রমিকেরা। আন্দোলনের শুরু থেকেই তাঁদের পাশে রয়েছেন শ্রমিক নেতা অমর মাহাতো। এর আগে গত ২২ জুন একই দাবি নিয়ে কারখানার মূল ফটকের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন শ্রমিকেরা। সেই সময় কারখানা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে দ্রুত সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হবে। কর্তৃপক্ষের সেই আশ্বাসের পর সুরক্ষা, পিএফ ও ইএসআই সংক্রান্ত কিছু জটিলতা দূর করা হলেও, সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি এখনো চালু করা হয়নি। আর এই মূল দাবিতেই এদিন সকালে আবার কারখানার সামনে জড়ো হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন শ্রমিকেরা। এদিন সকালে পরিস্থিতি বিবেচনা করে শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে আসেন কারখানা কর্তৃপক্ষের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। কারখানার মূল গেটের সামনেই উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনা চলছিল। কিন্তু এই আলোচনা চলাকালীনই হঠাৎ সালানপুর এলাকা থেকে বেশ কিছু বিজেপি নেতা ও কর্মী সেখানে আসেন। বিজেপি নেতা ও কর্মীদের আসা মাত্রই সেখানে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়।

শ্রমিকেরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এটি তাঁদের রুটি-রুজির লড়াই। এখানে কোনো রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ তাঁরা মেনে নেবেন না। নিজেদের সমস্যা কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁরা নিজেরাই মিটিয়ে নিতে সক্ষম। এই নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হলে উত্তেজিত শ্রমিকেরা বিজেপি নেতাদের কারখানা চত্বর থেকে তাড়িয়ে দেন বলে জানা গেছে। এই ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়ির পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।বিজেপি নেতারা চলে যাওয়ার পর পুনরায় কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের আলোচনা শুরু হয়। বৈঠক শেষে আন্দোলনকারী শ্রমিকেরা বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আগামী ১৭ জুলাই পর্যন্ত সময় চাওয়া হয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে যদি সরকার নির্ধারিত ন্যায্য মজুরি লাগু না করা হয়, তবে তাঁরা আরও বৃহত্তর ও তীব্র আন্দোলনে নামবেন। এই প্রসঙ্গে শ্রমিক নেতা অমর মাহাতোর বক্তব্য ক্ষ্মশ্রমিকদের হকের লড়াইয়ে আমি প্রথম দিন থেকেই তাঁদের পাশে আছি এবং শেষ পর্যন্ত থাকব। এই লড়াইয়ের জন্য যদি আমার প্রাণও যায়, আমি হাসিমুখে তা দিতে প্রস্তুত। এই আন্দোলনে কোনো রাজনৈতিক রং নেই, আর আমরা তা হতেও দেব না। শ্রমিকদের লড়াই শ্রমিকেরাই লড়বে। আমার একমাত্র লক্ষ্য, শ্রমিকেরা যেন তাঁদের সমস্ত ন্যায্য অধিকার ও সুবিধা ফিরে পান।

তিনি বলেন, আপাতত কারখানা কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করা হয়েছে।

১৭ জুলাই পর্যন্ত দেওয়া কারখানা কতৃপক্ষের ডেডলাইনের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। এদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই কারখানা চত্বরে চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

ডিপিএল-এর প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ বিএমএসের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুর

অস্থায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে বুধবার দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড (ডিপিএল)-এর প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল ভারতীয় মজদুর সংঘ বা বিএমএস। প্রশাসনিক ভবনের মূল গেট অবরোধ করে শ্রমিকরা তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি-দাওয়ার পক্ষে স্লোগান দেন। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, শ্রমিক বিরোধী নীতির জেরে এখনও অস্থায়ী কর্মীদের যখন-তখন বদলি করা হচ্ছে। স্থায়ীভাবে কাজের নিশ্চয়তা নেই। পাশাপাশি একাধিক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন তাঁরা। বিএমএস নেতৃত্বর দাবি, ডিপিএল হাসপাতালের ইনডোর বিভাগ অবিলম্বে পুনরায় চালু করতে হবে।

এছাড়াও অস্থায়ী শ্রমিকদের সরকারি নির্ধারিত হারে বেতন প্রদান, কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দীর্ঘদিনের বকেয়া দাবিগুলি দ্রুত মেটাতে হবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে পদক্ষেপ করতে হবে।

অন্যথায় আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়।

এদিন বিক্ষোভ শেষে ডিপিএল কর্তৃপক্ষের হাতে দাবি সহ একটি স্মারকলিপি তুলে দেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, দাবি পূরণে কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকলে আগামী দিনে আরও জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

১ আগস্ট থেকে শুরু জনগণনা প্রক্রিয়া, সম্পূর্ণ পেপারলেস ব্যবস্থায় হবে কাজ জেলাশাসক

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আসানসোল

পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস. পোন্নাবলম বুধবার জেলা শাসকের দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠক করে ২০২৭ সালের জনগণনা সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান,

আগামী ১ আগস্ট থেকে জনগণনার প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হবে, যা চলবে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এরপর ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে। জেলাশাসক বলেন, প্রথম পর্যায়েও দুটি ধাপ থাকবে। প্রথম ধাপে বাড়ির তালিকাকরণ করা হবে। এই কাজে জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কর্মীরা নিযুক্ত থাকবেন। তিনি জানান, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মোট ২৪ জন চার্জ অফিসার এই জনগণনা প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকবেন।

আসানসোলের ১০টি বরোতে ১০ জন এবং দুর্গাপুরের ৫টি বরোতে ৫ জন চার্জ অফিসার থাকবেন। তাঁদের দায়িত্ব হবে পুরো জনগণনা প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।

জেলাশাসক আরও জানান, এবারের জনগণনা সম্পূর্ণ পেপারলেস পদ্ধতিতে হবে। একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিকদের সংখ্যা-সহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হবে। তিনি বলেন, যেভাবে নির্বাচনের সময় ভোটগ্রহণের জন্য পোলিং বুথ তৈরি করা হয়, ঠিক সেভাবেই জনগণনার জন্য হাউস লিস্টিং ব্লক তৈরি করা হবে। প্রতিটি এইচএলবি’র আওতায় প্রায় ৮০০ জনের জনসংখ্যা থাকবে। জেলাশাসক জানান,

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মোট ৫,৩০০টি হাউস লিস্টিং ব্লক গঠন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বচ্ছ, নির্ভুল ও প্রযুক্তিনির্ভর জনগণনা সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

ভুয়া আইনজীবী পোস্টার বিতর্কে মুখ খুললেন নিলয় চোংদার

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বর্ধমান

সম্প্রতি বর্ধমান জেলা আদালত চত্বরে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ‘ভুয়া আইনজীবী’র অভিযোগ তুলে পোস্টার দেওয়াকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। পোস্টারে নাম থাকা সেই ব্যক্তি, নিলয় চোংদার বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য বলে দাবি করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে বর্ধমান আদালতে আইনজীবী হিসেবে পরিচিত নিলয় বাবু জানান, তিনি ২০২১ সালে উত্তরাখণ্ড টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি থেকে আইন (ল’) পাস করেছেন এবং তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল বার কাউন্সিলেরও একজন নথিভুক্ত সদস্য। তাঁর কাছে ওকালতির সমস্ত প্রয়োজনীয় ডিগ্রি এবং প্রমাণপত্র রয়েছে। অসুস্থতার কারণে কিছুদিন আদালতে অনুপস্থিত থাকার সুযোগে তাঁর ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতে এই গভীর ষড়যন্ত্র ও ‘নোংরা রাজনীতি’ করা হয়েছে বলে তাঁর দাবি। ইতিমধ্যেই তিনি বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে পুনরায় তাঁর সমস্ত নথিপত্র জমা দিয়েছেন, যেখানে তাঁর অনুশীলনে কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়নি। এই নোংরা সংস্কৃতির অবসান এবং দোষীদের চিহ্নিত করতে বর্ধমান জেলা বিজেপির আইনি পরামর্শদাতা তথা পেশায় আইনজীবী নিলয় চোংদার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বর্ধমান থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। আদালত চত্বরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। এদিন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বর্ধমান আদালতের বেশ কিছু সিনিয়র আইনজীবীও।

তাঁদের স্পষ্ট বার্তা, যিনি বা যাঁরা এই কুরুচিকর কার্যকলাপ ঘটিয়েছেন, তাঁরা সামনে এসে মোকাবিলা করুন; নিলয় চোংদার যে প্রকৃতই একজন আইনজীবী, তার সমস্ত তথ্যপ্রমাণ তাঁদের কাছে রয়েছে।

হকার কনভেনশন

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেদিনীপুর

বুধবার মেদিনীপুর শহরে হকার কনভেনশনএর আয়োজন করা হয় মেদিনীপুর রেড ক্রস সোসাইটি হলে। কনভেনশন বিকেলে সম্পন্ন হয়। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক শান্তি ঘোষ। কনভেনশন থেকে দাবি উঠে - ১) বিকল্প জীবিকা ও উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে কোনো হকারকে উচ্ছেদ করা চলবে না। ২) অবিলম্বে হকার আইন ২০১৪ অনুযায়ী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রুল তৈরি করতে হবে এবং চল্লিশ শতাংশ ভেন্ডার প্রতিনিধি নিয়ে টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠন করতে হবে। ৩) টাউন ভেন্ডিং কমিটির মাধ্যমে শহরের সমস্ত প্রকৃত হকারদের সমীক্ষা করে পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড), ভেন্ডিং সার্টিফিকেট ও বৈধ লাইসেন্স প্রদান করতে হবে।

সবং ব্লকের মাদুর হাব বন্ধ, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস বিধায়কের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সবং

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের রুইনান এলাকায় ৫ কোটি টাকা খরচ করি তৈরি হয়েছে মাদুর হাব। যেখানে মাদুর শিল্পীদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। বিদায়ী রাজ্য সরকার এই প্রকল্পটি রুপায়নের জন্য কাজ শুরু করেছিল, কাজ শেষ হওয়ার পর একটি কমিটি গঠন করে মাদুর শিল্পীদের প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর যারা এই কোর্স করছিল, তারা মাদুর হাবে তালা লাগিয়ে পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। বিষয়টি জানার পর সবং-এর নবনির্বাচিত বিধায়ক অমর পন্ডা বিষয়টি বিডিও-কে জানান। তিনি বলেন, প্রাক্তন বিধায়ক মানস ভুঁইয়া তাকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন যাতে মাদুর হাবটি চালু করা যায়। তিনি বিডিও কে সমস্ত কিছু জানিয়েছেন এবং বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

থাইল্যান্ডে খোঁজ মিলল ২০০০ বছর প্রাচীন ভারতীয় আংটির

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

এ এক আজব বিষয়! ২০০০ বছরের ইতিহাস খুলে গেলো চোখের সামনে। ব্যাংকক থেকে মাত্র ১৩০ কিলোমিটার দূর। ফেতচাবুরি প্রদেশের দন ইয়াই থং নামের এক শান্ত গ্রাম। সময় যেন এখানে থমকে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগের কথা। চাষ করতে গিয়ে লাঙলের ফলায় উঠে এসেছিল প্রাচীন ব্রোঞ্জের টুকরো। সেই সূত্র ধরেই শুরু হয় খননকার্য। আর তাতেই খুলল ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। মাটির গভীর থেকে পাওয়া গেল দু’হাজার বছর পুরোনো দুটি সোনার আংটি। একটি কঙ্কালের আঙুলেই জড়ানো ছিল সেগুলি। থাইল্যান্ডের ফাইন আর্টস ডিপার্টমেন্টের এই আবিষ্কার প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে সম্প্রতি শোরগোল ফেলে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, এই প্রত্নস্থলটি থাইল্যান্ডের প্রাগৈতিহাসিক লৌহ যুগের। প্রায় দেড় হাজার থেকে আড়াই হাজার বছর আগের সময়স্রোতে এখানে বয়েছিল জীবন। জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া আংটি দুটির মধ্যে একটি একেবারেই সাদামাটা। তবে অন্য আংটিটি দেখে চোখ কপালে উঠেছে গবেষকদের। কারণ, তাতে খোদাই রয়েছে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মী লিপি। প্রাথমিক পরীক্ষার পর জানা যাচ্ছে, সেখানে লেখা রয়েছে ‘পুসরাখিতাসা’। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী এর অর্থ, ‘যিনি পুষ্যা নক্ষত্র দ্বারা সুরক্ষিত’। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই পুষ্যা নক্ষত্রকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আংটির মালিক ছিলেন প্রাচীন ভারতের বৈশ্য সম্প্রদায়ের কোনও এক ধনী ব্যবসায়ী।

ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতির বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ঝাড়গ্রাম

OFFICE OF THE
JHARGRAM ZILLA PARISHAD
JHARGRAM
ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদ কার্যালয়
ঝাড়গ্রাম

২০২৩ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম জেলার জেলা পরিষদের ১৯টি আসনে জয় লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদ দখল করে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপ্রতি হিসেবে নির্বাচিত হন চিন্ময়ী মারান্ডি। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি আসনে বিজেপির প্রার্থীরা জয়লাভ করে। এরপর ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের ১৯ জন সদস্যের মধ্যে ১৩ জন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডির বিরুদ্ধে মেদিনীপুর বিভাগীয় কমিশনের কাছে নিয়ম মেনে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদে ঝাড়গ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসকের উপস্থিতিতে সভাধিপতির বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে এদিন জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি সহ পাঁচজন অনুপস্থিত ছিলেন। যার ফলে ১৪-০ ভোটের ব্যবধানে ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডির বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়। মেদিনীপুর বিভাগীয় কমিশনের নির্দেশ মত আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের নতুন সভাধিপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৪ জনের অন্যতম জেলা পরিষদের সদস্য নিশীথ মাহাতো বলেন, আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব আগামী দিনে কে সভাধিপতি হবেন। তবে বিদায় সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সম্পর্কে কোন কিছুই মন্তব্য করতে চাননি। তিনি শুধু বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সভাধিপতি করেছিলেন আমি আমার সাধ্যমত কাজ করেছি। দল এখন রাজ্যে ক্ষমতা নেই, তাই আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবো না, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে ছিলাম, আগামীদিনেও থাকবো। ইতিমধ্যে ঝাড়গ্রাম পৌরসভা তৃণমূল কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়েছে, এবার হাতছাড়া হলো ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদ।

অপহরণ করে ধর্ষন ও খুন করা হয়েছিল জিরাটের নাবালিকা ছাত্রীকে

এনকাউন্টার সঠিক, বলছেন ছাত্রীর বাবা

সকালের শিরোনাম

পাপ্পু সাঁতরা

হুগলি

অন্বেষা মন্ডল এর খুনিদের
ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হন
STOP

২০১৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর। শীতের সন্ধ্যায় প্রাইভেট পরে বাড়ি ফিরছিলো বছর ১৩’র ছাত্রী(অন্বেষা মন্ডল)। হুগলির জিরাট স্মৃতি মন্দির পাড়ায় গৃহ শিক্ষিকার কাছে পড়তে গিয়েছিল ত্রিবেণী টিস্যু বিদ্যাপীঠের ওই ছাত্রী। অন্যদিন যেমন যেতো। টিউশন থেকে বেরোনোর সময় প্রতিদিনের মতো বাড়িতে ফোন করে জানিয়েছিল সে বাড়ি ফিরছে। সেইমতো তার বাবা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু মেয়ে বাড়ি ফেরেনি। তাকে রাস্তা থেকে অপহরণ করে হাটতলার একটি বাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চলে নির্মম অত্যাচার। গণধর্ষণের পর তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে গভীর রাতে বস্তা বন্দির করে ফেলে দেয় ইটভাটার পিছনের খালে। বস্তায় ভরার সময় ছাত্রী পা ভেঙে দেওয়া হয় কোদাল দিয়ে। মৃত্যুর পরও ধর্ষন করা হয়। পরিবারের কাছে মুক্তিপন দাবী করা হয় ফোন করে। ছাত্রীর পরিবার ও এলাকার বাসিন্দারা ধন্য ধন্য করে খুঁজে তার সন্ধান পায়নি। বলাগড় থানার পুলিশ তদন্তে নেমে ইটভাটার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। যেখান থেকে অপহরণ করা হয়েছিল সেখানে জুতো পাওয়া যায়। ওই এলাকা থেকে ছাত্রীর সাইকেল উদ্ধার হয়। খাল থেকে উদ্ধার হয় বস্তাবন্দি দেহ। সেই ঘটনায় চুঁচুড়ার নিম্ন আদালত বিরল থেকে বিরলতম ঘটনার জন্য দুই অভিযুক্ত গৌরব মন্ডল ও কৌশিক মালিক কে ফাঁসির সাজা সোনায়। আরেক অভিযুক্ত নাবালক থাকায় জুভেনাইল আদালতে তার বিচার হয়। পরে সে ছাড়া পায়। ফাঁসির সাজা প্রাপ্ত আসামীরা হাইকোর্টে আবেদন করলে সেখানে তাদের ফাঁসির সাজা রদ হয়ে আজীবন কারাবাসের নির্দেশ দেয় আদালত।

জিরাটের সেই ছাত্রীর বাবা(চিন্ময় মন্ডল) বলেন, আমার মেয়ের সঙ্গে যে ঘটনা হয়েছিল, বারুইপুরের ক্ষেত্র একই ধরনের ঘটনা দেখলাম। এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুই একমাত্র শাস্তি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেটা করেছেন বারুইপুরের ঘটনা এনকাউন্টার, এটা একদম সঠিক সিদ্ধান্ত। এই ধরনের অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে গেলে সমাজের ক্ষতি। ছোটো নাবালিকাদের উপর যে অত্যাচার করবে তার শাস্তি এই হওয়া উচিত। ছাত্রীর প্রতিবেশী থেকে গ্রামবাসী যারা রয়েছেন সে সময় দোষীদের শাস্তির জন্য পথে নেমে ছিলেন, মিছিল করেছিলেন। তারাও বলছেন বারুইপুরে এই জঘন্য অপরাধের শাস্তি মৃত্যুই হওয়া উচিত।

কয়েকজনের মত, শুধু এনকাউন্টার করে এই অপরাধ থামানো যাবে না। সরকারের আরো কড়া আইন আনা উচিত। এই ধরনের অপরাধ যারা করে তারা বিকৃত মানসিকতার হয়।

বারুইপুরে ছাত্রীকে নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে সিপিআই(এম)-এর বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বসিরহাট

বারুইপুরে এক স্কুলছাত্রীকে নির্মমভাবে খুন করার ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে বাড়ছে ক্ষোভের পারদ। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র ধিক্কার জানিয়ে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করল সিপিআই(এম)। এদিন বসিরহাট দক্ষিণ ২ এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে বসিরহাট টাউন হল সংলগ্ন এলাকায় এই বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট নেতা প্রতাপ নাথ, বিশ্বজিৎ বোস, ছাত্র নেতা ডাঃ দীপ্তজিৎ দাস সহ একাধিক নেতৃত্বরা। প্রতিবাদী সমাবেশে যোগ দেয় বামফ্রন্টের স্থানীয় নেতৃত্ব, কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ নাগরিকরা। বেশ কিছু সময় রাস্তা অবরোধ করে তারা প্রতিবাদ জানায়। তাদের দাবি, দ্রুত বিচার ও ফাঁসি, নিষ্পাপ ছাত্রীকে এভাবে খুন করল, তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে ফাঁসির সাজা দিতে হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই পরিবারটি সঠিক বিচার পাচ্ছে, আমাদের এই আন্দোলন চলবে। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে স্লোগান দেওয়া হয়। এদিনের এই প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে।

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অভিনেতা রাজেশ শর্মা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

টলিপাড়ায় রাজেশ শর্মা খুবই পরিচিত মুখ। তিনি প্রধানত খলনায়কের ভূমিকাতেই অভিনয় করেন। বাংলা ছবিতে তো বটেই হিন্দি সিনেমাতেও তাঁর দাপট দেখার মতো। কাজ করেছেন তাবড় তাবড় অভিনেতাদের সঙ্গে। মঙ্গলবার আচমকাই অভিনেতা রাজেশ শর্মার অসুস্থতার খবর আসে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে ভর্তি। ঠিক কী ঘটেছে অভিনেতার সঙ্গে? জানা গিয়েছে, সম্প্রতি অভিনেতা হায়দরাবাদ থেকে ফ্লাইটে করে ফিরছিলেন। আর সেই সময়ই বিমানে রাজেশের পায়ে পোকা কামড়ায়। যার ফলে অভিনেতার পা ফুলে যায়। আপাতদৃষ্টিতে খুব সাধারণ মনে হলে, পরবর্তীকালে সেই পা থেকেই মারাত্মক সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। রাজেশ শর্মার অসুস্থতার খবর নিশ্চিত করেছেন সুদীপা চট্টোপাধ্যায়। রান্নাঘরের প্রাক্তন সঞ্চালিকা জানিয়েছেন, অভিনেতার যেহেতু ডায়াবেটিস আছে, ফলত সেখান থেকে একটা ভয়ানক সংক্রমণ হয়ে গিয়েছে। ইনফেকশনটা অনেকটাই ছড়িয়ে গিয়েছে। সুগার বেড়ে, শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গীন হয়ে পড়ে যে, তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় রাজেশকে। বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। তবে এখন আপাতত রাজেশ শর্মার অবস্থা স্থিতিশীল। যদিও তাঁর শরীরে নানা জটিলতা রয়েছে। চিকিৎসক অভিনেতাকে এখন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে বলেছেন। রাজেশ শর্মা এখন বিপন্মুক্ত।

সুদীপার থেকেই রাজেশ শর্মার শারীরিক অবস্থার কথা জানতে পারেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ে। তারপরই অভিনেতার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে তৎপর হন খোদ টলিউডের ‘ইন্ডাস্ট্রি’ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে রাজেশ শর্মার চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

ভেঙে দেওয়া হল আসানসোল পুর বোর্ড

সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত বিদায়ী মেয়রের

সকালের শিরোনাম

সন্তোষ মন্ডল

আসানসোল

৫ বছরের মেয়াদ শেষের আগেই মঙ্গলবার ভেঙে দেওয়া হলো আসানসোল পুরনিগমের বোর্ড। সরকারের পুর বোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসকের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন আসানসোল পুরনিগমের বিদায়ী মেয়র বিধান উপাধ্যায়। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত নেওয়ারই ছিলো বলে জানালেন আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। বুধবার সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে আসানসোলের বিদায়ী মেয়র বিধান উপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, বোর্ড ভেঙে গেলেও নাগরিক পরিষেবায় কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না বলে মনে হয়। বরং প্রশাসনের মাধ্যমে আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে বলেই তাঁর আশা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধান উপাধ্যায় বলেন, পুরনিগম ভেঙে প্রশাসক নিয়োগ করা সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত। তবে, না হওয়াই উচিত ছিলো। এটা গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না। কারণ পুর বোর্ড ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত ছিলো। তবে, সেই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে আমারা প্রশাসনকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবো। পুর বোর্ড ভেঙে দেওয়ার কথা আমি জানতাম না। আমাদেরকে বাদ দিয়েই মনে হয়, তা করা হয়েছে। মনে হয় পুর কমিশনারের কাছে চিঠি এসেছে। এর আগে একটা চিঠি রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে এসেছিলো। পুরবোর্ডের পক্ষ থেকে কমিশনারের কাছে সেই চিঠির জবাব পাঠানো হয়েছে। বোর্ডকে না জানিয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিধান উপাধ্যায় বলেন, কমিশনারের প্রশাসনিক কাজ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এখন সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী প্রশাসন দায়িত্ব পালন করবে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থেই কাজ করবে। শহরে আবর্জনা পরিষ্কার ও পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে ওঠা অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, আসানসোলের মতো বড় পুরনিগমে কোথাও কোথাও সাময়িক সমস্যা তৈরি হতেই পারে। সকালে পরিষ্কারের পরেও বিভিন্ন এলাকায় আবার আবর্জনা জমে যায়। তবে পুরকর্মীরা নিয়মিত কাজ করছেন এবং পরিষেবা সচল রয়েছে। বর্ষাকালে জল জমার সমস্যার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, টানা বৃষ্টির কারণে কিছু এলাকায় জল নিষ্কাশনে সমস্যা হয়েছে। তবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন সক্রিয় রয়েছে। পানীয় জলের ক্ষেত্রেও যেখানে পুরনিগমের জল সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে পরিষেবা অব্যাহত থাকবে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে পাম্প চালানো না গেলে সাময়িক সমস্যা হতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই জল সরবরাহও দ্রুত স্বাভাবিক করা হবে। বিধান উপাধ্যায় আরো বলেন, গত পাঁচ বছরে যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, সেই অনুযায়ী উন্নয়নের কাজ হয়েছে। এখন সরকার সরাসরি দায়িত্ব নেওয়ায় আরও বেশি অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে উন্নয়নের গতি বাড়বে বলেই তিনি আশাবাদী। তিনি বলেন, এত বড় একটি কর্পোরেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে ছোটখাটো সমস্যা থাকতেই পারে। কিন্তু আমাদের একটাই লক্ষ্য ছিলো, আসানসোলের মানুষ যাতে আরও ভালো নাগরিক পরিষেবা পান। নাগরিকদের স্বার্থই সর্বাগ্রে রেখে আমরা কাজ করেছি বলে দাবি তার। অন্যদিকে, এই প্রসঙ্গে আসানসোল উত্তরের বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় এদিন বলেন, এটা হওয়াই ছিলো। সরকার বোর্ড ভেঙে ভালোই করেছে। তিনি আরো বলেন, জনপ্রতিনিধি বা কাউন্সিলারদের এলাকায় পাওয়া যাচ্ছিলো না। তারা কেউ পুরনিগমে যাচ্ছিলেন না। বাড়িতে কেউ নেই। সাধারণ মানুষেরা চরম ভোগান্তিতে ছিলেন। তাই সরকারের মনে হয়েছে, পুর বোর্ড ভেঙে দেওয়াটাই ভালো। পুর প্রশাসক বসিয়ে অন্ততঃ পুর পরিসেবাটা সচল রাখা যাবে।

হকার উচ্ছেদের নোটিশ, জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেচেদা

মেচেদা রোড সাইড ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সেবা সমিতির পক্ষ থেকে ‘পুনর্বাসন ছাড়া হকারদের উচ্ছেদ করা চলবে না’ এই মর্মে বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, সভাধিপতি, মহকুমা শাসক, বিডিও, ওসি প্রমুখের নিকট স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সেবা সমিতির পক্ষে সম্পাদক গৌতম সামন্ত, প্রশান্ত কুইলা, প্রভাশীষ রানা প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মেচেদা পাঁচ মাথার মোড়ের পাশে জাতীয় সড়ক ১১৬ সংলগ্ন দোকানগুলি সরিয়ে নেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। গৌতমবাবু বলেন, গরিব মানুষ কোন কাজ না পেয়ে রুজি রোজগারের জন্য বাধ্য হয়ে রাস্তার ধারে দোকান করে কোনরকম দিন গুজরান করছে। দোকানগুলোই যদি ভেঙে দেওয়া হয়, তাদের সকলকে না খেয়ে মৃত্যুর দিকে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। জেলাশাসক ও সভাধিপতি দোকানদারদের সমস্যাগুলি শোনেন, এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখে বিবেচনার আশ্বাস দেন।

এক্সক্লুসিভ

১৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ডের অলৌকিক ফুটবলের রহস্য উপন্যাস

কোকাকোলার শহরে মিশররে পিরামিড ভাঙলেন আধুনিক ফুটবলের ফ্যারাও

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

গাজা উপত্যকার যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকাগুলোতেও ফিলিস্তিনিরা বোমা হামলার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বড় স্ক্রিন বসিয়ে এই ম্যাচটি দেখেছেন। ফিলিস্তিনিরা মিশরের প্রতিটি গোলে উল্লাস প্রকাশ করেছেন ম্যাচের ৭৮ মিনিট পর্যন্ত। ভারতে তখন গভীর রাত। অমিতাভ বচ্চন জেগে আছেন, আর্জেন্টিনা - মিশর খেলা দেখছেন। ম্যাজিশিয়নরা বোধ হয় সব সময় এই রকম মাহেন্দ্রক্ষণেরই অপেক্ষা করেন। ১৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে। ৭৮ মিনিট পর্যন্ত ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকা আর্জেন্টিনা হঠাৎ করেই যেন ফিনিক্স পাখির মতো ভস্ম থেকে জেগে ওঠে। কী বলবেন সেই মহাকাব্যিক ফ্যারাওয়ের অভিশাপ? আর্জেন্টিনার কাছে এটি শুধু একটি কামব্যাক ছিল না, এটি ছিল বিশ্বাস, জেদ এবং অদম্য মানসিক শক্তির এক মহাকাব্য। আর মেসিকে দেখে মনে হচ্ছিল সেই মিশরীয় ফারাওদের মত যাঁরা কেবল সাধারণ মানুষ নন, তারা হলেন পৃথিবীতে দেবতাদের প্রতিনিধি বা জীবন্ত ঈশ্বর। প্রথম প্রত্যাঘাত (৭৯ মিনিট) ডানদিক থেকে পাওয়া একটি শর্ট কর্নার থেকে বল পান এনজো ফার্নান্দেজ। তিনি বক্সের ভেতর একটি ভাসানো ক্রস দেন। মিশরের করিম হাফেজের পেছন থেকে নিখুঁত টাইমিংয়ে লাফিয়ে উঠে দুর্দান্ত এক হেডারে বল জালে জড়ান ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো। এই গোলটি আর্জেন্টাইন শিবিরে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করে এবং তাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। এই গোলে অ্যাসিস্ট করার মাধ্যমে লিওনেল মেসি বিশ্বকাপের ইতিহাসে তার নবম অ্যাসিস্ট পূর্ণ করেন, যা দিয়েগো ম্যারাডোনাকে ছাড়িয়ে টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ অ্যাসিস্টের নতুন রেকর্ড। জাদুকরের প্রায়শ্চিত্ত (৮৩ মিনিট) প্রথম গোলের মাত্র চার মিনিট পর, মিশরের গোলরক্ষক শোবেইরের একটি লম্বা কিক মাঝমাঠে আটকে দেন রদ্রিগো ডি পল। বল পেয়ে হুলিয়ান আলভারেজ সরাসরি মিশরীয় রক্ষণের দিকে ছুটে যান এবং একটি দুর্দান্ত রিভার্স পাসের মাধ্যমে বক্সে মেসিকে খুঁজে নেন। পেনাল্টি মিসের গ্লানি এবং টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার ভয় মাথায় নিয়ে থাকা জাদুকর মেসি প্রমাণ করেন কেন তিনি ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা। অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায়, প্রায় কোনো ব্যাকলিফট ছাড়াই, তিনি একটি নিখুঁত হাফ-ভলিতে বল জালে জড়ান। আটলান্টা স্টেডিয়াম উল্লাসে ফেটে পড়ে। এটি ছিল এই টুর্নামেন্টে তার অষ্টম গোল, যা তাকে গোল্ডেন বুট জয়ের দৌড়ে কিলিয়ান এমবাপ্পে এবং আর্লিং হালান্ডকে ছাড়িয়ে এককভাবে শীর্ষে নিয়ে যায়। বিশ্বকাপে এটি ছিল তার ২১তম গোল, যা তার অবিশ্বাস্য ধারাবাহিকতার প্রমাণ। রুদ্ধশ্বাস সমাপ্তি (৯০+২ মিনিট) ম্যাচ যখন অতিরিক্ত সময়ের দিকে গড়াচ্ছিল, তখন দুই দলই জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ৯০ মিনিটের পর লিয়ান্দ্রো পারেদেস মিশরের একটি ভয়ংকর কাউন্টার অ্যাটাক রুখে দিয়ে দলকে রক্ষা করেন। এর পরপরই অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ডানপ্রান্ত থেকে লাউতারো মার্টিনেজ একটি দুর্দান্ত ক্রস ভাসিয়ে দেন বক্সের ভেতর। মিডফিল্ড থেকে ছুটে এসে নিখুঁত এক বুলেট হেডারে গোল করে আর্জেন্টিনার ৩-২ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন চেলসির তারকা এনজো ফার্নান্দেজ। কৌশলগত দিক থেকে আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি ৪-১-৩-২ ফর্মেশন বেছে নিয়েছিলেন। এই ফর্মেশনে এমিলিয়ানো মার্টিনেজ গোলরক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন এবং রক্ষণভাগে ছিলেন নাহুয়েল মোলিনা, ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, লিসান্দ্রো মার্টিনেজ ও নিকোলাস টালিয়াফিকো। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিতে রদ্রিগো ডি পল, লিয়ান্দ্রো পারেদেস, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার এবং এনজো ফার্নান্দেজকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আক্রমণভাগে ছিলেন লিওনেল মেসি ও হুলিয়ান আলভারেজ। স্কালোনির দলের মূল লক্ষ্য ছিল বলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রাখা, অনুভূমিক পাসিংয়ের মাধ্যমে মিশরের মিডফিল্ডকে ক্লান্ত করা এবং ডানদিকের হাফ-স্পেসে মেসিকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দেওয়া। তবে চোটের কারণে নিকো গঞ্জালেজ এবং ফাকুন্দো মেদিনার মতো খেলোয়াড়দের নিয়ে শুরু থেকেই শঙ্কা ছিল। অন্যদিকে, মিশরের কোচ হোসাম হাসান একটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ৪-২-৩-১ ছকে দল সাজান। মোস্তফা শোবেইর গোলপোস্টের প্রহরী হিসেবে ছিলেন, যিনি আগের ম্যাচগুলোতেই নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছিলেন। রক্ষণে মোহাম্মদ হানি, ইয়াসের ইব্রাহিম, রামি রাবিয়া এবং করিম হাফেজ একটি জমাট ব্লক তৈরি করেন। মাঝমাঠের সুরক্ষায় মারওয়ান আতিয়া এবং হামদি ফাথি (যিনি পরে এমাম আশুরের বদলি হিসেবে নামেন) ডিফেন্স লাইনকে ঢাল হিসেবে রক্ষা করার দায়িত্ব পান। মিশরের মূল কৌশল ছিল হাই-প্রেসিং এড়িয়ে নিজেদের অর্ধে একটি কমপ্যাক্ট আকার ধারণ করা এবং বল পেলেই মোহাম্মদ সালাহ ও হাইসেম হাসানের গতির ওপর নির্ভর করে বিদ্যুৎ গতির প্রতি-আক্রমণ বা কাউন্টার অ্যাটাক করা। সালাহর উপস্থিতিই আর্জেন্টিনার রক্ষণের জন্য একটি বড় হুমকি ছিল, যা তার সতীর্থদের জন্য ফাঁকা জায়গা তৈরি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

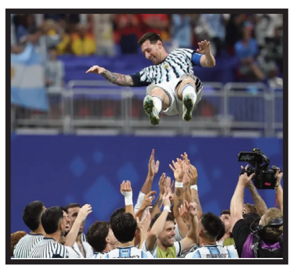

প্রথমার্ধের প্যাপিরাসে রূপকথা

ম্যাচের শুরু থেকেই আর্জেন্টিনা প্রত্যাশামতো বলের দখলে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। কিন্তু মিশরের রক্ষণভাগ ছিল নিশ্ছিদ্র এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। স্কালোনির দলের মূল দুর্বলতা; উইং দিয়ে আসা গতির আক্রমণকে প্রতিহত করতে না পারা;এই ম্যাচেও প্রকট হয়ে ওঠে।

ম্যাচের ১৫তম মিনিটে এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই মিশর প্রথম আঘাত হানে। মারওয়ান আতিয়ার একটি নিখুঁত ক্রস থেকে লিসান্দ্রো মার্টিনেজকে পরাস্ত করে দারুণ এক হেডে গোল করে মিশরকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ডিফেন্ডার ইয়াসের ইব্রাহিম। বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে এই অপ্রত্যাশিত গোলটি আটলান্টা স্টেডিয়ামের হাজারো আর্জেন্টাইন সমর্থককে স্তব্ধ করে দেয়। তবে আর্জেন্টিনা দ্রুত সমতায় ফেরার সুযোগ পেয়েছিল। গোল হজম করার মাত্র চার মিনিট পর, ম্যাচের ১৯তম মিনিটে একটি আক্রমণ শানাতে গিয়ে বক্সের ভেতর ফাউলের শিকার হন নিকোলাস টালিয়াফিকো। মিশরের হাইসেম হাসান তাকে আটকাতে গিয়ে অবৈধভাবে বাধা দিলে ফরাসি রেফারি ফ্রাঁসোয়া লেতেক্সিয়ে সরাসরি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। ২১তম মিনিটে স্পট কিক নিতে আসেন ফুটবলের বরপুত্র লিওনেল মেসি। পুরো স্টেডিয়াম তখন সমতায় ফেরার প্রহর গুনছিল। কিন্তু তার নেওয়া বাঁ-পায়ের তুলনামূলক দুর্বল শটটি ডানদিকে ঝাঁপিয়ে অসামান্য দক্ষতায় রুখে দেন মিশরের গোলরক্ষক মোস্তফা শোবেইর। এই পেনাল্টি মিসটি ছিল ম্যাচের অন্যতম বড় টার্নিং পয়েন্ট। এই টুর্নামেন্টে এটি ছিল মেসির দ্বিতীয় পেনাল্টি মিস, এর আগে গ্রুপ পর্বে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষেও তিনি স্পট কিক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এর মাধ্যমে মেসি বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এক আসরে দুটি নন-শুটআউট পেনাল্টি মিস করার অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড গড়েন। অন্যদিকে, মোস্তফা শোবেইর এই পেনাল্টি সেভ করে এক অভিজাত ক্লাবে প্রবেশ করেন।এই পেনাল্টি মিসের পর মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙে পড়লেও মেসি হাল ছাড়েননি। প্রথমার্ধের বাকি সময়ে তিনি দূরপাল্লার একটি দুর্দান্ত ফ্রি-কিক নেন, যা সরাসরি গোলপোস্টে আঘাত করে ফিরে আসে। এছাড়াও হুলিয়ান আলভারেজের একটি নিশ্চিত গোল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেভ করে মিশরকে প্রথমার্ধে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে রাখেন শোবেইর।

ভিএআর বিতর্ক একটি বাতিল হওয়া গোল এবং ফুটবলের ন্যায়বিচার

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আর্জেন্টিনা সমতায় ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু ম্যাচের ৫৮তম মিনিটে এমন একটি ঘটনা ঘটে যা এই বিশ্বকাপের অন্যতম বৃহৎ বিতর্কের জন্ম দেয় এবং মিশরের ফুটবল ইতিহাসে একটি দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। মিশরের হাইসেম হাসান নিজেদের অর্ধ থেকে বল নিয়ে তীব্র গতিতে এগিয়ে গিয়ে মোহাম্মদ সালাহকে পাস দেন। সালাহর নিখুঁত থ্রু বল থেকে বল পেয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে গোল করে মিশরকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ফরোয়ার্ড মোস্তফা জিকো। মিশরের খেলোয়াড় এবং সমর্থকরা যখন বন্য উল্লাসে মেতে উঠেছেন এবং আর্জেন্টাইন খেলোয়াড়রা এক সম্ভাব্য ঐতিহাসিক বিদায়ের আশঙ্কায় হতবাক, ঠিক তখনই ভিএআর রেফারিকে অন-ফিল্ড মনিটর দেখার পরামর্শ দেয়। রিপ্লেতে দেখা যায়, এই কাউন্টার অ্যাটাক শুরু হওয়ার অনেক আগে, আর্জেন্টিনার অর্ধে লিসান্দ্রো মার্টিনেজের জার্সি টেনে ধরেছিলেন এবং তার পায়ে পাড়া দিয়েছিলেন মিশরের মিডফিল্ডার মারওয়ান আতিয়া। রেফারি ফ্রাঁসোয়া লেতেক্সিয়ে দীর্ঘক্ষণ মনিটরে রিপ্লে দেখে গোলটি বাতিল করে দেন এবং আতিয়াকে ফাউলের দায়ে অভিযুক্ত করেন। এই সিদ্ধান্তটি মিশরের শিবিরে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয় এবং ফুটবল বিশ্বে এক গভীর বিশ্লেষণের সূত্রপাত করে। প্রাক্তন প্রিমিয়ার লিগ রেফারি গ্রাহাম স্কট 'দ্য অ্যাথলেটিক')-এ তার বিশ্লেষণে এই ভিএআর হস্তক্ষেপকে ক্ষুভুল এবং ক্ষমতার চরম অপব্যবহারক্ষু বলে আখ্যায়িত করেন। স্কটের মতে, ফুটবলের সাধারণ নিয়মে ঘটনাটি গোল হওয়ার জায়গা থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে ঘটেছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডারদের নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার এবং রক্ষণভাগকে পুনরায় সাজানোর যথেষ্ট সময় ছিল। এটি কোনো ক্ষুক্লিয়ার অ্যান্ড অভিয়াস এররক্ষু বা সুস্পষ্ট ভুল ছিল না, বরং এটি ছিল ফুটবলের একটি সাধারণ কন্ট্যাক্ট। স্কট যুক্তি দেন যে, ভিএআর-এর কাজ হলো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট ভুলগুলো সংশোধন করা, পেছনের সামান্য কন্ট্যাক্ট খুঁজে বের করে একটি দুর্দান্ত গোল বাতিল করা নয়। ম্যাচ শেষে মিশরের কোচ হোসাম হাসান এই সিদ্ধান্তকে সরাসরি ক্ষুরিগডক্ষু বলে অভিযোগ করেন। তিনি ক্ষোভের সাথে দাবি করেন, ক্ষুআমি ফলাফলের সাথে একমত নই। আজ আমাদের সাথে অন্যায় করা হয়েছে। পুরো বিশ্ব দেখেছে এটি একটি রিগড ম্যাচ ছিল। আমরা বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের চেয়ে ভালো খেলেছি, কিন্তু ভেতরের এবং বাইরের প্রভাব আমাদের হারিয়ে দিয়েছেক্ষু। গোলদাতা মোস্তফা জিকোও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ক্ষুরেফারি আমাদের শুরু থেকেই নিপীড়ন করেছেন। তার অবিচার স্পষ্ট ছিল। তিনি চাননি আমরা জিতি। আমরা ২-০ গোলে জিতছিলাম, কিন্তু তিনি একের পর এক সিদ্ধান্ত আমাদের বিরুদ্ধে নিয়েছেন।ক্ষু এই বিতর্কের আগুনে আরও ঘি ঢালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর কিছু ভুয়া ছবি। ছবিতে দেখা যায়, আর্জেন্টিনা পিছিয়ে পড়ার সময় ইনফান্তিনো মাথায় হাত দিয়ে হতাশা প্রকাশ করছেন এবং উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। যদিও পরে প্রমাণিত হয় ছবিগুলো সম্পূর্ণ ভুয়া এবং তিনি ওইদিন আটলান্টার মাঠেই উপস্থিত ছিলেন না, তবুও এই মিম অ্যাকাউন্টগুলো ফিফার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার প্রতি পক্ষপাতিত্বের তত্ত্বকে ব্যাপকভাবে উসকে দেয়। তবে সবকিছু ছাপিয়ে আজকের ফুটবলের ফ্যারও মেসিই।

কলোম্বিয়াকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ড

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ভ্যাঙ্কুভার

ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেস স্টেডিয়ামের সবুজ গালিচায় যখন বিষাদের সুর, তখন গ্যালারির এক কোণে এক চিলতে লাল-সাদা রঙের উৎসব। কলোম্বিয়ার ডেভিনসন সানচেস যখন শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আর কুচো হার্নান্দেস মাথা নিচু করে সতীর্থদের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন, তখন টাইব্রেকারের শ্বাসরুদ্ধকর লড়াইয়ে ৪-৩ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে উল্লাসে মেতে উঠেছে সুইজারল্যান্ড। হলুদের মহাসমুদ্রে যেন এক টুকরো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো নেচে উঠলেন সুইস ফুটবলাররা। রুবেন ভার্গাসের নেওয়া শেষ পেনাল্টি শটটি যখন জালের ঠিকানা খুঁজে নিল, তখন অবসান ঘটল ১২০ মিনিটের এক অতি-সতর্ক, রক্ষণাত্মক এবং গোলহীন ফুটবলীয় দাবার। এই জয়ের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৭২ বছর পর, অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল সুইজারল্যান্ড। আগামী চার দিন পর ক্যানসাস সিটিতে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হওয়ার আগে এই জয় সুইস ফুটবল ইতিহাসে এক নতুন রূপকথার জন্ম দিল। ম্যাচ শেষে সুইস কোচ মুরাত ইয়াকিন তাঁর আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। তিনি জানান, পুরো ম্যাচটি ঠিক তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ীই এগিয়েছে। তবে মাঠের খেলা দেখলে একে ফুটবলের চেয়ে দাবা খেলা বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত হবে। ১২০ মিনিট ধরে দুই দলই প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে ফাটল ধরার চেষ্টা করেছে, কিন্তু চূড়ান্ত ফিনিশিংয়ের অভাবে বারবার ভেস্তে গেছে সব আক্রমণ। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ কখনো সুইজারল্যান্ড আবার কখনো কলোম্বিয়ার পায়ে গেছে, কিন্তু তা স্থায়ী হয়েছে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। আক্রমণভাগের অন্যতম সেরা তারকা জোহান মানজাম্বির চোটের কারণে খেলতে না পারাটা সুইসদের রণকৌশলে বড় ধাক্কা দিয়েছিল। ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনে হাঁটুতে চোট পেয়ে ছিটকে যান এই তরুণ স্ট্রাইকার, যা কোচ ইয়াকিনের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনাকে কিছুটা রক্ষণাত্মক করতে বাধ্য করে। কানাডার উষ্ণ ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ার কারণে স্টেডিয়ামের ছাদ বন্ধ রাখা হয়েছিল, যার ফলে মাঠের ভেতরের আর্দ্রতা ফুটবলারদের জন্য বেশ কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। তবে প্রতিকূল আবহাওয়াও গ্যালারির ৫২,৪৯৭ জন দর্শকের উন্মাদনায় জল ঢালতে পারেনি। গ্যালারির সিংহভাগই ছিল উজ্জ্বল হলুদ জার্সিতে মোড়া কলোম্বিয়ান সমর্থকদের দখলে, যাঁরা ম্যাচজুড়ে গান গেয়ে আর প্রতিপক্ষের পায়ে বল গেলেই দুয়োধ্বনি দিয়ে মাঠকে লাতিন আমেরিকার কোনো স্টেডিয়ামে পরিণত করেছিলেন। ম্যাচের ২১ মিনিটে কলোম্বিয়া প্রথম বিপজ্জনক কাউন্টার অ্যাটাক তৈরি করে। হামেস রদ্রিগেসের পাস থেকে বল পেয়ে ক্রিস্টাল প্যালেসের জেফারসন লারমা বল বাড়িয়ে দেন গুস্তাভো পুয়ের্তার দিকে। পুয়ের্তার বাঁকানো শটটি গোলপোস্টের কোণ দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল, কিন্তু সুইস গোলরক্ষক গ্রেগর কোবেলের শূন্যে ভেসে যাওয়া দুর্দান্ত সেভ কলোম্বিয়াকে এগিয়ে যেতে দেয়নি। এর নয় মিনিট পর সুইস উইঙ্গার ফাবিয়ান রিডারের শট একইভাবে প্রতিহত করেন কলোম্বিয়ার গোলরক্ষক কামিলো ভার্গাস। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৬ মিনিটে কলোম্বিয়ার কিংবদন্তি ৩৪ বছর বয়সী হামেস রদ্রিগেসকে যখন মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হয়, তখন পুরো গ্যালারি দাঁড়িয়ে তাঁকে করতালি দিয়ে অভিবাদন জানায়। সম্ভবত বিশ্বমঞ্চে এটাই ছিল এই মহানায়কের শেষ উপস্থিতি। রদ্রিগেসের বিদায়ের পর হুয়ান কিনতেরো মাঠে নামলে কলোম্বিয়ার আক্রমণে গতি বাড়ে, কিন্তু গোল খরা কাটেনি। অতিরিক্ত সময়ের ৯৩ মিনিটে পেনাল্টির জোরালো দাবি জানিয়েও রেফারি সাড়া না দেওয়ায় হতাশ হতে হয় কলোম্বিয়াকে। এর পাঁচ মিনিট পর কিনতেরোর চমৎকার কর্নার থেকে জন লুকুমি দুর্দান্ত হেডার নিলেও বল গোলপোস্টের ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। অতিরিক্ত সময়ের একদম শেষ মুহূর্তে জামিন্টন কাম্পাসের ১০ গজ দূর থেকে নেওয়া শটটি বারের ওপর দিয়ে চলে গেলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। পেনাল্টি শুটআউটে কলোম্বিয়ার ডেভিনসন সানচেসের শট ক্রসবারে প্রতিহত হওয়ার পর, কুচো হার্নান্দেসের নেওয়া মাটি ঘেঁষা শটটি ডানদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আটকে দেন সুইস প্রাচীর গ্রেগর কোবেল। ম্যাচের নায়ক কোবেলের প্রশংসা করে কোচ ইয়াকিন বলেন যে, তিনি এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক এবং বিপদের মুখে তাঁর এই শান্ত মানসিকতাই দলকে ঐতিহাসিক জয় এনে দিয়েছে। কলোম্বিয়ার কোচ নেস্তর লোরেনসো অবশ্য পরাজয়ের গ্লানি মেনে নিয়েও নিজের ছেলেদের আড়াল করেছেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, ফুটবলারদের কোনো দোষ নেই, দিনটি স্রেফ তাঁদের ছিল না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পাওয়া সুইজারল্যান্ড এখন পুরো দেশের সঙ্গে এই আনন্দ উদযাপনে মত্ত, আর তাদের পরবর্তী লক্ষ্য এখন ক্যানসাস সিটির মহরণ।

লাল কার্ড বিতর্ক!

উয়েফার বিরুদ্ধে ফিফার 'ভণ্ডামির' তোপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লন্ডন

বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের ঠিক আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তারকা স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ডের ওপর স্থগিতাদেশ প্রদানকে কেন্দ্র করে বিশ্ব ফুটবলের দুই সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা এবং উয়েফার মধ্যে এক নজিরবিহীন ও তীব্র বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে। বালোগানের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে উয়েফা ফুটবলের সততার পরিপন্থী এবং এক অলঙ্ঘনীয় 'লাল রেখা' বা রেড লাইন অতিক্রম করার সমতুল্য বলে তীব্র নিন্দা করার পর, এবার পালটা আক্রমণ শানিয়েছে ফিফা। উয়েফাকে সরাসরি 'ভণ্ড' আখ্যা দিয়ে ফিফার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির প্রধান মহম্মদ আল-কামালি জানিয়েছেন যে, উয়েফা পরিচালিত বিভিন্ন ইউরোপীয় লিগে লাল কার্ড প্রত্যাহার একটি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা, অথচ সেখানে কখনও কোনো লক্ষ্মণরেখা অতিক্রমের প্রশ্ন তোলা হয়নি। গত বত্রিশ দলের পর্বে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে ম্যাচে লাল কার্ড দেখার পরও মার্কিন ফুটবলারকে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে খেলার ছাড়পত্র দেওয়া আধুনিক ফুটবলের ইতিহাসে এক বেনজির ঘটনা, যার নেপথ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরাসরি প্রভাব খাটানোর জোরালো অভিযোগ উঠেছে। ফুটবলীয় আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে ফিফা একটি কড়া বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, বালোগানের লাল কার্ড সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়নি, বরং সংশ্লিষ্ট নিয়মকানুনের সুস্পষ্ট সংস্থান অনুযায়ী একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ফিফার নিয়মবিধির ৬৬.৪ এবং বিশ্বকাপের ১০.৫ ধারা অনুযায়ী লাল কার্ড দেখলে পরবর্তী ম্যাচে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাসনের নিয়ম থাকলেও, শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির ২৭ নম্বর ধারা প্রয়োগ করে সেই স্বয়ংক্রিয় নির্বাসনকে এক বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।

ভারতের তরুণ ব্যাটারদের কড়া বার্তা জোফ্রা আর্চারের

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা আইপিএলের রান-বন্যার পিচ এবং ছোট বাউন্ডারির ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে ইংল্যান্ডের মাটিতে বল হাতে পেয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন ইংরেজ ফাস্ট বোলার জোফ্রা আর্চার। তাঁর মতে, ইংল্যান্ডের পরিবেশ বোলারদের জন্য 'স্বাভাবিক ক্রিকেটে'র প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছে। ট্রেন্ট ব্রিজে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতের তরুণ ব্যাটিং লাইন-আপকে মাত্র ছিয়াত্তর রানে গুটিয়ে দিয়ে ১২৫ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়ের পর আর্চারের এই মন্তব্য ভারতীয় শিবিরের জন্য এক প্রচ্ছন্ন সতর্কবার্তা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। বৃষ্টির কারণে সিরিজের প্রথম ম্যাচটি বাতিল হওয়ার পর, এই জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল আয়োজক দেশ। ২০২ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ভারতীয় দল যেভাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে, তা আধুনিক ক্রিকেটে পরিবেশের প্রভাব এবং বোলারদের মনস্তাত্ত্বিক সুবিধার দিকটিই ফের সামনে এনেছে। এই ধস নামানোর নেপথ্যে প্রধান কারিগর ছিলেন জশ টাং, যিনি ৩৮ রান দিয়ে চার উইকেট নিয়েছেন, এবং আর্চার নিজে, যাঁর ঝুলিতে এসেছে ২৯ রানে তিন উইকেট। ভারতীয় ব্যাটারদের বিরুদ্ধে আইপিএল এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পরিকল্পনার পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আর্চার অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্তভাবে পিচ ও পরিবেশের চরিত্র তুলে ধরেছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের তীব্র চাপের কথা স্বীকার করে তিনি জানান, ভারতের মাটিতে উইকেট এতটাই সহজ এবং বাউন্ডারি এতই ছোট থাকে যে বোলারদের ত্রুটির কোনো জায়গাই থাকে না, সেখানে প্রতিটি বল নিখুঁত হতে হয়।

URBAN HEIGHTS
WBRERA/P/PAS/2024/001162

Urban Galaxy India Pvt. Ltd.
এই সুযোগ বার বার আসে না

south facing project টির প্রথম ও দ্বিতীয় তল পুরটাই Commercial। এর প্রবেশদ্বারেই থাকছে Fountain।

B+G+11 project টিতে 2nd Floor এ থাকছে Infinity Podium Swimming Pool। সঙ্গে Baby Swimming Pool ও থাকছে।

প্রতিটি Floor এ থাকছে 2 & 3 BHK Flats। থাকছে Gazebo Sr. Citizen ADDA Zone, Female Kitty Zone & Youth Corner ইত্যাদি।

Rooftop এ থাকছে Children Play Area, Yoga / Meditation Lawn, GYM, Sunset View Cafeteria & Laundry ইত্যাদি।

আমাদের project টি নির্মাণের কাজ চলছে। Project visit করার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে- 9800354432

NH2, Near KNI Airport, Durgapur FOLLOW US

urbanheights.info

স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং**।।
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com